ওঁ

ভাগবত-ধর্ম্ম

(শ্রীনবযোগীন্দ্র-সংবাদ)

"যস্য দেবে পরা ভক্তিযথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২৩)

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি. এ.
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

দীপালী : ১৩৫০
মূল্য ১৸০

প্রবর্ত্তক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৫২/৩ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ওঁ

শ্রীগুরুচরণে

'ভাগবত ধর্ম্ম'

গ্রন্থপরিচয়

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সংহিতার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কবিত্বের মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, পাণ্ডিত্যের গৌরবে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত ইহা এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ!

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মকর্ম্মের অপূর্ব্ব লীলাকাহিনী ভাগবত-উদ্যানের শ্রেষ্ঠ পারিজাত বৃক্ষ। জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের নিগূঢ় রহস্য, অবতারতত্ত্ব, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, মুক্তি-মোক্ষ-কামীর পথসন্ধান, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব—এক কথায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু সমস্তই ইহাতে রহিয়াছে।

একাদশ স্কন্ধের "শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদ" এবং "নবযোগীন্দ্র-সংবাদ" তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির পরম আদরের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত সমস্ত তত্ত্বের সার এই উভয় সংবাদে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু—নবযোগীন্দ্র-সংবাদ। গ্রন্থারম্ভে "নবযোগীন্দ্রের" পরিচয়ের প্রয়োজন আছে। সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা দেবর্ষি নারদ একদা বসুদেব-গৃহে সমাগত। গৃহাগত দেবর্ষিপ্রবরকে দর্শন করিয়া বসুদেব তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে কহিলেন, ভগবন্ সাধুসমাগম বহু পুণ্যের ফল। আর্ত্ত জীবের পরম শ্রেয়ঃসাধনের নিমিত্তই দয়াপরবশ হইয়া আপ্তকাম, আত্মারাম মুনিগণ সর্ব্বত্র বিচরণশীল। আমি পূর্ব্বে ভগবদ্-আরাধনা করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু জীবের পরম শ্রেয়ঃ—মুক্তি-মোক্ষের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহা করি নাই। ভগবদ্-মায়ায় পুত্রলাভার্থী হইয়াই তাহা করিয়াছিলাম। সাধুনির্দ্দিষ্ট পন্থা এবং সাধুকৃপাই মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায়। বোধ হইতেছে, আমার সেই শুভ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত তাহা না হইলে আপনার ন্যায় সাধুসমাগমে আমার গৃহ পবিত্র হইবে কেন? প্রার্থনা, মানব জীবনের পরম শ্রেয়ঃ উপদেশ করিয়া কৃতার্থ করুন।

মুনিবর হৃষ্টচিত্তে—প্রসন্নবদনে কহিলেন, এক পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। এক সময়ে মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের জন্য বিষ্ণুর অংশে ঋষভদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শত পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভরত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া বনবাসী হন। তাঁহার নামানুসারেই ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি। অপর একোনশত পুত্রের মধ্যে নয় জন নয়টী দ্বীপের অধিপতি হইলেন। অবশিষ্ট পুত্রগণের মধ্যে একাশীজন যাগযজ্ঞশীল ব্রাহ্মণ—বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তক এবং বাকী নয়জন সুকঠোর তপশ্চরণে সিদ্ধমনোরথ—ব্রহ্মবিদ্—ব্রহ্মজ্ঞ। কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন ইঁহাদের নাম। নবযোগীন্দ্র নামে ইঁহারা পরিচিত। এই নবযোগীন্দ্র দিগম্বরবেশে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কোন এক সময়ে সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইঁহারা মহারাজ নিমির যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ঋষিগণ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর—অপূর্ব্বদর্শন। যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত সদস্য, ঋত্বিক ও মহারাজ নিমি তাঁহাদের তপঃপূত পবিত্র মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বিস্ময়পুলকিত-নেত্র! সকলের সশ্রদ্ধ অভিবাদন এবং পূজার্চ্চনায় প্রীত হইয়া তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মহারাজ নিমি যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেন, নবযোগীন্দ্র একে একে সে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরমতত্ত্ববিষয়ক এ সকল প্রশ্নোত্তর। মহারাজ নিমি মুনিগণ-কথিত সেই ভাগবত ধর্ম্মশ্রবণে ও তদনুষ্ঠানে কৃত-কৃতার্থ হইলেন।

বসুদেবের প্রশ্নে নারদ-কথিত মহারাজ নিমি ও নবযোগীন্দ্রের মধ্যে যে কথোপকথন তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে এই উপাখ্যান গৃহীত।

মূল গ্রন্থ বসুদেব নারদের কথোপকথন হইতে আরম্ভ না করিয়া মহারাজ নিমির প্রশ্ন হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে। ঐ একাদশ স্কন্ধেরই ৫ম অধ্যায়ে নবযোগীন্দ্রের উপদেশ শেষ হইলে পর, মহর্ষি নারদ যেখানে

ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণে এবং তদ্‌-অনুষ্ঠানে মহারাজ নিমির পরাগতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা ততদূর পর্য্যন্তই মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছি।

গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা: শ্রীমদ্ভাগবত কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে। সাম্প্রদায়িকতার পরিপুষ্টির জন্য ইহার অংশবিশেষের পঠন, এবং ব্যাখ্যায় গ্রন্থসম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে এবং হইয়াছেও তাহাই।

দশম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বিশেষতঃ রাসলীলাই ভাগবতপাঠক পণ্ডিতবর্গ সর্ব্ব-সাধারণে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে "দ্বৈততত্ত্বই" একমাত্র "তত্ত্ব"—ভাগবতের সার "তত্ত্ব"। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবের অবতারণা করিয়া অদ্বৈত-তত্ত্বে যে এ সকল ভাব আস্বাদন করা সম্ভব নহে তাহা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এই সকল "ভাব" বা "রস"-আস্বাদনই সাধনার চরম কথা। তন্মধ্যে আবার মধুরভাবই শ্রেষ্ঠ। এই পঞ্চ রসের কোন রসই দ্বিতীয় বস্তু-নিরপেক্ষ আস্বাদন করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণকেই পতি, পুত্র, সখা, প্রভু, প্রভৃতিরূপে কল্পনা করিয়া সাধনা করিতে হইবে এবং তাঁহাকেই তৎতৎরূপে প্রাপ্ত হইয়া সেই সকল রস যথাযথরূপে আস্বাদনই চরম কথা। অতএব "দ্বৈততত্ত্বের" বিলোপে "অদ্বৈততত্ত্বের" অবকাশ কোথায়? কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন, তিনি পরম অদ্বৈত অর্থাৎ তাঁহার বহুত্বও একেরই বহুত্ব; নিজেকেই নিজে অভিন্নাংশে বহুরূপে বিস্তার করিয়াও একই রহিয়াছেন। এই জন্যই সাধনার সিদ্ধিতে সাধক আপ্তকাম—আত্মারাম। দ্বৈতবস্তুনিরপেক্ষ স্বীয় আত্মানন্দে ডুবিয়াই সাধক আপ্তকাম—আত্মারাম হন। তবে কি ভাগবত শ্রুতিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত স্থাপন করিয়াছে? না তাহা করে নাই, করিতে পারে না। নবযোগীন্দ্র-সংবাদ-পাঠে সুধী পাঠক দেখিতে পাইবেন, শ্রুতি

প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্বই ভাগবতেরও সার কথা। অতএব নবযোগীন্দ্রকথিত পরমতত্ত্ব—তথা ভাগবতধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে সাধারণে প্রচারিত মতবাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছে। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, গ্রন্থসম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারক হইবেন ইহাই আমাদের সানুনয় অনুরোধ।

শাস্ত্রীয় বাক্য সকল বহুস্থলে স্থূলদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে হয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা স্ববিরোধী কথা বলেন নাই নিশ্চয়ই। ঐ সকল আপাত বিরুদ্ধ বাক্যসমূহের সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। সেই সকল বাক্যের সামঞ্জস্যবিধান এবং গূঢ়রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্যই ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখি, প্রাচীন টীকা-কারগণ কিংবা নবীন ব্যাখ্যাকারগণ এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের ১১ এবং ১৪নং শ্লোক দুইটির প্রাচীন টীকা এবং নব্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন অথবা পাঠকের উপরই ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাহা বলা কঠিন। এইসব স্থলে আমরা শ্লোকসমূহের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে একথাও সত্য যে, আমরা যেভাবে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা করিয়াছি তাহা ছাড়া অন্যভাবে যে তাহা হইতে পারে না, এমন কথা আমরা বলিনা। চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলী চেষ্টা করিলে কত ভাবেই তাহা হইতে পারে।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীই অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা বর্ত্তমান কালের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট সুখবোধ্য হয় না বলিয়া আমরা এক্ষেত্রে পণ্ডিতমণ্ডলীর ভাষার অনুকরণ না করিয়া

যথাসম্ভব কালোপযোগী সহজ ও সরল ভাষাতেই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা প্রথমে মূল শ্লোক, তৎপর অন্বয়-মুখে বাংলা শব্দার্থ, তৎপর শ্লোকের বঙ্গানুবাদ এবং সর্ব্বশেষে প্রত্যেক শ্লোকের মর্ম্মার্থনিরূপণের জন্য "অনুধ্যান" নামক ব্যাখ্যার সমাবেশ করিয়াছি। মহতের কৃপা এবং সাধনায় শুদ্ধচিত্তব্যক্তির হৃদয়েই শাস্ত্রার্থ প্রতিভাত হইয়া থাকে। আমার ন্যায় বিষয়মলিন-চিত্ত ব্যক্তির হৃদয়ে সে সত্য কতটুকু প্রতিভাত হইয়াছে তাহা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবই জানেন।

গ্রন্থ লেখা এবং প্রকাশবিষয়ে যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছি তন্মধ্যে আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত রমানাথ রায় মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ লেখা সম্ভব হইত না। অতএব তিনিও এই গ্রন্থের অন্যতম লেখকহিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য।

আমার অন্যতম সতীর্থ একান্ত স্নেহভাজন শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের অর্থসাহায্যেই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব হইল। এজন্য শ্রীমান্ শুধু আমারই নহে—ভক্তসমাজেরও প্রশংসার্হ; কারণ শাস্ত্রপ্রচারে অর্থের এই সদ্ব্যবহার উন্নত মনেরই পরিচায়ক।

"গ্রন্থাভাসের" লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন মহাশয় "দেশ" পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু ইহাই তাঁহার আসল পরিচয় নহে। তাঁহার আসল পরিচয় তিনি পরম ভাগবত—সাধক পুরুষ। এইরূপ ভক্তজনই ভাগবত-রস নিজে আস্বাদন করিতে এবং অন্যকে আস্বাদন করাইতে সমর্থ। তিনি কৃপা করিয়া "গ্রন্থাভাস" শীর্ষক নিবন্ধটী লিখিয়া দিয়া একদিকে যেমন আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, অন্যদিকে গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণে শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাদেরও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; কারণ শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় রহস্য এবং সর্ব্বত্র একাত্মতায় যে ভাগবতধর্ম্মসাধনার সার্থকতা তাহা তাঁহার নিবন্ধের প্রতিবাক্যে ফুটিয়া

উঠিয়াছে। পাঠক সমস্ত গ্রন্থের তথা শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় "গ্রন্থাভাসে" পাইবেন।

তিনি ভগবদ্‌ভক্ত—সকলের আপন জন। আপন জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ কোথায়? আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছি—তাহা তিনি গ্রহণ করুণ, এই প্রার্থনা।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের সাধক ও "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর কথা না বলিলে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাঁহার উৎসাহ, চেষ্টা এবং সহায়তাতেই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল। গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনিও গ্রন্থকারের সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসার সম-অংশীদার হইলেন, মনে করি। বন্ধুত্বের ইহাই ধর্ম্ম।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও গ্রন্থে নানারূপ ভুল ত্রুটী রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সর্ব্বশেষে শ্রীভগবৎ চরণে এবং তাঁহারই বিভূতি সর্ব্বজীবে আমার শত-সহস্র দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

শ্রুতিও বলিয়াছেন :—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

দীপালী,
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৫০ বাংলা,
৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন,
কলিকাতা।

শ্রদ্ধাবনত
গ্রন্থকার

গ্রন্থাভাস

গ্রন্থকার একজন বহুশ্রোত পুরুষ, কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র গুণ নয়, তিনি ভগবদ্ভক্ত এবং মহৎ-কৃপাশ্রিত, প্রকৃত ত্যাগী। নব যোগীন্দ্র-কথিত ভাগবত-ধর্ম্মের মধুর রস আমাদিগকে তিনি পান করাইয়াছেন। ভক্তেরই এমন অধিকার আছে; কারণ ভাগবতের রস গ্রহণ করা এক-মাত্র ভক্তির দ্বারাই সম্ভব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োগে কিংবা টীকার সাহায্যে তাহা সম্ভব হয় না। এ সম্বন্ধে ঋষিবাক্য সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত রহিয়াছে।

সমগ্র ভাগবত শাস্ত্রই সুমধুর। কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর এই মর্ত্ত্যজীবনে মধুর রস প্রচুরভাবে উপলব্ধি করা সহজ নয়। আমরা সচরাচর মধুর বলিতে যাহা বুঝি তাহা অনেক ক্ষেত্রেই স্থূল সংস্পর্শজ ভোগের সহিত সম্পর্কিত ভাব, সুতরাং এ ভাব বিকারশীল। এ সব ভাব স্থায়ী অভাব মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। এসব ভাবের রস সমগ্র জীবনকে সরস করিতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করিয়াই সাধক বলিয়াছেন—

"ভাবের কমল কোথায় আছে
শোন গিয়ে মন সাধুর কাছে।"

ভাগবতের ছন্দোময় ভাষাতেও আমরা এই ভাবের কমলের সংবাদ পাই:—

'প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাব-সরোরুহং ধুনোতি
শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণ-পাদমূলং ন মুঞ্চতি
মুক্ত-সর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা।'

'শরৎ-সমাগমে নির্ম্মল সলিলে যেমন কমলদল বিকশিত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণ ভক্তজনের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবসরোরুহকে প্রস্ফুটিত করেন। পথশ্রান্ত পথিক যেমন স্ব-ভবনের আশ্রয় লাভ করিলে শান্তি পায়, সেইরূপ সাধক তখন সর্ব্ববিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপাদমূল কখনও পরিত্যাগ করেন না।'

অন্যত্র—

'উন্নিদ্রহৃৎ-কর্ণিকারালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিত-পাদপল্লবং'

'হৃৎ-কর্ণিকারের দল খুলিয়া যায় এবং সেই বিকশিত কমলালয়ে যোগেশ্বরের পাদপদ্ম সংস্থাপিত হয়।'

ইহা অনুভবগম্য ব্যাপার। অনেকের পক্ষে ইহা ভাষার অলঙ্কার বলিয়াই মনে হইবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাগবতে স্ফুটতর নির্দ্দেশও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগবতের ঋষি বলিয়াছেন,—

"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্‌ভাগবতসঙ্গতঃ॥"

ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ-মহিমায় শ্রীভগবানে যদি অচল ভাবের উদ্রেক হয়, তবেই পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে বুঝা গেল; নহিলে সবই তুচ্ছ। সুতরাং ভাব পাওয়াই শ্রেষ্ঠ লাভ বা শ্রেয়ঃ লাভ নয়, যে ভাব অচল, মহাভারতের ঋষি সনৎ-সুজাতের ভাষায় 'যেন সংযোগমেত্য শান্তিং পরাং প্রাপ্নুয়ুঃ প্রেত্য চেহ'—যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহকালে এবং পরকালে উভয়ত্র শান্তি লাভ হয়, সেই অচল ভাবই শ্রেয়ঃ লাভের উপায়। ভগবদুক্তি অনুসারে—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি।" (গীতা)

সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক যত ভাব সবই শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত হইতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥" (গীতা)

শ্রীভগবানই সর্ব্বভাবের প্রবর্ত্তক এইরূপ অনহঙ্কৃত ভাবে প্রতিষ্ঠিত মনের শুদ্ধি ক্রিয়ায় ভাব-সমন্বিত হওয়া বা অচলভাবে অবস্থিত হওয়াই সাধন পথে প্রয়োজন। এই অচল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে ভাব-শুদ্ধি ঘটে, এবং সমগ্র বিকারের মধ্যেও অবিকারী নিত্য আনন্দময় সত্যকে সাধক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সাধকের এই অবস্থা সম্বন্ধে ভাগবতে বলা হইয়াছে,

"নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া।
স্বকৃতমনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াঽবসিতম্॥" ১০।৮৭।২৬

আত্মবিদ্ সাধক এই অবস্থায় জগৎকে সৎস্বরূপ আত্মা বলিয়া জানেন। মায়ার প্রভাব তাঁহার পক্ষে আর থাকে না। কনককুণ্ডল প্রভৃতি স্বর্ণের বিকার হইলেও স্বর্ণার্থী যেমন কুণ্ডলাদিকে পরিত্যাগ করে না, কারণ উহাও স্বর্ণময়; সেইরূপ আত্মবিদগণও সর্ব্বত্র আত্মানুভূতির দৃষ্টিতে এই বিশ্বকে সমাদরই করিয়া থাকেন। এই উপলব্ধির অবস্থাকেই ভাবশুদ্ধির অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। সাধু কৃপার আশ্রয়ে গুণ-কর্ম্মজ চিত্তমলকে এইরূপে বিধৌত করিলে তবে প্রকৃত ভাগবত জীবনে প্রতিষ্ঠা ঘটে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"রবির্হি রশ্মিজালেন দিবা হন্তি বহিস্তমঃ।
সন্তঃ সূক্তিমরীচ্যোঘৈরন্তর্ধ্বান্তং হি সর্ব্বদা॥"

সূর্য্য তাঁহার রশ্মিজালের দ্বারা শুধু দিবাভাগের এবং শুধু বাহিরের অন্ধকারই দূর করিতে পারেন, কিন্তু সাধুরা তাঁহাদের সদুপদেশের

জ্ঞানময় প্রভাবে মানবের অন্তর হইতে অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার সর্ব্বদা দূর করিয়া সত্যকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হন।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেখিতে পাই, সূত মহারাজ নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, "ভাবশুদ্ধি-বিহীনানাং সমস্তং কর্ম্ম নিষ্ফলম্।" আমাদের সাধারণ জীবনে অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া যত ভাবের উদ্রেক হয় সবই অসৎ, বিপর্য্যয়শীল এবং ক্ষণিক। এ সব ভাবই ব্যয় হইয়া যাইতেছে। অনন্ত অব্যয় যে ভাব, সে ভাব অশেষ, তাহাই মধুর। মধুর এই ভাব দেশকাল এবং পাত্রের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না, তাহা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, সে ভাব সব উপচানো, সব জড়ানো এবং সব মাখানো। এদেশের আলঙ্কারিকগণ মধুরের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'মধুর বিষ্ণুদৈবত'। মধুর রস ব্যাপ্তধর্ম্মী। কিন্তু জীবনে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। খণ্ড ছাড়া একদণ্ডও মনের গতি নাই। সর্ব্বক্ষণের জ্বালা মিটাইব মনে করিয়া যাহা ধরিতে যাইতেছি, তাহাই আমাকে বিড়ম্বিত করিতেছে এবং ভাব না জমাইয়া ভয় সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপে নানারূপ বিকার ধর্ম্মে বাধিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে মহাভয়ে আচ্ছন্ন রহিয়াছি এবং জীবনের নামে শুধু মরণের দিন গণিয়া চলিতেছি। কোন পথেই ভয় ঘুচিতেছে না, দৈন্য দূর হইতেছে না, হইবার কথাও নয়। ঋষিবাক্য তো মিথ্যা হইতে পারে না। জীবনে যে ব্রত অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি, সে ব্রতের ইহাই ফল—"দ্বৈতাৎ ভয়ং অদ্বৈতাদেবাভয়ং।" ভাবহীন এমন ভীতিময় জীবনে প্রীতির স্থান নাই, স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রবই এ পথের রীতি; সুতরাং এমন অবস্থায় পরার্থপরাভক্তি সুদূরে। প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বার্থহানির সঙ্কীর্ণতার দৈন্য এবং নিরন্তর ভয়ের গুরুভার অন্তরে লইয়া কামনারই পূজা করিতেছি। ধর্ম্মের নামে স্বার্থের দ্বারেই স্তুতি-নতি নিবেদন করিতেছি। এ পূজা পূজা নয়, কেবল ক্ষুদ্র

স্বার্থহানিরই ভয়; কিন্তু ভয়ের পূজা ছাড়িয়া অচল ভাবের পথে ভাবের ঠাকুরের পূজা না করিলে শান্তি নাই কিম্বা নিষ্কৃতি নাই। ভাগবত বলিয়াছেন—

"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বে ॥"

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ঘোররূপ দেবতাগণের পূজা পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বরূপ নারায়ণকেই ভজনা করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় বচন রহিয়াছে—

"সর্ব্ব দেবময়ো বিষ্ণুর্বিধিনৈতস্য পূজনম্।
ইতি যা মনসঃ প্রীতি সা ভক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥
সর্ব্বভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥
ইত্যভেদপরা ভক্তিঃ সা পূজা পরিকীর্ত্তিতা ॥"

'বিষ্ণুই সমস্ত দেবতা, তাঁহার পূজাই পরম প্রয়োজন। এইরূপ মনের প্রীতিকেই ভক্তিস্বরূপে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং নিত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুই সর্ব্বভূতময়—এইরূপ অভেদ জ্ঞানস্বরূপ যে ভক্তি তাহাই পূজা।'

আমরা সাধারণ জীব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেবতাদের যে পূজা করি, সে পূজা কাম্যকর্ম্মাশ্রিত; অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি তাহার মধ্যে থাকে না। এই জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় এই পূজার ফল অন্তশীল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংস্পর্শজ ক্ষুদ্র সুখ-ভোগের লালসাই এই সব পূজার ভিতর সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া মনের উপর কাজ করে। মহতের কৃপাশক্তি অন্তরে সঞ্চারিত হইলে বহুত্বের অভিমুখে বিক্ষেপাত্মক মনের পরিচ্ছিন্নতার এই দৈন্য দূর হয়। তখন অপরিচ্ছিন্ন সৎস্বরূপের অনুধ্যান চিত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং দেহ-মন-প্রাণ অব্যবহিত একের কৃপা রসে নিষিক্ত হয়। এই অবস্থায় সাধক ভাবাদ্বৈত লাভ করেন। ক্রমে

ভাবাদ্বৈত ক্রিয়াদ্বৈতে এবং ক্রিয়াদ্বৈত দ্রব্যাদ্বৈতে পরিস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের নিকট এই সাধন-তত্ত্বের রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেব ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ॥"

মননশীল সাধক জীবে পরমাত্মায় ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত অধিগত হইয়া আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। চিত্তে যদি অভেদ ভাব জাগ্রত হয় তবে ক্রিয়াও এক হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় নিজের পুত্রকে একরূপ, অপরের পুত্রের প্রতি অন্যরূপ আচরণ সম্ভব হয় না। এইরূপে ক্রিয়াদ্বৈতের পথে অগ্রসর হইতে হইতে সাধক দ্রব্যাদ্বৈতের স্তরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন সমস্ত দ্রব্যেই অভেদ আত্মভাব উপলব্ধি হয় এবং নিত্য স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম বিষ্ণুই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন—এই অভেদ জ্ঞানস্বরূপ যে ভক্তি, সাধক তাহাই লাভ করেন। এ অবস্থায় সাধকের জীবনে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের পূজার প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ভগবানের পূজা ব্যতীত তাঁহার পৃথক সত্তাই থাকে না। এই পূজাই সত্যকার পূজা। এমন অবস্থায় কাম্য কর্ম্ম থাকে না, নিষিদ্ধ কর্ম্মেরও কোন প্রশ্ন রহে না; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের প্রণতি ভক্তের পক্ষে সত্য হইয়া উঠে এবং তিনি 'মদযাজী মাম্ নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি' গীতার এই ভগবদ্বাক্য নিজের অন্তরে সার্থকভাবে উপলব্ধি করেন; ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম। "এই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি" কিন্তু এমন প্রণতি করিতে পারিলাম কই? সুতরাং পূজা জীবনে সত্য হইল না; তাই অবিদ্যা এবং অজ্ঞানতার বোঝা মাথায় করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছি। শাস্ত্রে এই পূজাকেই সংরাধনা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বেদান্ত বলিয়াছেন—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং। ততো লিঙ্গাচ্চ।"

সম্যক্ আরাধনার পথে ব্রহ্মানুভূতি ঘটে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে অতিক্রম করিয়া সাধক অবশেষে গুণলিঙ্গের গণ্ডীও ভেদ করিয়া যান এবং অপাবৃত নিত্য সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হন। এমনই দৃষ্টি, কুশলের দৃষ্টি। "ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলঃ" আমরা সাংখ্যে এই সংজ্ঞা দেখিতে পাই। কুশলের দৃষ্টি কিরূপ তৎসম্বন্ধে ভাগবত বলেন—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ॥"

কুশল পুরুষ অণু হইতে মহৎ সর্ব্বত্র সার গ্রহণ করেন, গোপীরাও বলিয়াছেন—

'কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ'

'কুশলগণ তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন।'

এমন দৃষ্টি, এইরূপ সংরাধনা লাভ করিবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কুমারগণের স্তুতিতে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বলিতেছেন,—

'যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং
ত্বং নাদ্যৈব নো নয়নমূলমনন্ত রাদ্ধঃ'
'যর্হ্যেব কর্ণ-বিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিতরহা ভবদুদ্ভবেন॥'

'হে অনন্ত, তুমি হৃদয়স্থিত হইয়াও দুরাত্মব্যক্তিদের নিকট অন্তর্হিত থাক; কিন্তু আমাদের কাছে আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলে না। আমাদের নয়নমূলে আজ আমরা তোমাকে দর্শন করিলাম। তোমাকে সংরাধনার যোগ্যরূপে লাভ করিলাম। আমাদের গুরু ব্রহ্মা যৎকালে তোমার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ করিলেন, তখন তুমি আমাদের শ্রবণ-পথ দ্বারা আমাদের চিত্তে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছ। আর কি তোমার অন্তর্হিত হইবার উপায় আছে?'

সুতরাং মহতের কৃপা-ব্যতিরেকে অব্যয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় নাই এবং সংরাধনা কিম্বা পূজাও জীবনে সত্য হয় না। ভগবান কপিল বলিয়াছেন,—

"দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥"

'আমি সর্ব্বদেহে অবস্থান করিতেছি। পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষকারী যে ভিন্নদর্শী ব্যক্তি তাঁহার মন কখনই শান্তি লাভ করিতে পারে না। যে লোককে অবমাননার দৃষ্টিতে দেখে, সে নানা প্রকার দ্রব্যদ্বারা প্রতিমাতে আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি তাহার প্রতি প্রীত হই না। যে আত্মপরে সামান্য মাত্রও ভেদ দর্শন করে, আমি মৃত্যু স্বরূপ হইয়া সেই ভিন্নদর্শী ব্যক্তির ঘোরতর ভয় বিধান করিয়া থাকি।' শ্রীভগবানের এই পূজা প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন,—

'অমূর্ত্তং মূর্ত্তমথবা স্থূলং সূক্ষ্মতরং স্থিতং।
তৎ সর্ব্বং ত্বং, জগৎকর্ত্তা নাস্তিকিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা॥
ত্বামনরাধ্য জগতাং সর্ব্বেষাং প্রভবাস্পদম্।
শাশ্বতী প্রাপ্যতে কেন পরমেশ্বর নিবৃত্তিঃ॥'

'মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম কিংবা স্থির স্বভাব যাহা কিছু পদার্থ আছে, সে সকলই আপনি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আপনি সকলের কারণ-স্বরূপ এই ভাবে আপনার আরাধনা না করিলে কেহ শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারে না।'

ঋষি-নির্দ্দেশিত এই পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে পূজা, সে পূজাই প্রকৃত পূজা। এমন পূজার মধ্যে পরোক্ষতা কিছুই নাই। সকল সংশয়চ্ছেদী অভেদাত্মক এই দর্শন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন,—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥"

'হে দেব, তুমিই নানাদেহে নানারূপে বিরাজমান, কোথায়ও স্ত্রীরূপে, কোথাও পুরুষরূপে, কোথাও কুমাররূপে, কোথাও কুমারীরূপে, কোথাও দণ্ডধারী জীর্ণ বৃদ্ধরূপে ভ্রমণ করিতেছ। সমস্ত বিশ্বে দিকে দিকে তুমিই জন্ম লইয়াছ। পিতারূপে, পুত্ররূপে, জ্যেষ্ঠরূপে, কনিষ্ঠরূপে, প্রকটিত রহিয়াছেন—সেই একই দেবতা। অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই একই দেবতা। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম লইয়াছেন তিনিও সেই দেবতাই। আজ এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই, গর্ভের মধ্যে রহিয়াছেন যিনি, তিনিও সেই দেবতাই।'

বিশ্বের সর্ব্বত্র পরম দেবতাকে এইভাবে উপলব্ধি করিয়া দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব তাঁহার সেবাতে নিবেদন করাই শ্রীভগবানের প্রকৃত পূজা। ভাগবতে ভগবান্ শঙ্করের মুখে এই পরম দেবতার পূজাতত্ত্বেরই মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। সমুদ্রমথনোদ্ভূত বিষপান প্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন:—

"তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥"

'সাধুগণের স্বভাব এই যে, তাঁহারা লোকদুঃখে তপ্ত হইয়া থাকেন এবং লোকের সন্তাপ দূর করাই অখিলাত্মা পরম পুরুষের পরম আরাধনা জানিবেন।'

এই আরাধনা প্রভাবে পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াই বেদের ঋষি বলিয়াছেন :—

"অহং পচাম্যহং দদামি মমেদু কর্ম্মন্ করুণেঽধি জায়া।

কৌমারো লোকো অজনিষ্ট পুত্রোঽন্বারভেথাং বয় উত্তরাবৎ॥"

অথর্ব্ব, ১২।৩।৪৭

'আমি পাক করি, আমি দান করি। আমার এই পবিত্র ব্রতে আমার ভার্য্যাও আছেন। সমস্ত জগৎকে আমি পুত্ররূপে পাইয়াছি। আমি উন্নত জীবন আরম্ভ করিয়াছি।'

এই উন্নত জীবন বা দিব্যজীবনে অধিষ্ঠিত হইয়া 'দেবো ভূত্বা' দেবতাকে পূজা করিবার জন্যই বেদ আমাদিগকে প্রবোচিত করিয়াছেন :—

"উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।

উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ॥" ঋক, ১০।১৩৭।১

'তোমরা দিব্য জীবন লাভ কর, দিব্য ভাবে প্রণোদিত হও। পতিত যে তাহাকে কোলে তুলিয়া লও। অবনত যে পুনরায় তাহাকে উন্নত কর, কলুষিত যে তাহাকে পবিত্র কর, পাপে যে মৃত তাহাকে পুনরায় জীবন দাও।'

এই দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের সেবায় আত্মনিবেদন করিবার আকুতির পথে ভক্তি প্রণোদিত হইলে শ্রীভগবানের পূজা জীবনে সত্য এবং নিত্য হইয়া উঠে। ভাগবতে শ্রীভগবান উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া এই পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।

তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃ-কায়বৃত্তিভিঃ॥

অয়ং হি সর্ব্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।

মদ্ভাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ॥"

'যতদিন সর্ব্বভূতে মদ্ভাব না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও কায়াবৃত্তির দ্বারা সকলকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর। সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করাই ভাগবত ধর্ম্ম।'

আমরা এই ভাগবত ধর্ম্ম ভুলিয়াছি এবং ভুলিয়াছি বলিয়াই মরণের পথে বসিয়াছি। এ পথ আমাদের পক্ষে কেবল ক্ষতির পথ।—অনুপথ, অর্থাৎ যে পথ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আমাদের পক্ষে সুখকর আমরা তাহা ধরিতে সমর্থ হইতেছি না; অথচ ভাগবতে ঋষি বলিয়াছেন, "ত্বদনুপথং কুলায়মিদং" এই মানবদেহে ভগবানের সাধনার পক্ষে অনুপথ লাভ করা সম্ভব হয়। রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ লাভ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, যাঁহারা আত্মবান তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করাই জীবের পক্ষে অনুপথ। এই পথ অনুসরণ করিলে ভগবানের আরাধনায় জীবন সার্থক করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। নবযোগীন্দ্র-সংবাদে মহৎ-কৃপার এই পথই উন্মুক্ত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের প্রতি অচল ভাব লাভ করিয়া তাঁহার পরম আরাধনার প্রভাবে জীবনকে সার্থক করিবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভাগবতী বাণীর আশ্রয় ব্যতীত মর্ত্ত্য জীবের গতি নাই কিংবা নিষ্কৃতি নাই।

ভাগবত সর্ব্বত্রই মধুর এবং পদে পদে স্বাদু। নবযোগীন্দ্র-সংবাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে ব্যাখ্যাত মহতের কৃপা-সূত্রকে আশ্রয় করিলে কাম-কলুষিতচিত্ত জীবের পক্ষে ভাগবতের সে স্বাদুতা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে এবং আমরা সেই পথে ভগবানে অচলভাব বা শ্রেয়োলাভে অধিকারী হইতে সমর্থ হই। গ্রন্থকার পরম ভাগ্যবান পুরুষ। মহতের কৃপায় তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে, তাই ভগবানের অব্যয় ভাবকে তিনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার 'অনুধ্যানে' পদে পদে সেইভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। দ্বৈতমায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া তিনি আমাদিগকে অদ্বৈতামৃতরস আস্বাদ করাইয়াছেন। তাঁহার

ন্যায় মহতের মুখচ্যুত ভগবৎ-কথামৃত পান করিয়া সত্যই আনন্দ লাভ করিয়াছি। যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত এবং ভাবুক, তাঁহারা যে এই গ্রন্থ পাঠে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। এই দুর্দ্দিনে ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা সংসার-তাপ-সন্তপ্ত জীবের প্রতি গ্রন্থকার এই যে কারুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, এজন্য উপসংহারে তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

"দেশ" কার্য্যালয়,
কলিকাতা।
৩০শে ভাদ্র, ১৩৫০।

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীবিদেহ উবাচ

মন্যে ভগবতঃ সাক্ষাৎ পার্ষদান্ বো মধুদ্বিষঃ।
বিষ্ণোর্ভূতানি লোকানাং পাবনায় চরন্তি হি॥১

অন্বয়—শ্রীবিদেহঃ উবাচ (বিদেহ নিমি বলিলেন) বঃ (আপনাদিগকে) মধুদ্বিষঃ (মধুসূদন) ভগবতঃ (ভগবানের) সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ) পার্ষদান্ (সভাসদ্, পার্ষদ) মন্যে (মনে করি) বিষ্ণোঃ ভূতানি (বিষ্ণুভক্তগণ) লোকানাং (লোকদিগের) পাবনায় হি (কল্যাণের জন্যই) চরন্তি (বিচরণ করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—বিদেহ নিমি বলিলেন, আমার মনে হইতেছে, ভগবান মধুসূদনের সাক্ষাৎ পার্ষদ আপনারা। লোক-কল্যাণের জন্যই বিষ্ণুভক্তগণ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সাধারণ মানুষের কর্ম্মের মূলে থাকে সঙ্কল্প, থাকে উদ্দেশ্য। ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া তাহারা কর্ম্ম করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ নবযোগীন্দ্র আপ্তকাম, আত্মারাম। গীতার ভাষায়—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" ৬।২২

যাহা লাভ করিলে আর কিছুই লাভ করিবার বাকী থাকে না। তবু দেহ থাকিলে কর্ম্ম আছে। কিন্তু আত্মজ্ঞ মুনিগণের সে কর্ম্ম সঙ্কল্পাত্মক

কিম্বা ফলকামনাযুক্ত নহে—স্বভাবের বশে বালকের ক্রীড়াবৎ। কর্ম্ম মাত্রই ফলপ্রসূ, কাজেই আত্মানন্দে বিভোর নবযোগীন্দ্র যখন সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সংসারতাপদগ্ধ কত নরনারী তখন তাঁহাদের সাহচর্য্যে এবং মধুর উপদেশে শান্তির অমৃতধারায় অবগাহন করিত। মহারাজ নিমিও আজ তাঁহাদের পবিত্র সঙ্গে তত্ত্ব-উপদেশে কৃতার্থ হইতে চলিয়াছেন, কারণ "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।

ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

'সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হইলেও ভবসাগর উত্তরণের ভেলাস্বরূপ।'

দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥ ২

অন্বয়—দেহিনাং (দেহধারী জীবের) দেহঃ (দেহ) ক্ষণভঙ্গুরঃ অপি (ক্ষণকাল স্থায়ী হইলেও) মানুষঃ [দেহঃ] দুর্ল্লভঃ (মনুষ্য দেহ দুর্ল্লভ) তত্র [চ] (এবং এই মনুষ্য দেহে) বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ (ভগবানের প্রিয় ব্যক্তিগণের দর্শন) [একান্তং] (একান্ত) দুর্ল্লভম্ মন্যে (দুর্ল্লভ মনে করি)

অনুবাদ—জীবদেহ মাত্রই ক্ষণস্থায়ী তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও, মনুষ্য-দেহ লাভ সহজে হয় না। এই মনুষ্য-জীবনে আবার ভগবানের প্রিয় ব্যক্তিগণের দর্শন একান্ত দুর্ল্লভ।

অনুধ্যান—সকল প্রকার দেহের ন্যায় মনুষ্য-দেহও বিনশ্বর, কিন্তু তাহা হইলেও, এই মনুষ্য-দেহ লাভ সহজে হয় না। শাস্ত্রে আছে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব মনুষ্য দেহ লাভ করে, তাই সৃষ্ট-জগতে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষের এই শ্রেষ্ঠতা সাধন-ভজন দ্বারা আত্মানন্দ লাভে এবং মনুষ্যদেহেই এই সাধন-ভজন সম্ভব এবং সুগম। সাধন ভজনের জন্য চাই সাধুসঙ্গ—সাধুকৃপা; কাজেই মনুষ্যজীবনে সাধুদর্শন দুর্ল্লভ বস্তু।

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥ ৩

অন্বয়—অতঃ (অতএব) অনঘাঃ (হে নিষ্পাপ মুনিগণ!) ভবতঃ (আপনাদিগের নিকট) আত্যন্তিকং ক্ষেমং (পরম মঙ্গল) পৃচ্ছামঃ (জিজ্ঞাসা করিতেছি) [যতঃ] (যেহেতু) অস্মিন্ সংসারে (এই জগতে) ক্ষণার্দ্ধঃ অপি (ক্ষণকালও) সৎসঙ্গঃ (সাধু সঙ্গ) নৃণাং (মনুষ্যদিগের) সেবধিঃ (অমূল্যরত্নস্বরূপ)।

অনুবাদ—এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গ মনুষ্য-জীবনে অমূল্যরত্নস্বরূপ। অতএব হে নিষ্পাপ মুনিগণ! আপনাদের নিকট পরম মঙ্গল কি, তাহাই জানিতে চাহিতেছি।

অনুধ্যান—মনুষ্য জীবনে পরম শ্রেয়ঃ বা পরম মঙ্গল মুক্তি বা মোক্ষ। জীব মুক্তি বা মোক্ষলাভে অনন্ত আনন্দের অধিকারী হয়। ত্রিতাপে তাপিত জীবকে মোক্ষানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রয়োজন গুরুর। আত্মতত্ত্বজ্ঞ—আত্মারাম সাধুমহাপুরুষগণই সেই গুরু। অতএব সাধুসঙ্গই মানবজীবনের সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন ঃ—সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবা মাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ ব্রূত যদি নঃ শ্রুতয়ে ক্ষমম্।
যৈঃ প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ॥ ৪

অন্বয়—যদি নঃ (যদি আমাদিগের) শ্রুতয়ে ক্ষমং [ভবতি] (শ্রবণের যোগ্য হয়) [তদা] (তাহা হইলে) ভাগবতান ধর্ম্মান (ভাগবত ধর্ম্ম) ব্রূত (বলুন) যৈঃ (যাহার দ্বারা অর্থাৎ যে ভাগবত ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে) অজঃ (ভগবান হরি) প্রসন্নঃ [সন্] (প্রসন্ন হইয়া) প্রপন্নায় (আশ্রিতজনকে) আত্মানম্ অপি (নিজ স্বরূপও—আত্মজ্ঞানও) দাস্যতি (দান করেন)।

অনুবাদ—যে ভাগবত ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে ভগবান হরি প্রসন্ন হইয়া আশ্রিতজনকে আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন

(অর্থাৎ ভক্তকে তাঁহার স্বরূপানুভূতি করাইয়া থাকেন), সেই ভাগবত ধর্ম্ম যদি আমরা শ্রবণের যোগ্য হই, তবে তাহা বলুন।

অনুধ্যান—শিষ্যের একমাত্র ভূষণ বিনয়নম্র ব্যবহার। সর্ব্ব-প্রকার শক্তিসামর্থ্যহীনভাবে শ্রীগুরুতে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরতাই তাহার ধর্ম্ম। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান গুরুই শিষ্যের অধিকার নির্ণয়ে সমর্থ। তাই মহারাজ নিমি ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণে একান্ত অভিলাষী হইলেও বলিতেছেন, "যদি আমি শ্রবণের যোগ্য হই, তবেই আমাকে ভাগবতধর্ম্ম বলুন"। বীরবর অর্জ্জুনও একদিন বলিয়াছিলেন, "মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো!" অর্থাৎ 'যদি ঐরূপ দর্শনের উপযুক্ত আমাকে মনে করেন'। এই যে নির্ভরতা ইহাই প্রকৃত শিষ্যত্ব এবং এই শিষ্যত্বগ্রহণেই উপদেশ লাভের যোগ্যতা লাভ হয়। মুমুক্ষু জীবের সর্ব্বাভীষ্টলাভের মূল সূত্র ইহাই।

এইবার দেখা যাউক, নিমিরাজ যে ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণ করিতে চাহিতেছেন, তাহা কি? নিমিরাজের প্রশ্নেই তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যে ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া আশ্রিত-জনকে আত্মস্বরূপ প্রদান করেন তাহাই ভাগবতধর্ম্ম। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, ভগবৎস্বরূপের সঙ্গে, জীবস্বরূপের সাধর্ম্ম্য রহিয়াছে—তাহা না হইলে ভগবান তাঁহার আত্মস্বরূপ প্রদান করেন, এই বাক্যের কোন সার্থকতাই থাকিতে পারে না। জীব ব্রহ্মে (ভগবানে) যে অভেদ সম্বন্ধ তাহাই এই সাধর্ম্ম্য। কিন্তু জীব এই সাধর্ম্ম্য ভুলিয়াই বদ্ধ—দুঃখভাগী। মুক্তি—সর্ব্বদুঃখের নিরসনে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থিতি—ইহাই জীবের সাধর্ম্ম্য এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্বে তাহা লাভ হয়। অতএব ভাগবতধর্ম্মের মূল কথা হইল, জীব ব্রহ্মে একাত্মতা বা অভেদ সম্বন্ধ।

শ্রীনারদ উবাচ

এবং তে নিমিনা পৃষ্টা বসুদেব মহত্তমাঃ।
প্রতিপূজ্যাব্রুবন্ প্রীত্যা সসদস্যর্ত্বিজং নৃপম্ ॥ ৫

–শ্রীনারদঃ উবাচ (শ্রীনারদ কহিলেন) বসুদেব (হে বসুদেব!) তে মহত্তমাঃ (সেই সকল মহামনা মুনিগণ) নিমিনা পৃষ্টাঃ (নিমি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া) প্রীত্যা (প্রীতির সহিত) প্রতিপূজ্য (প্রত্যভিনন্দনপূর্ব্বক) সসদস্যর্ত্বিজং (সদস্য ও পুরোহিতগণসহ) নৃপম্ (রাজাকে) অব্রুবন্ (বলিলেন)।

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ কহিলেন, হে বসুদেব! মহারাজ নিমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে মহামনা মুনিগণ, সদস্য এবং পুরোহিতগণসহ নিমিকে প্রত্যভিনন্দনপূর্ব্বক প্রীতিভরে বলিতে লাগিলেন।

অনুধ্যান—দুঃখময় জীবনে চাই সুখ। সুখ—এই নিরবচ্ছিন্ন সুখ কি ভাবে লাভ হইতে পারে ইহাই মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা—চিরন্তন জিজ্ঞাসা। মোহান্ধ জীবের মনে এ জিজ্ঞাসা জাগিয়াও জাগে না—সমস্যার সমাধান সে চাহিয়াও চাহে না—এইজন্য তাহার দুঃখও ঘুচে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা যদি বাস্তবিকই জাগে—সমস্যার সমাধান না হইলে জীবন যদি অচলই হয়, তখন ভগবানের আসনও টলে, গুরুরূপে সকল জিজ্ঞাসা—সকল সমস্যার সমাধান করিতে তিনি উপস্থিত হন। মহারাজ নিমির আজ মানবজীবনের প্রধান সমস্যা—চিরন্তন জিজ্ঞাসার সমাধান চাই, তাহা না হইলে তাঁহার আর চলিতেছে না, তাই ভগবৎ-স্বরূপ মুনিগণ গুরুরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। গুরুলাভে মহারাজ নিমি কৃতকৃতার্থ হইতে চলিয়াছেন; ইহাতে গুরুও আনন্দিত, তাই দেখি, প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া প্রথমেই মুনিগণ প্রশ্নকর্ত্তা নিমি এবং যজ্ঞস্থলে সমবেত সকলকেই সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীকবিরুবাচ

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥ ৬

অন্বয়—শ্রীকবিঃ উবাচ (কবি বলিলেন) অত্র (এই সংসারে) অচ্যুতস্য (ভগবানের) পাদাম্বুজোপাসনম্ (পাদপদ্মের উপাসনা) নিত্যম্ (সর্ব্বদার জন্য) অকুতশ্চিদ্ভয়ং (সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক) মন্যে (মনে করি) যত্র (যে উপাসনাতে) অসদাত্মভাবাৎ (মিথ্যা নিজ ভাবনা হইতে অর্থাৎ ভগবান হইতে পার্থক্যরূপ মিথ্যা অভিমানাত্মক বুদ্ধি হেতু) উদ্বিগ্নবুদ্ধেঃ (অশান্ত চিত্ত-মানবের) ভীঃ (ভয়) বিশ্বাত্মনা (সর্ব্বপ্রকারে) নিবর্ত্ততে (দূরীভূত হয়)।

অনুবাদ—কবি বলিলেন, এই সংসারে সর্ব্বদার জন্য সর্ব্বতোভাবে নির্ভয় হইতে হইলে, ভগবান্ হইতে পার্থক্যরূপ মিথ্যা অভিমানাত্মক বুদ্ধি হেতু অশান্তচিত্ত মানবের শ্রীভগবানের চরণ সেবাই একমাত্র উপায়।

অনুধ্যান—মানুষ সুখান্বেষী। সুখের জন্য কত কিছু সে আহরণ করিয়া চলিয়াছে। অতুল ঐশ্বর্য্য, রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় পুত্র, পরিপূর্ণ যৌবন, অটুট স্বাস্থ্য - কত উপকরণ এই সুখের জন্য! কিন্তু হায়, সঞ্চিত অর্থ লইয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইতেছে পাছে চোর আসিয়া তাহা অপহরণ করে! স্ত্রীর প্রার্থনা পূরণ করিতে, চোখের জল মুছাইতে সদাই ব্যস্ত—সদাই সন্ত্রস্ত! প্রাণপ্রিয় পুত্র মৃত্যু-শয্যায়—যমে-বৈদ্যে লড়াই বাধিয়াছে, কে হারে, কে জিতে; বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছে—কখন কি হয়! অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়াছে। সময় বসিয়া নাই, যৌবন বার্দ্ধক্যে গড়াইয়া পড়িতেছে—চুলে পাক ধরিয়াছে, দন্ত পড়িয়াছে—দেহ-চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে—মৃত্যু বুঝি সন্নিকট। সুখের জন্য যাহা কিছু আহৃত হইয়াছিল

সে সমস্তই যে সুখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিয়াছে! শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি, নিশ্চিন্ততার পরিবর্ত্তে দুশ্চিন্তা, নির্ভয়তার পরিবর্ত্তে সতত উদ্বিগ্নচিত্ততা—সমস্তই বিপরীত ফল ফলিয়াছে। ভয় ভীতি প্রতিপদক্ষেপ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এ অবস্থায় মানব নিরুপায়, পথহারা—শান্তিহারা—বুক ফাটাইয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া তাহার কান্নার রোল উঠিয়াছে। সারা অন্তর ব্যাপিয়া এই একমাত্র প্রশ্ন জাগিয়াছে, কে আছে দয়াল, আমাকে রক্ষা করিবে, এই ভয় ভীতির হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া দিবে। অন্তর্য্যামী গুরু অন্তরের কথা—মরমের ব্যথা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন—হাঁ, উপায় আছে। নির্ভয় হইতে চাও, চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে চাও, শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" 'এ ছাড়া আর অন্য পথ নাই।'

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥ ৭

অন্বয়—অবিদুষাম্ পুংসাম্ [অপি] (বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহীন পুরুষেরও) অঞ্জঃ (সহজে, অনায়াসে) আত্মোপলব্ধয়ে (আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, ভগবদ্দর্শনের জন্য) যে বৈ উপায়াঃ (যে সকল উপায়) ভগবতা (ভগবান কর্ত্তৃক) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে) তান্ হি (তাহাই) ভাগবতান্ (ভাগবত ধর্ম্ম) বিদ্ধি (জানিও)

অনুবাদ—যে উপায় দ্বারা বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও অনায়াসে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাই ভগবৎ-কথিত ভাগবতধর্ম্ম।

অনুধ্যান—ত্রিতাপতাপে তাপিত মানবের পরিত্রাণের উপায় আত্মোপলব্ধি—ভক্তভগবান অভিন্ন-হৃদয় এই স্বরূপানুভূতি। উপায় বহুবিধ—কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। কিন্তু ভগবৎ-কথিত যে ভাগবত ধর্ম্ম তাহা কঠিন নহে, সহজ। এই ভাগবত ধর্ম্ম অনুসরণ করিলে, বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও অনায়াসে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ

হইতে পারে। এই সহজ ভাগবত ধর্ম্ম কি, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে।

যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥ ৮

অন্বয়—রাজন্ (হে রাজন্!) যান্ আস্থায় (যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিলে) নরঃ (মনুষ্য) কর্হিচিৎ (কখনো) ন প্রমাদ্যেত (ভ্রমে পতিত হয় না) ইহ (এই ভাগবত ধর্ম্ম অবলম্বনে) নেত্রে নিমীল্য ধাবন্ [অপি] (চক্ষু বুঝিয়া চলিলেও) ন স্খলেৎ (পথ হইতে বিচ্যুত হয় না) ন পতেৎ (অধোগামী হয় না)।

অনুবাদ—হে রাজন্! ভগবৎকথিত এই উপায় অবলম্বন করিয়া চলিলে মানুষ কখনই ভ্রমে পতিত হয় না। এমন কি, এই ভাগবতধর্ম্ম-অনুশীলনকারী ব্যক্তি চক্ষু বুজিয়া চলিলেও পথবিচ্যুতির এবং অধোগামী হওয়ার আশঙ্কা নাই।

অনুধ্যান—ধর্ম্মপথ সহজ কিংবা কঠিন দুই-ই হইতে পারে। গীতায়ও তাহার সমর্থন দেখিতে পাই—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥১২।৫

অব্যক্তে আসক্ত চিত্ত ঐ সকল পুরুষের সিদ্ধিপ্রাপ্তিবিষয়ে অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ অব্যক্তে চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন দেহধারী-দিগের পক্ষে অতিশয় কঠিন।

পথ বন্ধুর না হইয়া সমতল হইলে যেমন চক্ষু বুজিয়াও সে পথে চলা যায় এবং গন্তব্যস্থলে সহজেই পৌছান যায়—ভাগবতধর্ম্মও তেমনি সহজসাধ্য এবং তাহার ফল তেমনি সহজলভ্য। সাধনার পথ যেখানে জটিল এবং সাধনা যেখানে ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, ব্যর্থতার ভয় সেখানেই;

কিন্তু যে ভাগবতধর্ম্মে সাধক ভগবানে সমর্পিতহৃদয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মী সেখানে তো সে নিশ্চিন্ত, সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনাহীন।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।

করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥৯

অন্বয়—অনুসৃতস্বভাবাৎ (স্বভাবের বশে, প্রকৃতি অনুযায়ী) কায়েন (শরীর দ্বারা) বাচা (বাক্যের দ্বারা) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মনা বা (কিংবা চিত্ত দ্বারা) যৎ যৎ করোতি (যাহা কিছু করে বা করিবে) তৎ সকলং (সে সমস্তই) পরস্মৈ নারায়ণায় (পরব্রহ্ম নারায়ণে) ইতি সমর্পয়েৎ (অর্পণ করিবে)।

অনুবাদ—স্বভাবের বশে, কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে যাহা কিছু কর, তৎসমস্তই পরব্রহ্ম নারায়ণে অর্পণ করিবে।

অনুধ্যান—প্রারব্ধই জন্মের কারণ। ফলে মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্ম দ্বিবিধ—সু অথবা কু। উভয়ই ফলপ্রসূ, সুখ অথবা দুঃখ। কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মে আসক্তি বা কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান—কর্ম্মের এই ত্রিবিধ দোষ। এ সমস্তই বন্ধনের হেতু। মানুষ জন্ম-মরণের চক্রে নিয়ত ঘূর্ণায়মান। এই চক্রের গতি রোধ করিতে হইলে কর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ দোষ হইতে চাই সর্ব্বতোভাবে মুক্তি। তাহার উপায় আমরা যাহা কিছু করি তৎসমস্তই পরব্রহ্ম নারায়ণে সমর্পণ। গীতায়ও ভগবান বলিতেছেন :—

যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥৯।২৭

'হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন! তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হবন কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাকে অর্পণ কর।'

অন্যত্র আছে—

"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে"

'অহঙ্কারে হতবুদ্ধি ব্যক্তিই নিজেকে কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে।' কারণ

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১

'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল প্রাণীকে মায়ার দ্বারা ঘুরাইতেছেন।'

তাই বলি, কর্ম্মের কর্ত্তা আমি না হইয়া যদি ভগবান হইলেন, তবে তাহার ফলে সুখদুঃখের ভোগই বা আমার হইবে কেন? ভগবানের কর্ম্মে আমার ফলাকাঙ্ক্ষার অবকাশ কোথায়? যে কর্ম্মের কর্ত্তা এবং ফলভোক্তা আমি নহি, সে কর্ম্মের প্রতি আমার আসক্ত হইবারই বা কারণ কি? কর্ম্ম এইরূপে ভগবানে সমর্পিত হইলে বন্ধনের হেতুভূত না হইয়া মুক্তির সেতুস্বরূপ হইয়া থাকে। ভাগবতকর্ম্মের ইহাই রহস্য।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেৎ তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥
১০॥

অন্বয়—দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ (দ্বৈত বুদ্ধি হইতে, ভগবান এবং জগতের সঙ্গে নিজের যে পৃথক বুদ্ধি তাহাই দ্বৈত বুদ্ধি) ভয়ং স্যাৎ (ভয় উপজাত হয়) ঈশাৎ অপেতস্য (ভগবৎ-বিমুখ ব্যক্তির) অস্মৃতিঃ [ভবতি] (স্মৃতি বিভ্রম হয়—নিজ স্বরূপের জ্ঞান—জীবব্রহ্মে অভিন্ন জ্ঞান থাকে না) তন্মায়য়া বিপর্য্যয়ঃ [ভবেৎ] (ভগবানের মায়াতেই এই মিথ্যা জ্ঞান—জীব ব্রহ্মে ভিন্ন জ্ঞান হইয়া থাকে।) অতঃ (অতএব) গুরুদেবতাত্মা (গুরু, দেবতা, আত্মা, একই—এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) বুধঃ (বুদ্ধিমান ব্যক্তি) একয়া ভক্ত্যা (অনন্য ভক্তির সহিত) তম্ ঈশম্ (সেই ঈশ্বরকে) আভজেৎ (ভজনা করিবে)।

অনুবাদ—ভগবানের সঙ্গে নিজের ও জগতের যে পৃথক জ্ঞান তাহাই দ্বৈত বুদ্ধি। এই দ্বৈত বুদ্ধি হইতেই সকল প্রকার ভয় উপজাত

হয়। জীব-ব্রহ্মে অভিন্ন জ্ঞানের বিলুপ্তি ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। ভগবানের মায়াই এই মিথ্যা জ্ঞানের কারণ। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরু, দেবতা ও নিজেকে অভিন্ন জানিয়া ঐকান্তিক ভক্তির সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হইবে।

অনুধ্যান—এক তিনি বহু হইলেন। কার্য্যকারণরূপে, জীব-জগৎরূপে তিনিই। আসল কথা এই বহুত্ব একেরই বিস্তৃতি। আমি, তুমি, এই পৃথক বোধ মায়াবশে স্বরূপ বিস্মৃতির ফল। নিজেকে নিজে ভয় করি না, পৃথক জ্ঞানে ভয় অনিবার্য্য। সৃষ্টির প্রতি অঙ্গ, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি অঙ্গ যদি আমারই লীলাবিলাস,—আমারই অভিন্ন অংশ, তবে ভয় করিব কাহাকে? এই সত্য জ্ঞানের বিস্মৃতি, ভগবৎ-মায়াই তাহার কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মায়ার যিনি অধিপতি সেই মায়াধীশের শরণ লইতে হইবে। গীতায় আছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" 'যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল তাহারাই এই মায়া অতিক্রম করিতে পারে'। কে তিনি? তিনিই ভগবান পুরুষোত্তম। একাধারে সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ, সগুণ. নির্গুণ সকল কারণের কারণ আদি কারণ। অনন্য ভক্তির সহিত তাঁহার ভজনের প্রয়োজন। সেই জন্য চাই ব্রহ্মবিদ্ গুরুকরণ। গুরু-উপদেশে গুরু, ভগবান ও নিজেকে অভিন্ন জানিয়া, গুরুশক্তিতে তৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা অধ্যবসায় তাহাই ভজন। এই ভজনের ফলে সর্ব্বত্র একাত্মবুদ্ধি এবং ইহাই ভয় ভীতিরূপ মহাব্যাধির মহৌষধ।

অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োর্ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথৌ যথা।
তৎ কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনো বুধো নিরুন্ধ্যাদভয়ং ততঃ স্যাৎ ॥১১॥

অন্বয়—ধিয়া ধ্যাতুঃ (বুদ্ধির সহায়ে ধ্যাতার নিকট) দ্বয়ঃ (দুই—নিজ হইতে পৃথক দ্বিতীয় বস্তুর যে কল্পনা তাহা) অবিদ্যমানঃ অপি (না থাকিলেও) অবভাতি

(আছে বলিয়া বোধ হয়) যথা স্বপ্নমনোরথৌ (যেমন স্বপ্নকালে এবং কল্পনাকালে স্থূলতঃ কোন বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়) তৎ (সুতরাং) কর্ম্মসঙ্কল্পবিকল্পকং মনঃ (প্রারব্ধবশে—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুযায়ী সঙ্কল্প বিকল্পকারী মনের—মনের মিথ্যা কল্পনাসমূহকে। নিরুন্ধ্যাৎ (নিরুদ্ধ কর) ততঃ (তারপর, তাহা হইলে) অভয়ং স্যাৎ (নির্ভয় হইবে)

অনুবাদ—স্বপ্নকালে এবং কল্পনাকালে মনে কোন স্থূল বস্তু না থাকিলেও যেমন আছে বলিয়া মনে হয়, ভগবান হইতে পৃথক্ অস্তিত্বশীল জগতের বহুবিধ সৃষ্টি—আমি, তুমি না থাকিলেও কল্পনামূলেই তাহা বোধ হইয়া থাকে। (ভগবান হইতে পৃথক বোধেই ইহা হইয়া থাকে।) প্রারব্ধবশেই (পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলেই) মনের সঙ্কল্প বিকল্প। মনের এই মিথ্যা কল্পনাকে (ভগবানের সহিত নিজের ও জগতের পৃথক বুদ্ধিকে) রোধ কর, তাহা হইলে সর্ব্বত্র একাত্মতা দর্শন করার ফলে নির্ভয় হইতে পারিবে।

অনুধ্যান- এখানে যে উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষয় বলা হইয়াছে, বিশেষভাবে অবহিত না হইলে শ্লোকের অর্থনিরূপণে ত্রুটী বিচ্যুতির সম্ভাবনাই অধিক। উপমাটী হইল—স্বপ্নমনোরথ অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট এবং কল্পনাপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ যেমন মিথ্যা, এই বিচিত্র জগতও তেমনি মনঃকল্পিত মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কথাটার বিস্তৃতিতে বুঝিবার সুবিধা হইবে। স্বপ্নে অতুল ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির আনন্দে আনন্দসাগরে ভাসমান, পুত্রের মৃত্যুদর্শনে কাঁদিয়া আকুল, উদ্ধতদংষ্ট্রা ব্যাঘ্রভয়ে ত্রস্ত সন্ত্রস্ত, কিন্তু জাগিয়া দেখি, আমি যে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়াছিলাম তাহাতেই শুইয়া আছি। প্রাসাদোপম অট্টালিকা নহে, সেই তৃণাচ্ছাদিত জীর্ণ গৃহেই আমার শয্যা রচিত, পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, জীবিতই আছে, জননীর বক্ষসংলগ্ন হইয়া শুইয়া আছে, গৃহে ব্যাঘ্র তো দূরের কথা তাহার একটী শুষ্ক চর্ম্ম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে

না। সরিৎ, সাগর, পাহাড়, পর্ব্বত, তৃণলতা, বৃক্ষপরিশোভিত বনানী, পুষ্পসৌরভে আমোদিত উত্থানবাটী, চন্দ্রসূর্য্যতারকাখচিত অনন্ত আকাশ, প্রাণপ্রিয় জায়া, ভগিনী, দুহিতা, পিতাপুত্র আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব যাহা কিছু লইয়া এই বিচিত্র জগৎ—জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সে সমস্তই মিথ্যা ছায়াবাজির ছায়া মাত্র—যেমন স্বপ্নে পুত্রশোক, ব্যাঘ্রভীতি, ঐশ্বর্য্যের আনন্দ—জাগরণে মিথ্যা।

পূর্ব্ব শ্লোকে গুরু, ভগবান যে সাধকেরই অভিন্ন অংশ, একাত্মা, তাহা বলা হইয়াছে এবং এই একাত্মানুভূতিতেই ভয়ভীতি দূরীভূত হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, অগ্নি, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, নদনদী, চন্দ্রসূর্য্য যাহা কিছু তৎসমস্তই শ্রীহরির শরীর জানিয়া ভক্ত প্রণাম করিয়া থাকেন। এখন যদি আমাদের আলোচ্য শ্লোকের অর্থনিরূপণে জগতকে একদা মিথ্যা—অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেই, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী যে শ্লোক দুইটীর কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, তাহার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয় না। সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা ঋষি স্ববিরোধী কথা বলিয়াছেন, এইরূপ মনে করিতে হইবে কি? উত্তরে অবশ্যই 'না' বলিতে হইবে। অতএব যথার্থ অর্থ কি দেখা যাউক।

এই বিচিত্র জগৎ মিথ্যা নহে; এই বিচিত্র জগৎকে যে, তুমি তোমা হইতে ভিন্ন মনে কর, তাহাই মিথ্যা। আমাদের মতে, উপমার সাহায্যে যে মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা ভগবৎস্বরূপের বিস্মৃতি—এই জগতের মিথ্যাত্ব নহে, এই বিচিত্র জগতের সঙ্গে যে ভগবানের পৃথকবোধরূপ মিথ্যানুভূতি, তাহাই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। তোমার মনের অবিশুদ্ধিই এই মিথ্যা ধারণার কারণ। অবিশুদ্ধ মনে যথার্থ সত্য "অবিভক্তং বিভক্তেষু", বহুর মধ্যে একের জ্ঞান প্রতিভাত হইতেছে না। চাঞ্চল্যই মনের অবিশুদ্ধি—

মনকে নিরোধ কর অর্থাৎ মনের এই চাঞ্চল্য দূর কর, দেখিবে, এক তুমিই—

'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু'

শ্রুতিও বলিতেছেন, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি"—'যিনি আত্মাতে সমুদায় বস্তু দেখেন'। তাহাই যদি হইল, তবে পৃথক দর্শনের অবকাশ কোথায়? তাই বলিতেছিলাম, আত্মা ব্যতিরেকে বস্তুসমূহের যে পৃথক দর্শন, ইহাই মিথ্যা দর্শন, অবিশুদ্ধ মনেই এই মিথ্যা জ্ঞান উপজাত হয়। মনের চাঞ্চল্যের ফলে এই যে মিথ্যা দর্শন, তাহা দূর কর—একাত্মানুভূতিতে সকল প্রকার ভয় ভীতি দূরীভূত হইবে।

কার্য্যকারণরূপে জগতের এই বহু রূপ তাঁহার হইয়া থাকে। "একোঽহং বহুস্যাম্" 'এক আমি বহু হইব'। এই সঙ্কল্পবাক্যই যখন জগতসৃষ্টির মূল কথা, এবং গীতায়ও শ্রীভগবানের বাক্য "ইহৈকস্থং জগৎকৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্। মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি"। 'আমার এই শরীরে একসঙ্গে স্থিত সচরাচর সমস্ত জগৎ এবং অপর যাহা কিছু দেখিতে তুমি ইচ্ছা কর, তৎসমস্তই অদ্য দর্শন কর' তখন স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? শ্রুতি আরও বলিতেছেন—

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ (শ্বেতাশ্ব ৪।৪)

তুমিই নীল পতঙ্গ ভ্রমরাদি, তুমিই লোহিত চক্ষু হরিদ্বর্ণ শুকাদি, তুমিই তড়িদ্‌গর্ভ মেঘ, ঋতু ও সাগরসমূহ; অনাদিমান তুমিই সর্ব্বত্র ব্যাপক-রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ, যাহা হইতে সমুদায় ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে।

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জ্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥১২॥

অন্বয়—রথাঙ্গপাণেঃ (চক্রধারী ভগবানের) সুভদ্রাণি (মঙ্গলময়) জন্মানি (বহু জন্মের—অবতাররূপে তিনি বহুবার জন্মগ্রহণ করেন) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ, কর্ম্মসমূহের বিবরণ) যানি গীতানি (যাহা গীত হইয়াছে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে) তদর্থকানি নামানি (ভগবৎ-সম্বন্ধীয় নামসকল ; ভগবানের বহুবিধ নাম সকল) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) তানি (তৎসমুদায়, জন্মকর্ম্মের বিবরণ এবং ভগবৎ-নামসমূহ) অসঙ্গঃ (অনাসক্তভাবে) লোকে (জগতে) বিলজ্জঃ চ সন্ (নিঃসঙ্কোচে) গায়ন্ (গান করিয়া) বিচরেৎ (বিচরণ করিবে)।

অনুবাদ—চক্রধারী ভগবানের শাস্ত্রোক্ত মঙ্গলময় নাম এবং জন্মকর্ম্মের বিবরণ শ্রবণ করিবে ; এবং অনাসক্তভাবে জগতে বিচরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে তৎসমুদয় গাহিয়া বেড়াইবে।

অনুধ্যান—পূর্ব্বে যে আত্মানুভূতি বা সর্ব্বত্র আত্মদর্শনের কথা বলা হইয়াছে তাহারই প্রারম্ভসাধনের কথা এখানে বলা হইতেছে।

পরম তত্ত্ব পরব্রহ্মের স্বরূপ উভয়বিধ। এক নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, অন্য সগুণ সবিশেষ। এক সময় সগুণ সবিশেষ, অন্য সময় নির্গুণ নির্ব্বিশেষ,—তাহা নহে। এই উভয়রূপতায় কালব্যবচ্ছেদ নাই ; একই সঙ্গে সগুণ সবিশেষ এবং নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ; এক কথায় তাঁহার এই উভয়রূপতাই যুগপৎ। নির্গুণ নির্ব্বিশেষের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অক্ষর ব্রহ্ম, সগুণ সবিশেষের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। উভয়ই অনন্ত অসীম, সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অবিষয়ীভূত। সাধনার সিদ্ধিতে—আত্মজ্ঞানে যদিও এই উভয় জ্ঞানই প্রজ্ঞার বিষয়ীভূত হয় এবং সিদ্ধ সাধক গুণাতীত হইয়া উভয়রূপেই প্রতিষ্ঠিত হয়েন, তথাপি সাধনার প্রারম্ভে এ অনুভূতি হয় না। পূর্ব্বে যে সগুণ ব্রহ্মের ঈশ্বররূপের কথা বলিয়াছি, তাহাও অসীম অনন্ত—রূপহীন

তাঁহারই প্রথম সাকাররূপ, বিরাট্ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম। এই বিরাট্ পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, তাঁহার বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠাধিপতি এবং কৈলাস-অধিপতি প্রভৃতি। তাঁহারাই আবার জীবদেহাবলম্বনে অবতাররূপ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত বৈকুণ্ঠাধিপতি, কৈলাসাধিপতি এবং তাঁহাদের অবতাররূপসমূহ—এ সমস্তই পরমতত্ত্বে পৌছিবার সেতুস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-অবতারই পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ, ইহাই শাস্ত্রসম্মত অভিমত। বৈকুণ্ঠাধিপতি চক্রধারী ভগবান বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতার। তাঁহার এই রূপ—সিদ্ধরূপ। এই সিদ্ধরূপ সাধনায় আশুফলপ্রদ। কাজেই ইহাই সাধনার সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল রূপ।

অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী যেমন অপূর্ব্ব, তাঁহার কর্ম্মকাহিনীও তেমনি অদ্ভুত। তাহার নামও বহুবিধ। এই সকল নামের মননে, জন্মকর্ম্মের লীলাকাহিনী শ্রবণে চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়—ক্রমে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ বর্দ্ধিত হয়, এই আকর্ষণই ভক্তি। ভক্তি দ্বিবিধ—সাধনভক্তি ও পরাভক্তি। সাধন-ভক্তির সিদ্ধিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভক্তিই পরাভক্তি। এই পরাভক্তিই সাধককে ইষ্টের সহিত এক করে। কিন্তু প্রথমে সাধনভক্তি লাভ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের অবতার-রূপসমূহের জন্মকর্ম্মের কাহিনী শ্রবণ এবং অন্যের নিকট কীর্ত্তন ভক্তিলাভের উপায়। যতদিন না ভক্তি উপজাত হয়, ততদিন অনাসক্ত ভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে তাহা করিতে থাকিবে। এইরূপ করিতে করিতে সাধক ভক্তিধনের অধিকারী হইবে।

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি
লোকবাহ্যঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—এবং ব্রতঃ (এইরূপে ভজনকারী পুরুষের) স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা (নিজের প্রিয় ভগবানের নাম কীর্ত্তনের দ্বারা,) [ভগবতি] জাতানুরাগঃ (ভগবানে অনুরাগ

জন্মিলে, ভক্তি জন্মিলে) [সঃ] (তিনি) দ্রুতচিত্তঃ [সন্] (শ্লথ হৃদয়, দ্রবীভূতচিত্ত হইয়া) উচ্চৈঃ হসতি (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন) অথ (কখনো) রোদিতি (রোদন করেন) [কদাচিৎ] (কখনও) রৌতি (চীৎকার করেন) [কদাচিৎ] (কখনও) গায়তি (গান করেন) লোক-বাহ্যঃ [চ] (এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া) উন্মাদবৎ নৃত্যতি (পাগলের ন্যায় নৃত্য করেন)।

অনুবাদ—নিজের প্রিয় ভগবৎ-নাম কীর্ত্তনের ফলে ভজনকারীর হৃদয়ে ভক্তি উপজাত হয়। এবং ভক্তিতে তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হইলে তিনি কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, রোদন, চীৎকার বা গান করিয়া থাকেন আবার কখনও বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের ন্যায় নৃত্য করেন।

অনুধ্যান—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভজনের ফলে যে ভক্তি উপজাত হয় ইহা সাধনভক্তি। সাধনভক্তির গভীর অবস্থায় ভক্ত ভগবানের দর্শন পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই দর্শন, স্থায়ী দর্শন নহে। ভক্ত ভগবান তখনও পৃথক্, ভক্ত কখনও তাঁহাকে দেখিতে পান—আবার কখনও তাঁহাকে দেখিতে পান না। বিরহ-মিলনের অপূর্ব্ব খেলায় ভক্ত তখন আপনহারা—পাগলপারা। দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন, অদর্শনে কাঁদিয়া আকুল হন। এই অবস্থায় ভক্তের সকল কার্য্যই উন্মাদবৎ—লোকাপেক্ষাশূন্য।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥১৪॥

অন্বয়—[সঃ] (ভক্ত) অনন্যঃ (একমনে, তদ্গতচিত্তে) খং (আকাশ) বায়ুম্ (বায়ু) অগ্নিং (অগ্নি) সলিলং (জল) মহীঞ্চ (পৃথিবী) জ্যোতীংষি (চন্দ্র, সূর্য্য নক্ষত্রাদি) সত্ত্বানি (জীব জন্তু, প্রাণী সকল) দিশঃ (দিকসমূহ, দশ দিক) দ্রুমাদীন্ (বৃক্ষলতাদি) সরিৎ (নদী) সমুদ্রান্ (সমুদ্র) যৎ কিঞ্চ ভূতং চ (এবং যাহা কিছু পদার্থ) হরেঃ শরীরং (শ্রীহরির শরীর) [মত্বা] (জানিয়া) প্রণমেৎ (প্রণাম করেন)।

অনুবাদ—ভক্ত তখন তদ্গতচিত্তে আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা গুল্ম, দশ দিক, সাগর, নদী এবং যাহা কিছু পদার্থ তৎসমস্তই ভগবানের শরীর জানিয়া প্রণাম করেন।

অনুধ্যান—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"

এ সমস্তই, সৃষ্ট যাহা কিছু, ব্রহ্ম হইতেই জাত, ব্রহ্মেই স্থিত, আবার অন্তিমে ব্রহ্মেতেই লয়প্রাপ্ত হয়। অন্যত্র আছে—"যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোতং স্থাবরঃ জঙ্গমম্।" 'যাঁহাতে স্থাবর জঙ্গম সবই স্থিত রহিয়াছে।' সাধনার সিদ্ধিতে সাধক "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" 'ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মই হন'—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে স্থিত হন। সাধনার সিদ্ধিতেই এ চরমতত্ত্বের অনুভব হইয়া থাকে। পরাভক্তিই সাধককে এই অবস্থায় উপনীত করে। আমাদের আলোচ্য শ্লোকে সাধক এখনও স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরাভক্তি লাভ করেন নাই। ইহা সাধনভক্তিরই গভীরতম অবস্থা। এ অবস্থায় সাধক তাঁহার ইষ্ট—ভগবানে জগতের যাবতীয় বস্তু স্থিত রহিয়াছে দর্শন করেন কিন্তু তখনও সাধকের নিজের সহিত ভগবানের অভিন্নতা উপলব্ধি হয় নাই। এই অবস্থায়, সাধক ইষ্টের সর্ব্বব্যাপকত্বের কতক আভাস পাইয়া থাকেন, ইহা এইরূপ—জগতের যাহা কিছু রূপ রস, গন্ধবিশিষ্ট বস্তু তৎসমস্তই তাঁহার ইষ্টের সহিত অভিন্ন—ইষ্টেরই দেহাশ্রিত। এই অনুভূতিতে তখন আর কোন কিছুই তাঁহার নিকট ঘৃণ্য বা দ্বেষ্য থাকে না, সকলই প্রিয়—একান্ত প্রিয় হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত ইষ্টেরই রূপ জানিয়া শ্রদ্ধায় সর্ব্বত্র ভক্তের মস্তক অবনমিত হয়। ইহা চরম বা শেষ অবস্থা না হইলেও, খুব উচ্চাবস্থা, সন্দেহ নাই।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥১৫॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) অশ্নতঃ (ভোজনকারীর) অনুঘাসং (প্রতিগ্রাসে) তুষ্টিঃ (তৃপ্তি) পুষ্টিঃ (স্বাস্থ্যোন্নতি) ক্ষুদপায়ঃ (ক্ষুধার নিবৃত্তি) স্যুঃ (হয়) [তথা] (সেইরূপ)

প্রপদ্যমানস্য (ভজনশীল ব্যক্তির) ভক্তিঃ (ভগবানে আকর্ষণ) পরেশানুভবঃ (ভগবৎ-অনুভূতি) অন্যত্র (অন্য বিষয়, স্ত্রী পুত্র, ধন ঐশ্বর্য্যাদি অনিত্য বস্তুতে) বিরক্তিঃ (বিরাগ, অনাসক্তি) এষঃ (এই) ত্রিকঃ (তিনই) এককালঃ (যুগপৎ) [জায়তে] (হইয়া থাকে)।

অনুবাদ—অন্ন গ্রহণকালে প্রত্যেক গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভোজনকারীর ক্ষুধানিবৃত্তি, তৃপ্তি এবং দেহে বল সঞ্চয় যেমন হইয়া থাকে, ভজনশীল ব্যক্তিরও অনিত্য স্ত্রীপুত্রাদিতে বিরক্তি (অনাসক্তি), ভগবানে ভক্তি এবং তাঁহার অনুভূতি—এই তিনই যুগপৎ হইয়া থাকে।

অনুধ্যান—এখানে ভজনমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। ভজনেই যে আশু বৈরাগ্য, ভক্তি এবং ভগদ্দর্শন লাভ হয়, ইহাই বক্তব্য। ভজনই যে সর্ব্বাভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়, এবং ভজনেই যে অচিরকাল মধ্যে ইষ্টলাভ হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্যই ভোজনকারীর দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্ব্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্ ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি
সাক্ষাৎ ॥১৬॥

অন্বয়—রাজন্ (হে রাজন্) ইতি (এইরূপ) অনুবৃত্ত্যা (অনুরাগভরে) অচ্যুতাঙ্ঘ্রিং (ভগবৎ-চরণ) ভজতঃ (ভজনকারীর) ভাগবতস্য (ভক্তের, সাধকের) বিরক্তিঃ (বৈরাগ্য) ভক্তিঃ (ভগবানে আকর্ষণ, ভক্তি) ভগবৎপ্রবোধঃ (ভগবৎ-অনুভূতি) ভবন্তি বৈ (হয়) ততঃ (তাহার পর) সাক্ষাৎ পরাং শান্তিং (সাক্ষাৎ পরা শান্তি, মোক্ষ) উপৈতি (লাভ করেন)।

অনুবাদ—এইরূপ অনুরাগের সহিত ভজন করিতে করিতেই সাধকের বিষয়ে বৈরাগ্য, ভগবানে ভক্তি এবং ভগবৎ-অনুভূতি হয়। তাহার পর পরাভক্তি উদয় হইলে সাক্ষাৎ পরাশান্তি—মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

অনুধ্যান—অনুরাগভরে ভজনের ফলে বিষয়ে বৈরাগ্য, ভগবানে ভক্তি (সাধন ভক্তি) এবং ভগবানের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই অনুভূতি সাক্ষাৎ দর্শনের ফল নিত্যকাল স্থায়ী অনুভূতি নহে। অতএব এ অনুভব সর্ব্বদুঃখবিনাশক নহে। তাই শ্লোকের শেষদিকে বলা হইয়াছে, "তাহার পর" পরাশান্তি লাভ হয়। "তাহার পর" বলিতে কি বুঝায় দেখা যাউক। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে, "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং" ; সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি (তাঁহার অনুভূতিই এই সমবুদ্ধি) লাভ হইলে পর পরাভক্তি উপজাত হয়, তখন তত্ত্বতঃ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া, সাধক তাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তাঁহার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হন। ইহাই পরা শান্তি বা মোক্ষ। পূর্ব্বোল্লিখিত অবস্থা এ অবস্থা নহে,—তাই, "তাহার পর" পরাশান্তি লাভ হয়, বলা হইয়াছে। তাহা কি, পরবর্ত্তী প্রশ্নের উত্তরে ঋষি (হরি) তাহা সবিস্তারে বলিয়াছেন।

শ্রীরাজোবাচ

অথ ভাগবতং ব্রূত যদ্ধর্ম্মো যাদৃশো নৃণাম্।
যথাচরতি যদ্ব্রূতে যৈর্লিঙ্গৈর্ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (রাজা বলিলেন) অথ (অনন্তর) নৃণাং ভগবৎপ্রিয়ঃ (মনুষ্যগণের মধ্যে ভক্ত) যদ্ধর্ম্মঃ (যে ধর্ম্মবিশিষ্ট) যাদৃশঃ (যেরূপ স্বভাববিশিষ্ট) [সঃ] যথা আচরতি [চ] (এবং তিনি যেরূপ আচরণ করেন) যদ্ ব্রূতে (যাহা বলেন) যৈঃ [লিঙ্গৈঃ] (যে সকল চিহ্ন দ্বারা) ভগবৎপ্রিয়ঃ [ভবতি] (ভগবৎপ্রিয় বুঝা যায়) [তং] ভাগবতং ব্রূত (সেই সকল ভক্তের বিষয় বলুন)।

অনুবাদ—রাজা কহিলেন—হে ঋষিবৃন্দ! ভক্ত কে? তাঁহার ধর্ম্ম, স্বভাব, আচারণ, বাক্য কিরূপ? যে সকল চিহ্নের দ্বারা তাঁহাকে ভগবানের প্রিয় বলিয়া জানা যায়—সেই ভাগবৎনিষ্ঠ ভক্তের কথা বলুন।

অনুধ্যান—"আমি ভক্ত" এইরূপ মনে করিলেই ভক্ত হওয়া যায় না। বাস্তবিকই যদি কেহ ভগবৎ-ভক্ত হন, তাঁহার প্রিয় হন, তবে

তাঁহার চলনে, বলনে,—তাঁহার প্রত্যেকটী কার্য্যে, তাঁহার প্রত্যেকটী ব্যবহারে বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিবে। তাঁহার প্রতি অঙ্গে, মুখাবয়বে ভক্তির ছাপ দৃষ্ট হইবে। সে সব কি, তাহাই ঋষির উত্তরে দেখিতে পাইব।

শ্রীহরিরুবাচ

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥১৮॥

অন্বয়—শ্রীহরিঃ উবাচ—(শ্রীহরি বলিলেন)। যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) আত্মনঃ (নিজের) ভগবৎভাবম্ (ভগবৎসত্তা, ভগবত্তা) পশ্যেৎ (দেখেন) ভগবতি আত্মনি (পরমাত্মা ভগবানে) ভূতানি (ভূতবর্গ, যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু) [পশ্যেৎ] (দেখেন) এষঃ ভাগবতোত্তমঃ (তিনিই ভাগবতশ্রেষ্ঠ, ভক্তশ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—যিনি সর্ব্বভূতে নিজের ভগবৎসত্তা—একাত্মতা অনুভব করেন (সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করেন) এবং পরমাত্মা ভগবানে যিনি যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু অবলোকন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম—ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

অনুধ্যান—একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ভক্ত ভগবান কখনও অভিন্ন হইতে পারেন না। পৃথক্ না হইলে কে কাহাকে ভক্তি করিবে? কথাটা বিচার্য্য, কারণ এখানে ভক্ত ও ভগবানে এবং ভগবানেরই লীলা-বিলাস যে সৃষ্ট জগৎ তাহার সহিত **একাত্মতাই** শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ বলা হইয়াছে।

ভক্তি অর্থ আকর্ষণ; অবশ্য এ আকর্ষণ শ্রদ্ধাযুক্ত আকর্ষণ। কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং এই শ্রদ্ধার ফলে তাঁহার প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহাই ভক্তি। এই ভক্তি দুই প্রকার—সাধনভক্তি ও পরাভক্তি, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ক্ষুদ্র বৃহতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। কি প্রকৃতি-রাজ্যে, কি মানবজীবনে, সর্ব্বত্রই বৃহতের প্রতি ক্ষুদ্রের আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষুদ্র নদী বৃহৎ সমুদ্রের আকর্ষণে দিবসযামিনী অবিরাম

গতিতে চলিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু মাতৃত্বের বৃহৎ আশ্রয়ের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ মহামানব—সাধু মহাপুরুষের আকর্ষণে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এ নিয়ম সর্ব্বত্র। এই আকর্ষণের ফলেই হয় মিলন। সাধনভক্তি পরাভক্তিতে পরিণত হইয়া এ মিলন সাধন করে।

মিলনে আনন্দ, বিচ্ছেদে দুঃখ। ক্ষুদ্র বৃহতের সঙ্গে মিলিয়া বৃহৎ আনন্দলাভে অধিকারী হয়, ইহাই মিলন-রহস্য। এ মিলন অচ্ছেদ্য মিলন—অভিন্নরূপে প্রিয়ের সহিত অবস্থিতি। ভগবানের সঙ্গে অভিন্নরূপে মিলনে—যাঁহারা আনন্দের ব্যাঘাত ঘটিবে মনে করেন, তাঁহারা মিলন-রহস্য বুঝেন নাই। জীব ও ব্রহ্মে মিলন—ভক্ত ও ভগবানে মিলন অর্থ—জীবত্ব বা ভক্তের অস্তিত্ব লোপ নহে। জীব ভগবানের অভিন্ন অংশরূপে নিত্য, তাহার বিনাশ নাই। ভগবান আনন্দস্বরূপ—জীবও স্বরূপতঃ তদংশ হওয়ায় আনন্দ-স্বভাব। ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া জীবও পূর্ণানন্দ ভোগের অধিকারী। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব তাহার স্বরূপ ভুলিয়াছে। বৃহতের সঙ্গে একত্ব ভুলিয়া ক্ষুদ্র হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি" 'ভুমাতেই সুখ, অল্পেতে সুখ নাই।' বদ্ধ জীব মোহবশে নিজের এই স্বরূপ হারাইয়া ক্ষুদ্র হইয়া সুখও হারাইয়াছে। কিন্তু আনন্দ তাহার স্বভাব। স্বভাবকে ভুলিয়া সে কতক্ষণ থাকিতে পারে? তাই আনন্দের জন্য তাহার এই ছুটাছুটী। জাগতিক ক্ষুদ্র বস্তু সমূহকে আনন্দের জন্যই জড়াইয়া ধরিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহার আশা মিটিবে কেন? ক্ষুদ্র আনন্দে সে তৃপ্ত হইবে কেন? সে যে ভূমার অধিকারী, ভূমার আনন্দ তাহার চাই। সেইজন্য তাহার স্বরূপানুভূতি—ভূমার সহিত অভিন্নত্ব ফিরাইয়া পাইতে হইবে। এই জন্যই তো সাধনা। সাধনার সিদ্ধিতে ভক্তির চরম অবস্থায় ভক্ত ভগবানে মিলন সাধিত হয়। এ মিলন অভিন্নরূপে স্থিতি—অনন্তকালের জন্য এ মিলন, এতে বিরহ-

বিচ্ছেদের কোন কথা নাই। কাজেই এ আনন্দেও কোন ছেদ নাই; নিত্যকাল এ আনন্দ উপভোগ চলিবে। যাঁহারা বলেন, ভক্ত ও ভগবান এক হইতে পারেন না, তাঁহাদের কথা যুক্তিসহ নহে, অধিকন্তু ভগবৎ-কথিত ভাগবত ধর্ম্মেরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা শোনা যায়। মিলনের আনন্দ বিচ্ছেদে পুষ্টিলাভ করে, কাজেই নিত্যকালের জন্য অভিন্নরূপে মিলনে সেই আনন্দের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আছে। স্থূল জগতের দিকে চাহিলে এইরূপই মনে হয় বটে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যে আনন্দ উপভোগ করি, তাহার জন্য বিচ্ছেদের প্রয়োজন আছে, ঠিকই। কারণ আমাদের ভোগের যন্ত্র—ইন্দ্রিয়-সমূহের শক্তি পরিমেয়—সীমাবদ্ধ। দীর্ঘকাল তদ্দ্বারা ভোগ সম্ভব হয় না, আসে অবসাদ,—আসে ক্লান্তি। প্রিয়জনকে বুকে জড়াইয়া অধিকক্ষণ রাখা যায় না, সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া চোখ বিশ্রাম চায়, সুন্দর গান শুনিয়া শুনিয়া কাণও ক্লান্ত হয়। সুস্বাদু রসাল দ্রব্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, তাহাও অধিক খাওয়া চলে না। যাহার স্পর্শসুখের জন্য আমি লালায়িত, অধিকক্ষণ তাহার দেহের স্পর্শে, তাহারই দেহের উত্তাপে বিরক্তি বোধ করি। সে জন্যই চাই বিশ্রাম, বিচ্ছেদ, ইন্দ্রিয়সকলের ভোগসামর্থ্য বাড়াইয়া লইবার জন্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগে যে আনন্দ, তাহার পরিণাম এতটুকুই। বিচ্ছেদে বিশ্রাম লইয়া আবার ভোগের জন্য পাগল হইয়া উঠি, কিছুকাল ভোগ করিয়া আবার ক্লান্ত হই, কিছুতেই আশা মিটে না—তৃপ্তি মিলে না। ভগবানের সঙ্গে মিলনে যে আনন্দ তাহা কি তদ্রূপ? যাঁহারা মিলনের আনন্দের জন্য বিচ্ছেদের প্রয়োজন বলিয়া থাকেন তাঁহারা স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আনন্দ ভোগের কথা ছাড়া, ভগবানের সঙ্গে মিলনের আনন্দভোগ যে তদ্রূপ নহে, তাহা তাঁহারা বুঝিতেই পারেন না; আর সেইজন্যই স্থূলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ ক্ষেত্রেও তদ্রূপই হইবে, মনে করেন। এইরূপ

কল্পনা দেহাত্ম-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নহে। অজিতেন্দ্রিয়, অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগে যে আনন্দ তাহার জন্য পাগল হয়; কিন্তু যথার্থ আনন্দ ত "আত্মনি এব আত্মনা তুষ্টঃ" 'নিজেই নিজেকে নিয়া তুষ্ট হইবে' ইহাই গীতার শিক্ষা। ভগবৎ-আত্মাতে নিজের আত্মা মিলাইয়া দিয়া দ্বিতীয়-বস্তু-নিরপেক্ষ স্থূল ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত যে আত্মানন্দ, তাহাতে ডুবিয়াই তো আত্মারাম—আত্মতৃপ্ত হওয়া যায়। সে অবস্থা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়াতীত, গুণাতীত হইতে হয়। অতএব যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহাদের ধারণা স্থূল দেহকে ছাড়াইয়া উঠে নাই, তাহাই বলিতে হয় না কি?

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ঈশ্বরে (ভগবানে) তদধীনেষু (তাঁহার ভক্তে) চ (এবং) বালিশেষু (মূর্খে) দ্বিষৎসু (শত্রুতে) প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা (প্রেম. মৈত্রী, কৃপা, উপেক্ষা) করোতি (করেন) সঃ (তিনি) মধ্যমঃ (মধ্যম ভক্ত, মধাম ভাগবত)।

অনুবাদ—ভগবানে প্রেম, তাঁহার ভক্তের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞ জনে কৃপা, শত্রুকে উপেক্ষা যাঁহার স্বভাব তিনি মধ্যম ভাগবত।

অনুধ্যান—ভক্তির চরম ফল "প্রেম" যাঁহাদের বক্তব্য তাঁহারা শ্লোকটীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। ঋষি বলিতেছেন, ঈশ্বরে "প্রেম" শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ নহে—মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ। পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবানের সহিত তদাত্মতাই—অভিন্নরূপে স্থিতিই শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ বলা হইয়াছে। ভক্তি অর্থ আকর্ষণ; এই আকর্ষণের ফল মিলন—বাস্তব জগতেও আকর্ষণ মিলনেই পর্য্যবসিত হয়। কাহারও প্রতি আকর্ষণের অর্থই হইল তাহার সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষা। কাজেই ভগবানের সহিত মিলনেই ভক্তির সার্থকতা। শুধু প্রেম বা ভালবাসা

জন্মিলেই হইবে না। এই প্রেম বা ভালবাসা মিলনে সার্থক হওয়া চাই। গীতায় ভগবান অনন্যভক্তির ফল বলিতেছেন :—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥১১।৫৪

'হে অর্জ্জুন অনন্যা ভক্তির দ্বারা আমাকে এইরূপে তত্ত্বের সহিত জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।'

অনন্যভক্তি—একমাত্র ভক্তির দ্বারাই আমাতে প্রবেশ লাভ করা যায়। এই ভক্তি—পরাভক্তি। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও আছে, পরাভক্তি লাভ করিয়া 'আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া' "মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা" 'আমাতেই প্রবিষ্ট হয়' "বিশতে তদনন্তরম্"। অতএব ভক্তির শেষ ফল যে মিলন, তাহাই যথার্থ তত্ত্ব। এই মিলন ভগবানে এবং তাঁহারই বিচিত্র প্রকাশ জগতের সঙ্গে। এই একাত্মতাই শ্রেষ্ঠ ভক্তের বা শ্রেষ্ঠ ভাগবতের লক্ষণ। কিন্তু এই শ্লোকে ভগবানের সঙ্গে কিংবা তাঁহারই স্বরূপের অঙ্গীভূত জীব ও জগতের সঙ্গে একাত্মতার কোন কথা নাই ; তাই দ্বৈত-বুদ্ধিসম্পন্ন যে সাধক তাঁহাকে মধ্যম ভাগবত বলা হইয়াছে।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥২০॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) অর্চ্চায়ামেব (প্রতিমাতেই) হরয়ে (ভগবানের উদ্দেশ্যে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) পূজাম্ (পূজা) ঈহতে (করেন) অন্যেষু (অন্য সকলের, সকলেই ভগবানের রূপ এই বুদ্ধিতে) [চ] (এবং) ভক্তেষু (ভগবৎভক্তের) ন (পূজা করেন না) সঃ (তিনি) প্রাকৃতঃ (অধম) ভক্তঃ (ভক্ত) স্মৃতঃ (বলিয়া গণ্য)।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যিনি একমাত্র প্রতিমাতেই ভগবানের পূজা করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কিংবা অন্য সাধারণের (সকলেই যে ভগবানের রূপ, ইহা জানিয়া) পূজা করেন না, তিনি অধম ভক্ত বলিয়া গণ্য।

অনুধ্যান—ভেদবুদ্ধির দিকে লক্ষ্য করিয়াই উত্তম, মধ্যম, অধম ভক্তের সংজ্ঞা নির্দ্দেশিত হইতেছে। এখানে ভেদবুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তাই সাধক মনে করেন, একমাত্র প্রতিমাতেই তাঁহার ইষ্ট বিরাজিত, প্রতিমা ছাড়া তাঁহার শ্রদ্ধার ও পূজার আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। এমন কি ভগবানের যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারাও তাঁহাদের পূজ্য বলিয়া মনে হয় না। সৃষ্ট জীব মাত্রই তাঁহার ইষ্টের রূপ, এ কথা তো তাঁহারা ভাবিতেই পারেন না। এইরূপ ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ, যদিও তাঁহারা প্রতিমাতে শ্রদ্ধার সহিতই পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা অধম (নিকৃষ্ট) ভক্ত, ইহাই ঋষির অভিমত।

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্ম্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২১॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) অর্থান্ (বিষয়সমূহ) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা) গৃহীত্বাপি (গ্রহণ করিয়াও) ন হৃষ্যতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি বা (বা বিরক্ত হন না) ইদং (এই বিশ্বকে) বিষ্ণোঃ মায়াং (বিষ্ণুর মায়াশক্তিরই বিকাশ) পশ্যন্ (দেখেন) সঃ (তিনিই) ভাগবতোত্তমঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়াও যিনি (প্রিয়বস্তু-প্রাপ্তিতে) আনন্দিত হন না এবং (অপ্রিয় বস্তুকে) দ্বেষ করেন না, এবং এই জগৎকে ভগবানের মায়াশক্তিরই বিকাশ বলিয়া মনে করেন, তিনিই উত্তম ভাগবত।

অনুধ্যান—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগেই সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর সহিত মিলনে সুখ এবং অপ্রিয় বস্তুর সহিত মিলনে দুঃখ। এই সুখ বা দুঃখের মূল কারণ আসক্তি। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের মিলন অপরিহার্য্য। কিন্তু আসক্তি না থাকিলে,

প্রিয় বা অপ্রিয় কোন বস্তুর প্রাপ্তিতেই আমাদিগকে সুখ বা দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে বিচলিত হইতে হয় না। গীতায় আছে :—

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥২।৫৭

'যে পুরুষ সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য (আসক্তি শূন্য), শুভ প্রাপ্তিতে যিনি আনন্দ বোধ করেন না, এবং অশুভাগমকেও দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, জানিবে।' আসক্তিহীন হইয়া আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তাহাতে সুখ-দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলেও, নিরপেক্ষ—শান্তচিত্ত থাকা যায়। এইরূপ শান্তচিত্ত ব্যক্তিই উত্তম ভাগবত। এই বিশ্ব ভগবানেরই স্বরূপশক্তির বিকাশ। যে শক্তির সাহায্যে ভগবান নিজেকে বহুরূপে বিস্তৃত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই মায়া-শক্তি। মায়াশক্তিও তাঁহারই অভিন্ন নিত্যশক্তি। অতএব যিনি এই জগৎকে ভগবান বিষ্ণুরই মায়াশক্তির বিকাশ বলিয়া জানেন—ভগবান হইতে জগৎকে পৃথক বলিয়া বোধ করেন না, তিনিই ভাগবতোত্তম।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥২৩॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) হরেঃ (ভগবানের) স্মৃত্যা (স্মরণে) দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং (দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের) জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ (জন্ম, মরণ, ভয়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ ইত্যাদিরূপ), সংসারধর্ম্মৈঃ (সংসারধর্ম্মের দ্বারা) অবিমুহ্যমানঃ (অভিভূত হন না) সঃ (তিনি) ভাগবতপ্রধানঃ (ভাগবত শ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—ভগবৎস্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি দেহের জন্ম-মরণ, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা, এবং ইন্দ্রিয়জাত সংসারধর্ম্মে অভিভূত হন না, তিনিই ভাগবতোত্তম।

অনুধ্যান—প্রকৃত সুখ সংসারে কোথাও এতটুকু নাই। তবু ইহাতেই সুখ পাইবে মনে করিয়া বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বৃদ্ধ-

বৃদ্ধা, পণ্ডিতমূর্খ সকলেই একে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। ফলে—দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসরের প্রতিটী ক্ষণ, জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়ভীতির তাড়নায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। কত কিছু খাইতেছ কিন্তু ক্ষুধা মিটে কি? সকালে আহারে যে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইয়াছিল, দুপুরে আবার দ্বিগুণতরবেগে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে—দুপুরে পুনঃ আহার গ্রহণে তাহা শান্ত হইল—কিন্তু সন্ধ্যায় আবার যেই সেই। গরীব তুমি কত পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অন্ন সংস্থান করিয়াছ। এখন ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, প্রতি মাসে সহস্র সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেছে; কিন্তু তাহাতেই তৃষ্ণা মিটিয়াছে কি? না, মিটে নাই। রাত দিন কেবল এক চিন্তা, আরও—আরও চাই।

নারী শিশুকে জঠরে ধারণ করিয়া কত দুঃখ ভোগ করে, কিন্তু তাহাতেই সে এ বিষয়ে নিবৃত্ত হয় কি? প্রবৃত্তির তাড়নায়, ক্ষণিক সুখের মোহে বার বার—কতবার সে এ দুঃখের ভার বহন করিতেছে। পুত্র মুখ দেখিয়া সেই দুঃখের কতক লাঘব হইল, কিন্তু হঠাৎ কোথা হইতে মরণ আসিয়া ছোঁ মারিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। এই ত সংসার! ভয়ভীতি তো সংসারক্ষেত্রে বিচরণকালে আমাদের নিত্য সহচর। সংসারে এই সকল সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত অনিবার্য্য। পরিত্রাণ পাইতে হইলে সর্ব্বদা ভগবানের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতে হইবে—তাঁহারই স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এবং এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল রকম দুঃখ কষ্টে পড়িয়াও যিনি অভিভূত হন না—সর্ব্বাবস্থাতেই স্থির—অচঞ্চল, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৪॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) চেতসি (হৃদয়ে) কামকর্ম্মবীজানাং (সকাম কর্ম্মের বীজ) সম্ভবঃ ন (উদ্ভূত হয় নাই) বাসুদেবৈকনিলয়ঃ [চ] (এবং বাসুদেবই একমাত্র আশ্রয়) সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ (তিনিই উত্তম ভাগবত)।

অনুবাদ—সকাম কর্ম্মের বীজ যাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হয় নাই, এবং বাসুদেবই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

অনুধ্যান—কর্ম্মফলেই জন্মমৃত্যু, কর্ম্মফলেই সুখদুঃখ। আবার কর্ম্ম মানুষ করিবেই, না করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৩।৫

'কেহই কোন কালে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। (কারণ) প্রকৃতির গুণসকল সকলকেই কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেছে।' তবে উপায়? উপায় আছে। যদি সে কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হয়, তবে তাহা দুঃখ এবং জন্মের কারণ না হইয়া দুঃখ নিবৃত্তির এবং জন্ম হইতে পরিত্রাণের উপায় হইয়া থাকে। গুরু এবং শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করা হয় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মের যিনি কর্ত্তা তিনিই নিষ্কাম কর্ম্মী। সর্ব্বকামনাবিহীন এইরূপ ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র কাম্য। অতএব যাঁহার সকল কামনা এবং একমাত্র আশ্রয় বাসুদেব তিনিই উত্তম ভাগবত।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) জন্ম কর্ম্মভ্যাং [চ] (এবং জন্ম কর্ম্মের জন্য) বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ [চ] (এবং বর্ণ, আশ্রম, এবং জাতির শ্রেষ্ঠত্বে) অহম্ভাবঃ (অভিমান) ন সজ্জতে (উদিত হয় না) সঃ বৈ হরেঃ প্রিয়ঃ (তিনিই শ্রীহরির প্রিয়)।

অনুবাদ—সৎ কুলে, উচ্চ জাতিতে জন্ম, সন্ন্যাসাদি শ্রেষ্ঠ আশ্রম এবং সৎ কর্ম্মের জন্য যিনি এই দেহের অভিমান করেন না তিনিই ভগবানের প্রিয়।

অনুধ্যান—অভিমান অহং ভাবেরই নামান্তর। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু এই অভিমান। শাস্ত্র এবং মহাজনগণ শত মুখে এই অভিমানের নিন্দা করিয়াছেন। সুরাপান যেমন নিরয়গামী করে, অভিমানের ফলেও জীবের তদ্রূপ অধোগতি হয়। তাই অভিমানকে সুরা পানের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে—

"অভিমানং সুরাপানং"—'অভিমানই সুরাপান।' সুরা পানের ন্যায় অভিমানেরও নেশা আছে। সৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পূর্ব্বে এই কুলে কত কত দাতা, ভগবৎভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আমি কম কিসে? আমার অভিমানই বা হইবে না কেন? জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমি, ইহা কি কম কথা? অতএব জাতির মর্য্যাদা বোধে আমার অভিমান অনিবার্য্য। চতুরাশ্রমের শ্রেষ্ঠ আশ্রম সন্ন্যাস, আমি সন্ন্যাসী এজন্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ, এ তো স্বাভাবিকই, কাজেই একটু আধটু অভিমান, তাতো থাকিবেই। কত অন্নহীনকে অন্ন, গৃহহীনকে গৃহ, সকালে সন্ধ্যায় ধ্যান ধারণা, শাস্ত্রপাঠ, সদ্-আলোচনায় কত সময় কাটাইয়া থাকি, এত সব সৎ-কর্ম্মের কর্ত্তা আমি, আমার এই অভিমান রাখিবার ঠাঁই কোথায়? এমনিভাবে অভিমান-অচলের উচ্চশিখরে সদাকাল আমরা দণ্ডায়মান। সেই সু-উচ্চ শিখরদেশ হইতে নামিয়া আসিতে হইবে; বড় সহজ কথা নয়। সুকঠোর তপশ্চরণে অহংবৃত্তি নিঃশেষ মুছিয়া গেলেই তাহা সম্ভব। তাই ঋষি বলিলেন, ঐ সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও যিনি অভিমান করেন না, তিনিই ভগবানের প্রিয়।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৬॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) বিত্তেষু আত্মনি বা (বিত্তাদিতে, এমন কি নিজ দেহে পর্য্যন্ত) স্বঃ পরঃ ইতি ভিদা ন (আত্মপর বোধ নাই, ভেদজ্ঞান নাই). সর্ব্বভূতঃ সমঃ শান্তঃ (সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং প্রশান্ত) সঃ বৈ ভাগবতোত্তমঃ (তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলিয়া জানিবে)।

অনুবাদ—যাঁহার ধন রত্নে, এমন কি নিজ দেহে পর্য্যন্ত আত্মপর বোধ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী এবং প্রশান্ত, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ভাগবত বলিয়া জানিবে।

অনুধ্যান—এক ভগবানই যদি সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিরাজিত এবং আমিও যদি তাঁহারই অভিন্ন অংশ, তবে 'আমি' 'তুমি' 'আপন' 'পর' এইরূপ মনে করিবার অবকাশ কোথায়? আমার 'দেহ', 'আমার স্ত্রী' 'আমার পুত্র', অতএব আমার একান্ত আপন জন; 'আমার বাড়ী', 'আমার ঘর', 'আমার ধন', 'আমার রত্ন'; অতএব আমার একান্ত প্রিয় বস্তু—এইরূপ যে বুদ্ধি, ভেদই তাহার কারণ। ঋষি বলিতেছেন, এই ভেদবুদ্ধি মিথ্যা, সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধি স্থাপন কর, তাহাতে শান্তচিত্ত হইতে পারিবে। এইরূপ ব্যক্তিই উত্তম ভাগবত।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্ম-
সুরাদিভির্ব্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স
বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥২৭॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ত্রিভুবনবিভব হেতবে অপি (ত্রিভুবন—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতালের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও) অকুণ্ঠস্মৃতিঃ (ভগবৎস্মরণে অবিচলিতচিত্ত) অজিতাত্মসুরাদিভিঃ (হরিগতাত্মা দেবতাদিগের) বিমৃগ্যাৎ (অন্বেষণীয়, দুর্লভ) ভগবৎপদারবিন্দাৎ (ভগবৎপাদপদ্ম

হইতে) লবনিমিষার্দ্ধমপি (ক্ষণকালও, একমুহূর্ত্তও) ন চলতি (বিচ্যুত হয়েন না) সঃ (তিনি) বৈষ্ণবাগ্র্যঃ (বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ)।

অনুবাদ—স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের অধিপতি হইলেও, যাঁহার ভগবৎ-স্মৃতি অবিচলিত এবং ভগবৎপরায়ণ দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে ক্ষণকালের জন্যও যাঁহার মন বিচ্যুত হয় না,—তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।

অনুধ্যান—"রসো বৈ সঃ", 'পরম তত্ত্ব রসস্বরূপ।' এই রসকেই আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই রসঘন বা আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। অতএব শ্রীকৃষ্ণের আনন্দঘন তত্ত্ব বুঝিবার কিংবা বুঝাইবার জন্য যাঁহারা রসতত্ত্বের আলোচনা করেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ নাই। 'রসতত্ত্ব' বলিতে যাঁহাদের দৃষ্টি স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সুদূরপ্রসারী ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতত্ত্বের ধারণা করিতে পারে না, যাঁহারা মনে করেন রসতত্ত্বের পরিপুষ্টির জন্য ভক্ত ভগবানে সময়ে সময়ে বিচ্ছেদ প্রয়োজন, তাঁহাদের এই ধারণার সহিত আমাদের মতবিরোধ সুস্পষ্ট। পূর্ব্বে আমরা ১৮ নং অনুধ্যানে দেখাইয়াছি, অভিন্ন মিলনেই আনন্দানুভব সম্ভব। সে মিলন স্থূল দেহেন্দ্রিয়ের মিলন নহে, সূক্ষ্ম জীবাত্মার চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে মিলন। এই মিলনে বিচ্ছেদ নাই। বিচ্ছেদে আনন্দানুভূতিরও বিচ্যুতি। অনন্ত কাল ধরিয়া এই রসানুভব—আনন্দানুভব করিলেও তাহা "নিতুই নব" ইহার ক্ষয় ব্যয় নাই। রস যেখানে সূক্ষ্ম তত্ত্বস্বরূপ সেখানে এই কথা। আর রস যেখানে ইন্দ্রিয়ের সহিত স্থূল দেহের সংযোগে অনুভূত হয়, সেখানেই বিচ্ছেদের কথা উঠে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব এইরূপ স্থূল দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট কোন বস্তু নহে,—তাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব স্বরূপ, তাই সেই আনন্দ, বা রসতত্ত্ব আস্বাদন করিতে হইলে নিত্য কালের জন্য তাঁহার সহিত একাত্মা হইতে হইবে। প্রথমে

স্মৃতিরূপে এই একাত্মতা সাধিত হয়; তাই ঋষি বলিলেন, বিস্মৃতির হেতুভূত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও যাঁহার ভগবৎস্মরণ তৈল-ধারাবৎ নিরবচ্ছিন্ন এবং দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম হইতে ক্ষণকালের জন্যও যাঁহার মন বিচ্যুত হয় না, তিনিই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র
ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥২৭॥

অন্বয়—ভগবতঃ (ভগবানের) উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখানখমণিচন্দ্রিকয়া (প্রভূত বিক্রমশালী চরণাঙ্গুলির নখমণিরূপ চন্দ্রের কিরণ দ্বারা) উপসীদতাং (ভজনকারীর) হৃদি নিরস্ততাপে (যে হৃদয়সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে) কথং (কি প্রকারে) সঃ (সেই সন্তাপ) পুনঃ (পুনরায়) প্রভবতি (প্রভাব বিস্তার করিবে) চন্দ্রে উদিতে (চন্দ্র উঠিলে) অর্কতাপঃ ইব (সূর্য্যতাপের ন্যায় অর্থাৎ চন্দ্র উঠিলে সূর্য্যতাপ কি কষ্ট দিতে পারে?)

অনুবাদ—ভগবানের প্রভূতবিক্রমশালী চরণাঙ্গুলির নখমণিরূপ চন্দ্রের কিরণ দ্বারা যে ভজনশীল ব্যক্তির হৃদয়সন্তাপ একবার দূরীভূত হইয়াছে তাঁহার হৃদয়ে পুনঃ সেই সন্তাপ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? চন্দ্র উদিত হইলে সূর্য্যকিরণ আর কষ্ট দিতে পারে কি?

অনুধ্যান—ত্রিবিধ দুঃখের নিঃশেষ অবসানের জন্যই সাধনা। সিদ্ধিতে—আত্মদর্শনে তাহা সম্ভব। এই আত্মদর্শন বলিলে কি বুঝায় তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মদর্শন একবার হইলে কোন কারণেই তাহার বিচ্যুতি ঘটে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা ত স্বরূপতঃ অভিন্নই। ভুলেই—ভিন্নবোধে, আত্মদর্শনে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। সাধনায়—গুরুকৃপায় ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—আবার একাত্মতার অনুভূতিতে অবাধ আনন্দানুভব চলিয়াছে। এই আত্মদর্শনের বিচ্যুতি যখন আর সম্ভব নয়, তখন এই আত্মদর্শনের যে আনন্দ তাহারই বা বিচ্যুতি ঘটিবে কেন? একবার

আত্মদর্শন হইলে সে আনন্দও যে নিত্যকাল স্থায়ী তাহা বুঝাইবার জন্যই চন্দ্রোদয়ে সূর্য্যোত্তাপ বিদূরিত হওয়ার দৃষ্টান্তটী দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তে সর্ব্বতোভাবে মিল হয় না, এই কথাটী মনে রাখিয়াই কবিত্বমাধুর্য্যমণ্ডিত এই উপমাটী উপভোগ করিতে হইবে। বিস্তারে তাহা এইরূপ। দিবসে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আতপ-তাপের দহনজ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জীবকুল পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে। দিবাবসানে সুশীতল কিরণজাল বিস্তার করিয়া নিশানাথ উদিত হইয়াছেন। তাপক্লিষ্ট নরনারী, সুধাকরের সুধাসম-স্নিগ্ধ কিরণধারায় অভিষিঞ্চিত হইয়া সকল তাপ জুড়াইয়াছে, দাহন-দাবাগ্নির পরিবর্ত্তে শান্তির অমৃত নির্ঝরিণীর সলিলধারায় স্নিগ্ধ হইয়াছে, সকলেই আশ্বস্ত—নিরুদ্বিগ্নচিত্ত, কারণ যতক্ষণ সুধাকর সুধাবর্ষণ করিতেছেন ততক্ষণ আতপ-তাপের আর ভয় কোথায়? ঠিক তেমনি, ভক্তের হৃদয়াকাশে যখন শতচন্দ্রসুশীতল ভগবান-চন্দ্র উদিত হন—তখন তাঁহার হৃদয়ের সকল জ্বালা মালা, শোক সন্তাপ নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যায়,— পুনঃ সে সকলের আবির্ভাবের কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাদ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্য-
ঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥২৮॥

অন্বয়—অবশাৎ অভিহিতঃ অপি (অবশভাবে নাম করিলেও অর্থাৎ নামের মাহাত্ম্য বা অর্থ না বুঝিয়া নাম করিলেও) [যঃ] অঘৌঘনাশঃ (যিনি পাপ বিনাশক) [সঃ] সাক্ষাৎ হরিঃ প্রণয়রশনয়াধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ (যাঁহার চরণকমল প্রণয়রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছে সেই সাক্ষাৎ হরি) যস্য হৃদয়ং ন বিসৃজতি (যাঁহার হৃদয় ত্যাগ করেন না) সঃ ভাগবত প্রধানঃ উক্তঃ (তিনিই ভাগবত প্রধান বলিয়া কথিত।)

অনুবাদ—নাম মাহাত্ম্য না জানিয়া নাম করিলেও যে ভগবান এইরূপ ব্যক্তির সকল প্রকার পাপ নাশ করিয়া থাকেন, সেই হরি সাক্ষাৎ

যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত এবং যিনি তাঁহার চরণকমল প্রেমরজ্জুদ্বারা বাঁধিয়াছেন তিনিই ভাগবতপ্রধান 'বলিয়া পরিচিত।

অনুধ্যান—ঋষি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, যাঁহার হৃদয় আর ভগবানের হৃদয় এক হইয়া গিয়াছে, ভক্ত ভগবান, যেখানে অভিন্নহৃদয়, সেই অভিন্নাত্মা ভক্তই ভাগবতপ্রধান। ভেদ নহে—অভেদ, ইহাই সকল কথার শেষ কথা। প্রথমে নামমাহাত্ম্য বলিলেন, নামের দ্বারা হৃদয়মল দূরীভূত হয়; তৎপর নামের যিনি বাচ্য অর্থাৎ নামী সেই ভগবান স্বয়ং যাহার হৃদয়ে বিরাজিত—কখনো যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, সেই ভগবান প্রেমবন্ধনে যাঁহার সহিত বাঁধা পড়িয়াছেন, তিনিই ভক্তশ্রেষ্ঠ। ভালবাসাই সকল বিচ্ছেদ—বিভেদ ভুলাইয়া দিয়া এক করে। ভালবাসাই প্রেম। ভক্ত ভগবানে সংযোগসূত্র এই প্রেম। ভক্তের প্রেমরজ্জুতেই ভগবান বাঁধা পড়েন। এই বন্ধন ক্ষণিকের বন্ধন নহে। এই প্রেমরজ্জু বড় দৃঢ়—ইহা কখনো টুটে না। বন্ধন অর্থ একাত্মতা, ভক্ত ভগবানের একাত্মতা আবার ভক্ত, ভগবান এবং ভগবানেরই বিচিত্র বিকাশ এই জগৎ—এ তিনের একাত্মতা, তাহাই ভাগবতপ্রধানের জীবনে উপলব্ধ সত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরাজোবাচ

পরস্য বিষ্ণোরীশস্য মায়িনামপি মোহিনীম্।
মায়াং বেদিতুমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রুবন্তু নঃ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ—(মহারাজ নিমি বলিলেন) পরস্য ঈশস্য বিষ্ণোঃ (পরম পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর) মায়িনাম্ অপি মোহিনীম্ (ব্রহ্মাদি মায়াবী দেবতাগণেরও মোহকারী) মায়াং (মায়া) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ (আমরা জানিতে ইচ্ছা করি) ভগবন্তঃ নঃ ব্রুবন্তু (আপনারা আমাদিগকে তাহা বলুন)।

অনুবাদ—মহারাজ নিমি কহিলেন, পরমপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর যে মায়া ব্রহ্মাদি মায়াবী দেবতাগণেরও মোহ উৎপাদন করে—সেই মায়ার-স্বরূপ আমরা জানিতে ইচ্ছা করি, তাহা বলুন।

অনুধ্যান—বিষ্ণু বলিলে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ গোলকাধিপতিকেই মাত্র বুঝায় না,—ব্যাপকার্থে, পরব্রহ্ম যখন শক্তি-সমন্বিতরূপে কল্পিত হয়েন তখনও তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। সৃষ্টির ইনিই মূল কারণ। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

এতৎ সর্ব্বমিদং বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
পরব্রহ্মস্বরূপস্য বিষ্ণোঃ শক্তিসমন্বিতম্॥ ৭।৬০

অর্থ :—'দৃশ্যমান এতৎ সমস্ত চরাচর বিশ্ব পরব্রহ্ম বিষ্ণুর শক্তিসমন্বিত।'

এই শক্তি কি ? শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

"পরাঽস্য শক্তিৰ্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"॥ শ্বেতাশ্বতর ৬।৮

'পরমপুরুষ পরমেশ্বরের শক্তি বহুবিধ, তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি'। যে শক্তির সাহায্যে নিজেকে তিনি বহুরূপে বিস্তার করেন, তাহাই তাঁহার মায়াশক্তি। একরস তিনি,—অসীম তিনি এবং একরস ও অসীম থাকিয়াই আবার অন্যরূপে তিনি বহুরস ও সসীম হয়েন—ইহাই তাঁহার স্বরূপভূতা মায়াশক্তির অপূর্ব্ব খেলা। এই মায়াশক্তি আবরণাত্মিকা,—জীবের স্বরূপ আবরণই মায়ার কার্য্য। জীব স্বরূপতঃ যে তাঁহারই—চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অভিন্ন অংশ—জীবের এই সত্যজ্ঞান, মায়াই আবৃত করে। আব্রহ্মস্তম্ভ সকলেই এই মায়ায় মুগ্ধ! ব্রহ্মাদি দেবতারাও জীব যদিও উচ্চ শ্রেণীর জীব,—কাজেই তাঁহারাও এই মায়াশক্তির অধীন। মহারাজ নিমি এই মায়ার স্বরূপ জানিতে চাহিয়া বলিলেন, ভগবান বিষ্ণুর যে মায়ায় ব্রহ্মাদিদেবতারাও বিমোহিত তাহা সবিস্তারে আমাদিগকে বলুন।

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥২॥

অন্বয়—সংসারতাপনিস্তপ্তঃ (সংসারতাপ ক্লিষ্ট) মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল) [অহং] (আমি) তত্তাপভেষজং (ভবরোগের ঔষধ) হরিকথামৃতং যুষ্মদ্বচঃ (ভগবৎসম্বন্ধীয় আপনাদের বাক্যসুধা) জুষন্ (পান করিয়া) ন অনুতৃপ্যে (তৃপ্ত হইতেছি না—সাধ মিটিতেছে না)।

অনুবাদ—সংসারতাপদগ্ধ বিনশ্বর জীব আমি। ভবরোগের ঔষধ ভগবৎসম্বন্ধীয় আপনাদের বাক্যসুধা পান করিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হইতেছি না।

অনুধ্যান—রাজা নিমি সংসারতাপক্লিষ্ট সত্য, কিন্তু সংসারের অনিত্যতা তাঁহার মনে আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছে। ক্ষণভঙ্গুর মানব-জীবনে ইহা এক শুভ মুহূর্ত্ত। এই শুভ মুহূর্ত্তে জিজ্ঞাসার সমাধানের জন্য প্রয়োজন গুরুর। প্রয়োজন যথার্থ হইলে তাহা মিটিবেই, ইহাই ভগবদ্-বিধান। আসল কথা আমাদের জীবনে ভগবানের প্রয়োজনীয়তা তেমন করিয়া দেখা দেয় না কাজেই ভগবৎ-লাভ ঘটে না। কিন্তু মহারাজ নিমির প্রয়োজন যথার্থ, তিনি মুমুক্ষু, ভগবৎ-লাভ না হইলে, তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ। তাই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ আজ গুরুরূপে তাঁহার গৃহে সমাগত। গুরুর উপযুক্ত শিষ্য তিনি, তাঁহার প্রশ্নও তদ্রূপ। তত্ত্বদর্শী মুনিগণের উত্তর শ্রবণ করিয়া যতই তাঁহার সংশয় সমস্যা দূরীভূত হইতেছে ততই তাঁহার প্রশ্নও একের পর আর বাড়িয়া চলিয়াছে।

শ্রীঅন্তরিক্ষ উবাচ

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্ম্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঅন্তরিক্ষঃ উবাচ (ঋষি অন্তরিক্ষ বলিলেন) মহাভুজ! (হে মহাভুজ!) আদ্যঃ ভূতাত্মা (আদিকারণ ভূতেশ্বর ভগবান) আত্মপ্রসিদ্ধয়ে (নিজের স্বরূপ প্রকাশের জন্যই, নিজ মহিমা বুঝাইবার জন্যই) স্বমাত্রা (নিজ অংশ) এভিঃ মহাভূতৈঃ (এই পঞ্চভূতের সাহায্যে) উচ্চাবচানি (উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট) ভূতানি (ভূতবর্গ) সসর্জ্জ (সৃষ্টি করিলেন)।

অনুবাদ—অন্তরিক্ষ কহিলেন, হে মহাবাহো! আদিকারণ ভগবান নিজস্বরূপ প্রকাশের (স্বরূপের মাহাত্ম্য বুঝাইবার) জন্য স্বীয় অংশ পঞ্চ মহাভূতের সাহায্যে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন।

অনুধ্যান—সৃষ্টি কি? এক পরমেশ্বরের বহুরূপ ধারণই সৃষ্টি। সৃষ্টির কারণ দ্বিবিধ—নিমিত্ত, উপাদান—উভয়ই তিনি। নিমিত্ত কারণ-রূপে তিনি কর্ত্তা—উপাদান কারণ পঞ্চমহাভূতও তিনিই। অতএব পঞ্চভূতাত্মক স্থাবরজঙ্গম, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মানুষ, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন—সৃষ্টি করিয়া "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ", 'সেই সকল সৃষ্টি করিয়া, তৎসমস্তে প্রবিষ্ট হইলেন।' তবে কি তিনি সৃষ্ট জগতেই পর্য্যবসিত হইয়া গেলেন? না—তাহা নয়, "অসৌ আত্মা অন্তবহিশ্চ, অন্তবর্হিশ্চ" 'সেই পরমাত্মা ভূতবর্গের অন্তরে এবং বাহিরে।' ভিতরে প্রবেশ করিয়াও বাহিরে রহিলেন। বেদ মন্ত্রেও আছে:—

"স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যাতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্" 'ঈশ্বর সমস্ত ভূমি আবৃত করিয়াও দশ অঙ্গুলি' বেশী হইলেন। "বিশ্বানুগ" হইয়াও "বিশ্বাতিগ" রহিলেন। তাঁহার এই স্বরূপ—তাঁহার এই মহিমা সৃষ্টিতে বহু না হইলে প্রকাশ পাইত কি? এক রস তিনি, সৃষ্টির প্রতি-অনু-পরমাণুতে প্রবেশ করিয়াও এক রসই রহিলেন,—ইহাই তাঁহার "বিশ্বাতিগ" রূপ,—আর সৃষ্টির বহুধায় যে প্রবেশ তাহাই "বিশ্বানুগ" রূপ।

প্রশ্ন হইতে পারে কোন প্রয়োজনে তিনি সৃষ্টি করিলেন? তিনি তো "নিত্যাব্যাপ্তসমস্তকামঃ" 'নিত্যই পরিপূর্ণকাম—সর্ব্ববিধ-কামনা বিরহিত।' না, কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য তিনি সৃষ্টি করেন নাই,—সৃষ্টি তাঁহার খেলা।

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"(বেদান্তঃ ২য় অঃ ১ম পা ৩২ সূত্র) ভাষ্যকার বলিতেছেন, শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও যেমন বিনা প্রয়োজনে, ক্রীড়াচ্ছলে কোন কোন কার্য্য করিয়া থাকেন, ব্রহ্মের এই সৃষ্টি কার্য্যও তদ্বৎ "লীলামাত্র"। "বিশ্বানুগ" এবং "বিশ্বাতিগ" রূপে যে তাঁহার লীলা তাহা মহিমময়—বড় অপূর্ব্ব! বেদের পুরুষ সূক্তেও আছে—

"এতাবান্ অস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥"

'ইহার মহিমা এতদূর। কিন্তু পুরুষ (পরমেশ্বর) ইহা অপেক্ষাও বৃহৎ। তাঁহার এক চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত।'

এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চধাতুভিঃ।
একধা দশধাত্মানং বিভজন্ জুষতে গুণান্ ॥৪॥

অন্বয়—এবং (এইরূপে) পঞ্চধাতুভিঃ (পঞ্চমহাভূতের দ্বারা) সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ (সৃষ্ট ভূতবর্গে প্রবিষ্ট হইয়া) আত্মানং (নিজেকে) একধা (এক মন রূপে) দশধা (দশ ইন্দ্রিয়রূপে) বিভজন্ (ভাগ করিয়া) গুণান্ জুষতে (বিষয়সমূহ ভোগ করিতেছে)।

অনুবাদ—বিশ্বাতিগরূপে তিনি অবস্থিত থাকিয়াও এইরূপে পঞ্চ মহাভূতসমন্বিত সৃষ্ট ভূতবর্গে প্রবেশ করিয়া মন এবং দশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়সমূহ ভোগ করিতেছেন।

অনুধ্যান—তাঁহার স্বরূপের বর্ণনায় "বিশ্বাতিগ" এবং "বিশ্বানুগ" এই দুই রূপের কথা আমরা বলিয়াছি। "বিশ্বানুগ"রূপেই জীব ও জগতের সৃষ্টি। জীব ভোক্তা, জগৎ—বিষয়সমূহ তাঁহার ভোগ্য। মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই সকলের সাহায্যে জীব বিষয়সমূহ ভোগ করে।

গুণৈর্গুণান্ স ভুঞ্জান আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ।
মন্যমান ইদং সৃষ্টমাত্মানমিহ সজ্জতে ॥৫॥

অন্বয়—সঃ প্রভুঃ (প্রভু ঈশ্বর) আত্মপ্রদ্যোতিতৈঃ গুণৈঃ (আত্মপরিচালিত গুণের দ্বারা) [জীবরূপেণ] (জীবরূপে) গুণান্ (বিষয়সমূহ) ভুঞ্জানঃ (ভোগ করিয়া) সৃষ্টম্ ইদম্ (পঞ্চভূতসমন্বিত এই দেহে) আত্মানং মন্যমানঃ (আত্মবুদ্ধি হেতু) ইহ (এই দেহে) সজ্জতে (আসক্ত হন)।

অনুবাদ—প্রভু ঈশ্বর আত্মপরিচালিত গুণের দ্বারা জীবরূপে বিষয় সকল ভোগ করেন এবং পঞ্চভূতনির্ম্মিত এই দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া বদ্ধ হন।

অনুধ্যান—পরমাত্মাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিরূপে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিয়া তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইল? শ্রুতি বলিতেছেন—যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা কুলায়ে, তং ন পশ্যন্তি।

—বৃহ ১।৪।৭

'ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে অথবা বিশ্বম্ভর (অগ্নি) যেরূপ তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে জগৎকারণ পরমেশ্বরও তদ্রূপই জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কাজেই তাঁহাকে কেহ (আত্মজ্ঞান ছাড়া) দেখিতে পায় না।' তিনি যেন জগতের মধ্যে হারাইয়া গেলেন। 'সলিলের মধ্যে যেমন লবণখণ্ড গলিয়া হারাইয়া যায়, যেন সেইরূপ হারাইয়া গেলেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।' শ্রুতি যথা—"স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়তে নাহাস্যোদ্‌গ্রহণায়ে স্যাৎ।"—বৃহ ২।৪।১২

শ্বেতাশ্বতর আরো বলিয়াছেন—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো
দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ। ৬।১০।

'উর্ণনাভ যেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আবৃত করে তিনিও সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎজালে নিজেকে আবৃত করিলেন।' ইহাই তাঁহার মায়ার খেলা! জগতের অতীতরূপে থাকিয়াও জগতে হারাইয়া গেলেন। এই যে হারাইয়া যাওয়া অবস্থা—এই অবস্থায় তিনি বর্ত্তমান থাকিলেও স্থূল দৃষ্টিতে জীব জগতের শুধু পাঞ্চভৌতিক পিণ্ডই দৃষ্টিগোচর হয়।

জীবরূপেও তিনি, আবার তিনিই অর্থাৎ জীবই দ্বিবিধরূপবিশিষ্ট—এক বদ্ধ—অন্য মুক্ত। বদ্ধরূপে ভোক্তা—মুক্তরূপে দ্রষ্টা। মুক্তরূপ জীবের স্বরূপ—বদ্ধরূপ তাহার স্বরূপের বিচ্যুতি। মুক্তরূপে পরমাত্মার অভিন্ন অংশ—অকর্ত্তা, বদ্ধরূপে পরমাত্মা হইতে নিজের পার্থক্য বোধ—অহং অভিমানে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ববোধ। এই বোধেই দেহে আত্মবোধ—এই দেহাত্মবোধেই বন্ধন। গীতায় আছে—

"প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু"। ৩।২৯

'প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারা যাহাদের চিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই গুণ ও গুণের কর্ম্মে আসক্তচিত্ত হয়।'

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎকর্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—দেহভৃৎ (দেহধারী জীব) কর্ম্মভিঃ (প্রারব্ধবশে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা চালিত হইয়া) সনিমিত্তানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ (ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিয়া) সুখেতরং (সুখ-দুঃখময়) তত্তৎকর্ম্মফলং (সেই সেই কর্ম্মফল) গৃহ্ণন্ (ভোগ করিয়া) ইহ (এই সংসারে) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে)।

অনুবাদ—দেহধারী জীব প্রারব্ধবশে ফলকামনায় কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিবার জন্য এই সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম—প্রারব্ধভোগের জন্যই আমাদের জন্ম। ইহকালে আমরা যে কর্ম্ম করি, তাহাও পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই ফলকামনা লইয়া। এই কর্ম্ম কখনো ভাল, কখনো মন্দ। ভাল কর্ম্মের ফল সুখ—মন্দ কর্ম্মের ফল দুঃখ। এই সুখদুঃখ ভোগ করিবার জন্যই জন্ম মৃত্যুর খেলা।

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—পুমান্ (জীব) ইত্থং (এই প্রকারে) অবশঃ [সন্] (অবশ হইয়া) বহ্বভদ্রবহাঃ (বহু অমঙ্গলপ্রদ, দুঃখবহুল) কর্ম্মগতীঃ (কর্ম্মপথ) গচ্ছন্ (অবলম্বন করিয়া, অনুসরণ করিয়া) আভূতসংপ্লাবং (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত) সর্গ-প্রলয়ৌ (জন্ম মৃত্যু) অশ্নুতে (ভোগ করে) ।

অনুবাদ—জীব এইরূপে অবশ হইয়া দুঃখবহুল কর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া প্রলয়কাল পর্যান্ত জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—জীব অনাদি কর্ম্মপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে স্বেচ্ছায় নহে—অবশ হইয়া। কর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসূ। জন্মমৃত্যুর মূলে এই কর্ম্মসংস্কার। কর্ম্মপথ -ঋজু, কুটিল, ভাল, মন্দ—বিচিত্ররূপী। ফলও তদ্রূপ, কখনো বা সুখদায়ী কখনো বা দুঃখদায়ী। এইরূপে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত জীব একবার জন্ম, একবার মৃত্যু প্রাপ্ত হইতেছে। প্রলয়ে সাময়িক ভাবে জন্মমৃত্যুর দ্বার রুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু প্রলয়ান্তে আবার যখন সৃষ্টি হয়, জীবও সেই সঙ্গে পূর্ব্বসংস্কার-অনুযায়ী জন্মমৃত্যুর প্রবাহে ভাসমান হয়।

ধাতূপপ্লব আসন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।
অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়—ধাতূপপ্লবে আসন্নে (মহাভূতের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে) অনাদি-নিধনঃ কালঃ (আদি-অন্ত-শূন্য কাল) দ্রব্যগুণাত্মকং ব্যক্তং (স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ) অব্যক্তায় (অব্যক্তে, প্রকৃতিতে) অপকর্ষতি হি (আকর্ষণ করে) ।

অনুবাদ—মহাভূতের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে আদি-অন্তরহীন কাল, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থকে অব্যক্ত প্রকৃতিতে আকর্ষণ করে।

অনুধ্যান—সর্ব্বেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ নিজের এই গুণত্রয়কে চালিত করিয়া বিচিত্র বিশ্ব রচনা করেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই গুণত্রয়—এক-রস—সাম্যাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। তখন কোন কিছুরই প্রকাশ থাকে না বলিয়া তাহাকে "অব্যক্ত" বলা হয়; ভাষান্তরে তাহারই নাম "প্রকৃতি"

বা "প্রধান"। সৃষ্টির ক্রম এইরূপ। প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষকে হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম বলা হয়। মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্বের উৎপত্তি। অহংতত্ত্বের প্রধানতঃ সত্ত্বাংশে মন এবং প্রধানতঃ তামসাংশে পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বের প্রধানতঃ রাজসাংশে কিঞ্চিৎ সত্ত্বাধিক্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা. নাসিকা এবং অহংতত্ত্বেরই প্রধানতঃ রাজসাংশের রাজসাংশাধিক্যে (তমঃ ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্র প্রকাশিত থাকে) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ সৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে পঞ্চ-তন্মাত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতেই পঞ্চমহাভূত—ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ , ক্ষিতি প্রকাশিত হয়। এই পঞ্চমহাভূত জগতের সর্ব্বত্র বিরাজমান। এইজন্যই জগৎকে পঞ্চভূতাত্মক বলা হয়।

সৃষ্টি তাঁহার লীলা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেইরূপ জগতের পালন এবং সংহারও তাঁহার লীলা। এই লীলা তাঁহার প্রকৃতিগত। এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ক্রিয়ারূপ শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাকে "কাল" নামে অভিহিত করা হয়। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বপ্রথমে মহাভূতকে "কাল" অব্যক্ত—প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ সৃষ্টির মূল কারণ যে প্রকৃতি, প্রলয়ে সৃষ্টি আবার তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; তাই ভগবান কপিল সাংখ্যসূত্রে বলিয়াছেন "নাশঃ কারণলয়ঃ" 'পদার্থ সকলের মূল কারণে লয় হওয়াকেই নাশ বলে।' এই নাশ অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ তাহার নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া মূল কারণ প্রকৃতি যাহা হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতেই একীভূত হয়। প্রলয়ের ক্রম পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দেখিতে পাইব।

শতবর্ষা হ্যনাবৃষ্টির্ভবিষ্যত্যুল্বণা ভুবি।
তৎকালোপচিতোষ্ণার্কো লোকাংস্ত্রীন্ প্রতপিষ্যতি ॥৯॥

অন্বয়—[তদা] (প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে) ভুবি (পৃথিবীতে) শতবর্ষা (শত বৎসর ব্যাপিয়া) উল্বণা (ভয়ঙ্কর) অনাবৃষ্টিঃ (অনাবৃষ্টি) ভবিষ্যতি হি (হইবে) তৎকালোপচিতোষ্ণার্কঃ (সেইকালে বৰ্দ্ধিত সূর্য্যোত্তাপ) ত্রীন্ লোকান্ (তিন লোক) প্রতপিষ্যতি (:উত্তপ্ত করিবে)।

অনুবাদ—প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে শতবর্ষ ভয়ঙ্কর অনাবৃষ্টি হইবে ; এবং সূর্য্যোত্তাপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া ত্রিলোক—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল উত্তাপিত করিবে।

অনুধ্যান—প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, যে সকল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়, তাহাই এখানে বলা হইয়াছে।

পাতালতলমারভ্য সঙ্কর্ষণমুখানলঃ ।
দহন্নূর্দ্ধশিখো বিষ্বগ্ বৰ্দ্ধতে বায়ুনেরিতঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—উৰ্দ্ধশিখঃ (উৰ্দ্ধশিখাবিশিষ্ট) সঙ্কর্ষণমুখানলঃ (অনন্তদেবের মুখাগ্নি) বায়ুনা ঈরিতঃ (বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া) পাতালতলম্ আরভ্য (পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া) বিষ্বক্ (চতুৰ্দ্দিক) দহন্ (দগ্ধ করিয়া) বৰ্দ্ধতে (বৰ্দ্ধিত হইবে)।

অনুবাদ—অনন্তদেবের উৰ্দ্ধশিখমুখাগ্নি তখন বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া চতুৰ্দ্দিক দগ্ধ করিতে করিতে বিস্তার লাভ করিবে।

অনুধ্যান—একেই প্রলয়াগ্নি বলে।

সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতি স্ম শতং সমাঃ ।
ধারাভির্হস্তিহস্তাভির্লীয়তে সলিলে বিরাট ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) সম্বর্ত্তকঃ মেঘগণঃ (প্রলয়কারী মেঘ সকল) শতং সমাঃ (শত বৎসর ব্যাপিয়া) হস্তিহস্তাভিঃ ধারাভিঃ (হাতির শুঁড়ের ন্যায় স্থূলধারায়) বর্ষতি স্ম (বর্ষণ করিবে) বিরাট্ সলিলে লীয়তে [চ] (এবং প্রথম প্রকাশিত বিরাট পুরুষের দেহ জলে লীন হইবে)।

অনুবাদ—তখন প্রলয়কারী মেঘ সকল শতবর্ষ ব্যাপিয়া হস্তির শুঁড়ের ন্যায় প্রবলধারায় বর্ষণ করিতে থাকিবে এবং সেই জলে ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ব্রহ্মার বিরাট দেহ লয় প্রাপ্ত হইবে।

অনুধ্যান :—সৃষ্টির প্রথম প্রকাশিত পুরুষকে বিরাট পুরুষ বলা হয়। নামান্তরে হিরণ্যগর্ভ, কার্য্যব্রহ্ম, ব্রহ্মা। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার শরীর। তদধিষ্ঠিত যে জীবচৈতন্য এই বিচিত্র বিশ্বকে নিজের দেহ বলিয়া অভিমান করেন তিনিই উপরি-উক্ত নাম সকলে অভিহিত। সৃষ্টির খণ্ডরূপ, এবং বিশেষ বিশেষ জীব-চৈতন্য সবই এই বিরাটের অঙ্গীভূত। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সম্বর্ত্তক নামক মেঘ প্রবলধারায় বর্ষিত হইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিবে। সে সময় ঐ বিরাট পুরুষের দেহ ঐ সলিলে লীন হইবে।

ততো বিরাজমুৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ।
অব্যক্তং বিশতে সূক্ষ্মং নিরিন্ধন ইবানলঃ ॥১২॥

অন্বয়—নৃপ! (হে মহারাজ!) ততঃ (তাহার পর) বৈরাজঃ পুরুষঃ (বিরাট পুরুষ) বিরাজম্ (বিরাটদেহ) উৎসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) নিরিন্ধনঃ (কাষ্ঠশূন্য) অনলঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) সূক্ষ্মম্ অব্যক্তম্ বিশতে (সূক্ষ্মকারণ প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবেন)।

অনুবাদ—হে রাজন্! তাহার পর বিরাট দেহধারী ব্রহ্মা, আপনার বিরাট শরীর ত্যাগ করিয়া, কাষ্ঠহীন অগ্নির ন্যায় (অবলম্বনহীন হইয়া) সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবেন।

অনুধ্যান—প্রকৃতিরই অপর নাম অব্যক্ত। প্রকৃতি অবস্থায় কোন কিছুই প্রকাশিত থাকে না বলিয়া তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত বিরাট -পুরুষের দেহ দ্বাবিংশতি তত্ত্বসমন্বিত। সমস্ত বিশ্ব জলে প্লাবিত হইলে পর, ঐ দ্বাবিংশতিতত্ত্বাত্মক দেহ ত্যাগ করিয়া, বিরাট সূক্ষ্ম জীবরূপে অব্যক্তে প্রবেশ করেন।

বায়ুনা হৃতগন্ধা ভূঃ সলিলত্বায় কল্পতে।
সলিলং তদ্ধৃতরসং জ্যোতিষ্ট্বায়োপকল্পতে ॥১৩॥

অন্বয়—ভূঃ (পৃথিবী) বায়ুনা (বায়ু কর্ত্তৃক) হৃতগন্ধা (গন্ধচ্যুত হইয়া) সলিলত্বায় কল্পতে (জলে লীন হইবে) সলিলং (জল) তদ্ধৃতরসং (বায়ুর দ্বারা রসহীন হইয়া) জ্যোতিষ্ট্বায় উপকল্পতে (তেজে পরিণত হইবে)।

অনুবাদ—বায়ু পৃথিবীর গন্ধগুণ অপহরণ করিলে, পৃথিবী সলিলে লীন হইবে, সলিলের রস বায়ু গ্রহণ করিলে সলিল তেজে পরিণত হইবে।

অনুধ্যান—পঞ্চ মহাভূতের গুণ পঞ্চতন্মাত্র। "ক্ষিতির" গুণ গন্ধ, "অপের" গুণ রস, "তেজের" গুণ রূপ, "মরুৎ"এর গুণ স্পর্শ, "ব্যোমের" গুণ শব্দ। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, ভূত সকল নিজ নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া, পর পর তত্ত্বসকলে ঊর্দ্ধগরূপে প্রবেশ করে, তাই প্রথমেই বায়ু পৃথিবীর গন্ধ গুণ অপহরণ করিলে পৃথিবী সলিলে প্রবেশ করে, তাহার পর বায়ু সলিলের রস গুণ অপহরণ করিলে, সলিল তেজে প্রবেশ করে।

হৃতরূপন্তু তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে।
হৃতস্পর্শোঽবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে।
কালাত্মনা হৃতগুণং নভ আত্মনি লীয়তে ॥১৪॥

অন্বয়—জ্যোতিঃ তু (তেজও) তমসা হৃতরূপং (অন্ধকার দ্বারা রূপশূন্য হইয়া) বায়ৌ প্রলীয়তে (বায়ুতে বিলীন হইবে) বায়ুঃ (বায়ু) অবকাশেন হৃতস্পর্শঃ (আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণ হরণ করিলে) [বায়ুঃ] নভসি লীয়তে (বায়ু আকাশে লীন হয়) নভঃ কালাত্মনা হৃতগুণং (আকাশ কাল কর্ত্তৃক গুণচ্যুত হইয়া— আকাশের গুণ শব্দ) আত্মনি লীয়তে (তামস অহঙ্কারে লীন হয়)।

অনুবাদ—অন্ধকার তেজের গুণ হরণ করিলে তেজ তাহার গুণ "রূপ" শূন্য হইয়া বায়ুতে বিলীন হইবে। আকাশ বায়ুর স্পর্শগুণ হরণ

করিলে বায়ু আকাশে লীন হইবে। কাল আকাশের গুণ (শব্দ) হরণ করিলে, আকাশ তামস অহঙ্কারে লীন হইবে।

অনুধ্যান—"তেজের" গুণ "রূপ" অন্ধকার হরণ করিলে, তেজ গুণশূন্য হইয়া বায়ুতে প্রবেশ করে। আবার আকাশ বায়ুর গুণ "স্পর্শ" অপহরণ করিলে বায়ু আকাশেই বিলীন হয়। কাল (ধ্বংশরূপী ভগবান) আকাশের "শব্দ"গুণ হরণ করিলে আকাশ তামস অহঙ্কারে প্রবেশ করিবে।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ।
প্রবিশন্তি হ্যহঙ্কারং স্বগুণৈরহমাত্মনি ॥১৫॥

অন্বয়—নৃপ ! (হে রাজন্) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকল) অহঙ্কারং প্রবিশন্তি (রাজস অহঙ্কারে লীন হইবে) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন এবং বুদ্ধি) বৈকারিকৈঃ সহ (দেবগণের সহিত) [অহঙ্কারং প্রবিশতঃ] (সাত্ত্বিক অহঙ্কারে প্রবেশ করিবে) [ততঃ] (তাহার পর) অহং স্বগুণৈঃ [সহ] (অহং নিজের গুণের সহিত) আত্মনি (মহত্তত্ত্বে) [প্রবিশতি] (প্রবেশ করিবে)।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ইন্দ্রিয় সকল রাজস অহংকারে, এবং মন বুদ্ধি দেবতাগণের সহিত সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করিবে। তাহার পর "অহং"কার (অহংতত্ত্ব) নিজের গুণের সহিত মহত্তত্ত্বে লীন হইয়া থাকে।

অনুধ্যান—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, অহং তত্ত্বের সত্ত্বাংশে "মন" রাজসাংশে ইন্দ্রিয়সকল এবং তামসাংশে তন্মাত্রসমূহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রলয়েও যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহা—তাহাতেই প্রবেশ করে। অতএব ইন্দ্রিয়সমূহ স্বীয় কারণ রাজস অহঙ্কারে, এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল সাত্ত্বিক অহংকারে প্রবেশ করে। তামস অহংকারের কথা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ অহংকার তাহার পর মহত্তত্ত্বে বিলীন হইবে। মহত্তত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ,

প্রকৃতিতে বিলীন হয়,—তাহা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে—তখন সৃষ্টি বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না।

এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬॥

অন্বয়—অস্মাভিঃ (আমরা) এষা (এই) সর্গস্থিত্যন্তকারিণী (সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী) ত্রিবর্ণা (ত্রিগুণাত্মিকা) ভগবতঃ মায়া (ভগবানের মায়া) বর্ণিতা (বলিলাম) ভূয়ঃ কিং শ্রোতুম্ ইচ্ছসি (পুনঃ কি শুনিতে ইচ্ছা, বলুন)

অনুবাদ—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী ভগবানের ত্রিগুণাত্মিকা এই মায়ার কথা বলিলাম ; এখন আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা, বলুন।

অনুধ্যান—মায়াশক্তির সাহায্যেই ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,—এই ত্রিবিধ ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকেন। এখানে—প্রলয়ে কি ভাবে তত্ত্বসকল ঊর্দ্ধগতিতে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়—তাহাই বিস্তার ক্রমে বলা হইল। এতটুকু বলিয়া ঋষি কহিলেন, হে রাজন্, কালরূপী ভগবান কি ভাবে সৃষ্টি ও সংহার করেন তাহা তো বলিলাম, এখন আর কি শুনিতে অভিপ্রায়, বলুন।

শ্রীরাজোবাচ

যথৈতামৈশ্বরীং মায়াং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ।
তরন্ত্যঞ্জঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ইদমুচ্যতাম্ ॥১৭॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ—(মহারাজ নিমি কহিলেন) মহর্ষে! (হে মহর্ষে!) অকৃতাত্মভিঃ (আত্মজ্ঞানহীন মানবের পক্ষে) দুস্তরাম্ (দুরতিক্রম্য) এতাম্ ঐশ্বরীং মায়াং (ভগবানের এই মায়া) স্থূলধিয়ঃ (স্থূলবুদ্ধি মানব) যথা (যে প্রকারে) অঞ্জঃ (অনায়াসে) তরন্তি (উত্তীর্ণ হইতে পারে) ইদম্ (সেই উপায়) উচ্যতাম্ (বলুন)।

অনুবাদ—রাজা নিমি কহিলেন, হে মহর্ষে! আত্মজ্ঞানহীন মানবের পক্ষে দুরতিক্রম্য যে ভগবৎ-মায়া, স্থূলবুদ্ধি—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সেই উপায় বলুন।

অনুধ্যান—মায়াই জীবকুলকে সুখদুঃখরূপ জলধিজলে একবার ডুবাইতেছে, একবার ভাসাইতেছে,—কিছুতেই কুলসংলগ্ন হইতে দিতেছে না। অথচ এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে সুখ এবং শান্তি লাভের কোন আশা নাই। আত্মজ্ঞানই এই মায়াসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা-স্বরূপ। আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে এই মায়া-সাগর দুরতিক্রম্য। এখানে মহারাজ নিমি ঋষিগণকে বলিতেছেন, এই যে দুস্তর মায়া-সমুদ্র যাহা আমাদের মতন স্থূল-বুদ্ধি মানবও অনায়াসে পার হইতে পারে তাহার উপায় কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীপ্রবুদ্ধ উবাচ

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥১৮॥

অন্বয়—শ্রীপ্রবুদ্ধঃ উবাচ—(ঋষি প্রবুদ্ধ কহিলেন) দুঃখহত্যৈ সুখায় চ (দুঃখ-নাশ এবং সুখলাভের জন্য) কর্ম্মাণি আরভমাণানাং (যাহারা কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহাদের) মিথুনীচারিণাং নৃণাং চ (এবং বিবাহিত জীবনে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের) পাকবিপর্য্যাসং (কর্ম্মের বিপরীত ফল) পশ্যেৎ (দেখিতে পাওয়া যায়)।

অনুবাদ—দুঃখনাশ এবং সুখের আশায় মানুষ যাহা কিছু করে এবং বিবাহিত জীবনে সংসার পাতিয়া যে সুখের কল্পনা—তৎসমস্তেরই বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

অনুধ্যান—সংসার অনিত্য—সদা পরিবর্ত্তনশীল। যাহা নিজে ক্ষণস্থায়ী সে কখনো স্থায়ী সুখ দিতে পারে কি? কিন্তু মানুষ তাহা বুঝে না;—মনে করে এই অনিত্য সংসারেই নিত্য সুখ পাওয়া যাইবে। ইহার জন্য কত আয়োজন—কত পরিশ্রম; মনে করে, সুখ বুঝি গাড়ীতে, বাড়ীতে, স্ত্রীতে, পুত্রতে। একে একে প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে যখন সবই যোগাড় হইল, দেখা যায়, ইহার কোনটাই সুখ দিতে পারিতেছে না। ভোগ্য বস্তু ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়াইয়া শুধু মৃগতৃষ্ণিকারই সৃষ্টি

করিতেছে। তবে উপায়? উপায় আছে;—সে সুখের জন্য অনুসন্ধান করিতে হইবে নিজের মধ্যে। সে সুখ নিজের আত্মায়। আত্মানন্দে সুখী হইতে পারিলে,—সেই সুখই জগৎকেও সুখময় করিয়া তোলে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্" গীতা ৯।৩৩।

'এই জগৎ অনিত্য এবং দুঃখময় জানিয়া আমার ভজনে প্রবৃত্ত হও।' এই ভজনই আত্মানুসন্ধান।

নিত্যার্ত্তিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্মমৃত্যুনা।
গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ ॥১৯॥

অন্বয়—নিত্যার্ত্তিদেন (নিত্যদুঃখদায়ী) আত্মমৃত্যুনা (নিজের মৃত্যুস্বরূপ) দুর্ল্লভেন বিত্তেন (কষ্টলব্ধ অর্থের দ্বারা) সাধিতৈঃ চলৈঃ গৃহাপত্যাপ্তপশুভিঃ [চ] (এবং কষ্টলব্ধ অনিত্য সন্তান, স্বজন ও গবাদি পশুদ্বারা) কা প্রীতিঃ (কি সুখ)।

অনুবাদ—মৃত্যুস্বরূপ নিত্য দুঃখদায়ী কষ্টলব্ধ অর্থ এবং অস্থায়ী গৃহ, পুত্র, স্বজন, গবাদি পশু লাভ করিয়াই বা সুখ কোথায়?

অনুধ্যান—ধন দৌলত চাই—সকলেরই চাই; এই চাওয়া মিটে না—কিছুতেই মিটে না। দিনান্তে যাহার আহার জুটিত না,—তাহার আয় লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে!—যাহার জীর্ণ গৃহে, রৌদ্র বৃষ্টির অবাধ খেলা চলিত, সেখানে সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা উঠিয়াছে—রাজ্যের পরিবর্ত্তে সাম্রাজ্য লাভ হইয়াছে,—তাহাতেই আশা মিটিয়াছে কি? শুধু মিটে নাই, তাহা নহে,—দিন দিন তাহা প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখার ন্যায় দাউ দাউ করিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে আশা মিটাইবার দুরাশায়—কত দুষ্কর্ম্মই না করিতেছে। অর্থের এই মোহ মানুষকে পশুতে পরিণত করে, ইহার সাক্ষ্য অতীত ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমানেও ইহার কত দৃষ্টান্ত অহরহ চোখে

পড়িতেছে। ইহারই জন্য কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, ইহারই জন্য রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস। এমনি অর্থের যাদুকরী মায়া, এই মায়ায় মোহিত হইয়া পিতা —পিতৃত্ব, পত্নী—পত্নীত্ব, ভ্রাতা,—ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া যায়; তাহারই জন্য এক মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'বেশ্যাসক্তির' অপেক্ষাও 'অর্থাসক্তি' আত্মার পক্ষে অধিকতর অকল্যাণকর। অন্য এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াছেন, এক বোতল মদ খাইলে মানুষের যে নেশা হয়—যাহার হাতে একশত টাকা জমা হইয়াছে তাহারও তদ্রূপ নেশায় ধরিয়াছে, জানিবে।

মহাভারতে আছে, অর্থ ময়লাস্বরূপ—ময়লা হাতে লাগা মাত্রই যেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয় অর্থ হাতে আসিলেও তাহাই হয়। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন—

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥"

অর্থ :—'অর্থকে নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেননা পুত্র হইতেও ধনবানদিগের ভীতি সঞ্চার হইতে দেখা যায়। এই নীতি সর্ব্বত্রই কথিত হইয়া থাকে।'

সর্ব্বত্রই এই অর্থের নিন্দা করা হইয়াছে,—এখানেও ঋষি ইহাকে মৃত্যুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাহার পর আছে—স্ত্রী পুত্রের প্রতি মোহ—এই মোহ সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ, শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই সৃষ্টি করিয়া থাকে। অতএব এই অনিত্য সংসারে সুখ কোথায়?

এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।
সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথা মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ ॥২০॥

অন্বয়—এবং (এইরূপ) পরং লোকং (স্বর্গাদি উচ্চলোক) কর্ম্মনির্ম্মিতম্ (কর্ম্মলব্ধ, সৎকর্ম্মের ফলেই লাভ হইয়া থাকে) [অতঃ] (অতএব) নশ্বরং বিদ্যাৎ

(বিনশ্বর, অস্থায়ী বলিয়া জানিবে) যথা (যে প্রকার) মণ্ডলবর্ত্তিনাম্ (এক শ্রেণীভুক্ত লোকদিগের [বন্ধুত্বং] (বন্ধুত্ব—মিলন) সতুল্যাতিশয়ধ্বংসং (পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হইয়া থাকে) ।

অনুবাদ—সমশ্রেণীভুক্ত মানবের বন্ধুত্ব বা মিলন যেমন পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস হয়, সৎকর্ম্মলব্ধ স্বর্গাদি উচ্চলোকে বাসও এইরূপ ধ্বংসশীল অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী ।

অনুধ্যান—কোন কর্ম্মই ছেদহীন হইতে পারে না। বিচ্ছেদ-বিরতি কর্ম্মে আছেই। অতএব কর্ম্মফলে যে সুখ শান্তি লাভ হয় তাহা নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারে না। স্বর্গাদি উচ্চলোকের সুখসম্ভোগ সৎ কর্ম্মের ফলেই লাভ হইয়া থাকে ; এই কর্ম্মও অনন্ত না হইয়া সান্ত হওয়ায় তাহার ফল—স্বর্গাদি লাভ—ক্ষণস্থায়ী। গীতায় আছে—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ।
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি ॥ ৯।২১

'তাঁহারা সকলে সুবিস্তৃত স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দেহ ধারণ করেন।' একটা উপমার সাহায্যে শ্লোকে এই ক্ষণস্থায়িত্ব বুঝান হইয়াছে। সমশ্রেণীর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বন্ধুত্ব—মিলন স্থাপিত হয়—সুখের আশাতেই এই মিলন ; কিন্তু দুইদিন যাইতে না যাইতেই দেখা যায় সেই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া দেখা দিয়াছে। মিলন সর্ব্বত্রই এইরূপ বিচ্ছেদে পর্য্যবসিত। কি ইহলোক, কি পরলোক নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নাই। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে আমিত্ব—অহমিকা—বর্ত্তমান ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা চলিবেই, ফলে মিলনে বিচ্ছেদ, বন্ধুত্বে ধ্বংস অনিবার্য্য ; অতএব চিরশান্তি—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ পাইতে হইলে— তাহা কি ইহলোকের, কি পরলোকের সুখসম্ভোগে নহে—অন্যত্র খুঁজিতে হইবে ; উপায় পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব, যদি চিরশান্তি পাইতে ইচ্ছা কর) উত্তমম্ শ্রেয়ঃ জিজ্ঞাসুঃ (মোক্ষ জিজ্ঞাসু হইয়া) শাব্দে পরে চ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতম্ (শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ) উপশমাশ্রয়ং (কামক্রোধলোভহীন) গুরুং প্রপদ্যেত (গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে)।

অনুবাদ—যদি চিরশান্তি পাইতে ইচ্ছা কর, মোক্ষার্থী হইয়া কামক্রোধাদি রিপুর অবশীভূত, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

অনুধ্যান—যথার্থ সুখ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ইহলোক, পরলোক কোথাও নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা একেবারেই নাই, এমন নহে। সে সুখ— সে আনন্দ আছে। তাহার উপায় জানিতে হইলে প্রয়োজন গুরুর। গুরুকৃপায়—গুরুনির্দ্দেশে তাহা পাওয়া যায়। সে গুরু সকলেই হইতে পারেন না। গুরু হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিরই গুরু হওয়া চাই,—তাহা না হইলে শ্রুতির ভাষায়—

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথাঽন্ধাঃ ॥ কঠ ২।৫

অর্থ :—'যে সকল ব্যক্তি মূর্খ অথচ নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ নির্দ্দেশ করিলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহারাও তদ্রূপই বিপথে ঘুরিয়া মরে'—অতএব শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ সর্ব্বত্রই কিরূপ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ আছে। শ্রুতি—"স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" 'সমিৎপাণি হইয়া বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট গমন করিবে' গীতায়ও আছে—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" 'তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণই তোমাকে

উপদেশ দান করিবেন।' অতএব গুরু হইতে হইলে যেমন শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া চাই, তেমন ব্রহ্মজ্ঞও হওয়া চাই—দুইই হওয়া চাই; একটাকে বাদ দিয়া অন্যটা থাকিলেই চলিবে না। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুই শিষ্যকে ভবসাগর উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম। আচার্য্য সুন্দর ভট্টজী বলিয়াছেন—"ভিন্ননাবাশ্রিতঃ স্তব্ধো যথা পারং ন গচ্ছতি। জ্ঞানহীনং গুরুং প্রাপ্য কুতো মোক্ষমবাপ্নুয়াং?" 'সচ্ছিদ্র নৌকা যোগে যেমন নদী পার হওয়া যায় না, আত্মজ্ঞানহীন গুরুর সাহায্যেও কিরূপে মোক্ষলাভ হইবে?' যাঁহারা বলেন—

"যদ্যপি আমার গুরু শুড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

এই সকল বাক্য প্রশংসাপর—অর্থবাদ বাক্য মাত্র। ইহাকে শ্রুতিবাক্যের ন্যায় সিদ্ধান্ত হিসাবে মানিয়া লইলে সর্ব্বনাশ হইবে—আর হইয়াছেও তাহাই। গুরুর ছেলে অনুপযুক্ততাসত্ত্বেও গুরু সাজিয়া শিষ্য করিতেছেন; নিজে জ্ঞানহীন, অন্যকে জ্ঞানদানের অভিনয় করিতেছেন; ফলে দীক্ষা ফলহীন হওয়ায় ক্রমশঃ দীক্ষা সম্বন্ধে এবং গুরুর উপর অশ্রদ্ধা জাগিতেছে। যিনি জ্ঞানহীন তিনি অন্যকে জ্ঞান দান করিবেন, যিনি নিজে ভবসাগর উত্তীর্ণ হন নাই, হইতে পারেন নাই,—তিনি অন্যকে ভবসাগর পার করিবেন, ইহা একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নয় কি? নিত্য যিনি সংসারের সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত তিনি যদি অন্যকে এই সকলের হাত হইতে পরিত্রাণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করেন—তাহা বিশ্বাসযোগ্য হয় কি? তাই শ্রুতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন—

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্
হ্যতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ॥ কঠ ২।৮

অর্থ ঃ—"আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির উপদেশে—আত্মদর্শন হয় না। কারণ শাস্ত্রে নানাভাবে এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহার যথার্থ তত্ত্ব একমাত্র আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই অবগত আছেন। কাজেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশেই আত্মদর্শন সম্ভব। অন্যের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অর্থাৎ আত্মজ্ঞ আচার্য্য দ্বারা উপদিষ্ট না হইলে তাঁহাকে জানা যায় না, এই আত্মতত্ত্ব অতিশয় সূক্ষ্ম—তর্ক বা বিচারের সাহায্যে তাহা লাভ হয় না।"

মানুষের জীবনে এমন সময় আসে যখন সে সংসারের সকল কিছুতেই আশাহত হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনের পথপ্রদর্শক গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর বাস্তবিকই সে সময় তাহার জীবনে শুভক্ষণ; কিন্তু গুরু-করণে একথাও যেন মনে থাকে, গুরু হওয়ার উপযুক্ত সকলেই নহে—'গুরু' যথার্থ 'গুরুকেই' করিতে হইবে। উপযুক্ত কর্ণধারই তরঙ্গায়িত নদীতে তরীকে গন্তব্যস্থলে পৌছাইতে পারে—সেইরূপ সদ্গুরুই শিষ্যকে ভবসাগর পার করিতে পারেন।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥২২॥

অন্বয়—গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ (গুরুকে নিজ আত্মা এবং ভগবানের স্বরূপ জানিয়া) অমায়য়া অনুবৃত্ত্যা (নিষ্কাম সেবাদ্বারা) তত্র (গুরুর নিকট) ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেৎ (ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে) যৈঃ (যাহাতে) আত্মা আত্মদঃ হরিঃ তুষ্যেৎ (সর্ব্বাত্মা, মোক্ষদাতা হরি তুষ্ট হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—গুরুকে নিজের আত্মা ও ভগবানের স্বরূপ জানিয়া তাঁহার নিকট ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে; তাহাতে সর্ব্বাত্মা ভগবান প্রীত হইয়া, ভাগবত ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকে আত্মজ্ঞান—মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—গুরু চাই,—"শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং" 'গুরু' চাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গুরুকে নিজ আত্মা এবং ভগবানেরই স্বরূপ জানিয়া

নিষ্কামভাবে তাঁহার সেবা করিতে হইবে। সেবায় প্রীত হইয়া গুরু তোমাকে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। এই ভাগবত ধর্ম্ম পালন করিলে সর্ব্বাত্মা ভগবান সাধককে আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। দেহাভিমানে—"আমি" "তুমি"রূপ যে পার্থক্যজ্ঞান তাহা মুছিয়া দিয়া ভগবানে—তথা সর্ব্বত্র একাত্ম-বোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই—ভবরোগের পরম ভেষজ—সকল আনন্দের একমাত্র আস্পদ।

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্ ॥২৩॥

অন্বয়—আদৌ (প্রথমে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ব বিষয়ে) মনসঃ অসঙ্গম্ (মনের অনাসক্তি) সাধুষু সঙ্গং চ (এবং সাধুগণের প্রতি আসক্তি) সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীর প্রতি) যথোচিতম্ (যথাযথ) অদ্ধা (অকৃত্রিম্) দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ং চ (দয়া, মিত্রতা এবং বিনয়) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে)

অনুবাদ—প্রথমে গুরুর নিকট সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি, সাধু সজ্জনের প্রতি আসক্তি, সমস্ত প্রাণীর প্রতি যথানুরূপ অকৃত্রিম দয়া, মিত্রতা এবং বিনয় শিক্ষা করিবে। (দীনের প্রতি দয়া, সমান জনে মিত্রতা, এবং শ্রেষ্ঠজনের প্রতি বিনয় শিক্ষা করিবে।)

অনুধ্যান—সাধনের প্রথমে চাই বৈরাগ্য—সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি। একদিকে যেমন বিষয়ে অনাসক্তি অন্যদিকে আবার সাধু সজ্জনের প্রতি আসক্তির প্রয়োজন। এই আসক্তি চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন দীন জনে দয়া, সমান জনে বন্ধুত্ব এবং শ্রেষ্ঠ জনের প্রতি বিনয় ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—[ততঃ] (তাহার পর) শৌচঃ (শুদ্ধি) তপঃ (তপস্যা) তিতিক্ষাং চ (তিতিক্ষা—সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি শান্তভাবে সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে) স্বাধ্যায়ম্ (প্রতিদিন ঋষিগ্রন্থ পাঠ এবং প্রণবাদি মন্ত্র জপ) আর্জ্জবম্ (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসাং (অহিংসা) দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ (সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে) সমত্বং চ শিক্ষেৎ (সমভাব শিক্ষা করিবে)।

অনুবাদ—তাহার পর, শৌচ, তপস্যা, তিতিক্ষা, ঋষিগ্রন্থ পাঠ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীত-উষ্ণাদি সুখে দুঃখে সমভাব শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—শৌচ দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি দ্বারা মার্জ্জন এবং পবিত্র আহার গ্রহণের দ্বারা বাহ্য শৌচ সাধিত হয়। চিত্তের ময়লা দূর করাকে আভ্যন্তরিক শৌচ বলে। ক্ষুৎ, পিপাসা, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি সহ্য করিয়া ভগবৎ-আরাধনাকে তপস্যা বলে। নিয়মিতভাবে ঋষিগ্রন্থ পাঠ ও প্রণব জপকে স্বাধ্যায় বলে। মৌন দুই প্রকার, 'কাষ্ঠ মৌন' এবং 'আকার মৌন' ; ইঙ্গিত দ্বারাও মনের ভাব প্রকাশ না করাকে 'কাষ্ঠ মৌন' এবং কেবলমাত্র কথা না বলাকে 'আকার মৌন' বলে। অপ্রতিকারপূর্ব্বক সকলপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। গুপ্ত ইন্দ্রিয় উপস্থের সংযমকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকারে প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহ ভাব পরিত্যাগকে অহিংসা বলে।

সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥ ২৫ ॥

য়—[ততঃ] (তাহার পর) সর্ব্বত্র (সর্ব্বস্থানে) আত্মেশ্বরান্বীক্ষাং (আত্মদর্শন ও ভগবদ্দর্শন) কৈবল্যম্ (নির্জ্জন বাস) অনিকেততাং (নিজের বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান না রাখা) বিবিক্তচীরবসনং (পবিত্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান) সন্তোষং যেন কেনচিৎ (যথালাভে সন্তোষ) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে।)

অনুবাদ—তাহার পর সর্ব্বত্র আত্মদর্শন ও ভগদ্দর্শন, নির্জ্জন বাস, নিজের বলিয়া কোন গৃহ না রাখা, পবিত্র বস্ত্রখণ্ড পরিধান এবং যথালাভে সন্তোষ শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—শ্রেষ্ঠতম সুখ—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে চাও? তবে এই বিনশ্বর জগতের ক্ষণিক সুখভোগের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। বসনে ভূষণে বিলাসিতা, আমার বাড়ী আমার ঘর বলিয়া অভিমান—কিছুই রাখিলে চলিবে না। যাহা কিছু আপন-বুদ্ধি জাগ্রত করিয়া অন্যের সহিত ভেদবুদ্ধি স্থাপন করে, সে সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আর যদি আপন-বুদ্ধি করিতে চাও, তবে সর্ব্বত্র ভগবৎ-অস্তিত্ব অনুভব করিয়া তাহাতে আত্মবুদ্ধি স্থাপন কর।

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।
মনোবাক্‌কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি ॥২৬॥

অন্বয়—ভাগবতে শাস্ত্রে শ্রদ্ধাং (ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা) অন্যত্র অপি হি অনিন্দাং চ (এবং অন্য শাস্ত্রেরও নিন্দা না করা) মনোবাক্‌কায়দণ্ডং চ (মনোদণ্ড, বাক-দণ্ড এবং কায়দণ্ড) সত্যং (সত্যপালন) শমদমৌ অপি (এবং শম ও দম) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে)।

অনুবাদ—ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, অন্য শাস্ত্রের নিন্দা না করা, সত্য পালন, কায়, মন ও বাক্যের ত্রিবিধ দণ্ড এবং শম ও দম শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—স্থূল দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে মতবিরোধ দৃষ্ট হইলেও ভগবৎপ্রতিপাদনই সকল শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া আরেকটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, তদুপযোগী করিয়া শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কাজেই এই পার্থক্য শুধু আপাতদৃষ্ট—আসলে নহে। অতএব ভগবৎপ্রতিপাদক সকল শাস্ত্রের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাহা ছাড়া অন্য যে

সকল শাস্ত্র আছে, যেমন—ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি —যদিও ইহারা ভগবৎপ্রতিপাদক নহে, তবুও এ সকলের নিন্দা অনুচিত। বাক্য এবং মন এক হইলে তাহাকে সত্য বলে। যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শ্রবণ করা হইয়াছে, বাক্য যদি তাহাদের সহিত একতানতা রক্ষা করিয়া বলা হয়, তবেই তাহাকে 'সত্য' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

আসনাদি-অভ্যাসের দ্বারা শরীরের স্থিরতা সম্পাদনকে কায়দণ্ড বলে। বাক্যসংযম—মৌনাবলম্বন দ্বারা বাক্‌দণ্ড সাধিত হয়। প্রাণায়ামাদির সাহায্যে মনের চাঞ্চল্য দূর করাকে—মনোদণ্ড বলে। অন্তঃকরণের সংযমকে শম এবং বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযমকে দম বলে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্॥ ২৭॥

অন্বয়—অদ্ভুতকর্ম্মণঃ হরেঃ (অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীহরির) জন্মকর্ম্মগুণানাং (জন্মকর্ম্ম ও গুণসমূহের) শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং (শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান) তদর্থে অখিলচেষ্টিতং চ (এবং ভগবৎ-উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে)।

অনুবাদ—অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণসমূহের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে সকল প্রকার কর্ম্ম সম্পাদন শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—অসীম তিনি সসীম হন। অবতাররূপ তাঁহার সসীম রূপের শ্রেষ্ঠরূপ। জগৎকল্যাণের জন্য তাঁহার এই অবতার গ্রহণ। ইহাতে সাধারণের ন্যায় কর্ম্মফলে সুখ দুঃখের ভোগ তাঁহার হয় না। কর্ম্মসংস্কারমুক্ত তাঁহার এই মূর্ত্তি—সিদ্ধ মূর্ত্তি। সসীম মানব ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসীম অনন্ত—ভূমায় পৌছিতে পারে। তাঁহার জন্ম-কর্ম্মের অত্যদ্ভুত লীলাকাহিনী শ্রবণ, অন্যের নিকট কীর্ত্তন, তাঁহার সিদ্ধ মূর্ত্তির ধ্যান, এবং সকল কর্ম্ম, এমন কি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম কার্য্যটী পর্য্যন্ত তদুদ্দেশ্যে অর্পণ শিক্ষা করিতে হইবে।

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥ ২৮॥

অন্বয়—ইষ্টং (যজ্ঞ) দত্তং (দান) তপঃ (তপস্যা) জপ্তং (জপ) বৃত্তং (সদাচার) দারান্, গৃহান্, সুতান্ প্রাণান্ (স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণ) যৎ চ আত্মনঃ প্রিয়ং (এবং যাহা কিছু নিজের প্রিয় বস্তু) পরস্মৈ নিবেদনম্ (ভগবান পরমেশ্বরকে নিবেদন) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে)।

অনুবাদ—(তাহার পর) যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার এবং প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও প্রাণ সমস্তই ভগবান পরমেশ্বরে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যে ভগবৎকর্ত্তৃত্ব স্থাপন এবং অহং কর্ত্তৃত্বের বিলোপ সাধন করিতে হইবে। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বৃত্ত যাহা কিছু একান্ত আপনার বলিয়া মনে হয়—প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বোধ করি, তৎসমস্তই আমার নহে, তাঁহার—তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া, তাঁহারই বস্তু মনে করিয়া, তাহাদের প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহাও ভগবৎসেবা মনে করিয়া করিতে হইবে।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥২৯॥

অন্বয়—এবং (এইরূপে) কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু (শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের আত্মা ও আশ্রয় তাদৃশ মনুষ্যগণের প্রতি) সৌহৃদম্ (বন্ধুত্ব) সাধুষু নৃষু মহৎসু চ (সাধু এবং মহাপুরুষগণের) উভয়ত্র চ (এবং স্থাবর জঙ্গম—উভয়ের) পরিচর্য্যাং (সেবা) [শিক্ষেৎ] (শিক্ষা করিবে)।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের আত্মা এবং আশ্রয়, সেই সকল মনুষ্যগণের সহিত বন্ধুত্ব এবং স্থাবর জঙ্গম ও সাধু মহাপুরুষগণের সেবা যত্ন শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—বন্ধু চাই—জীবনে বন্ধুর প্রয়োজন আছে। তাই বলিয়া যাহাকে তাহাকে বন্ধু করা চলিবে না। যিনি তোমার সুখে দুঃখে, ব্যথায় বেদনায় সমভাগী, যিনি তোমাকে তোমার জীবনের সার্থকতায়—আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রায় সাহায্য করিতে পারিবেন, তিনিই তোমার প্রকৃত বন্ধু; অতএব শ্রীকৃষ্ণার্পিতজীবন—ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তির সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাইতে হইবে। সেবা কর সাধু মহাপুরুষের—শুধু তাহাই কেন, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত তাঁহারই রূপ এই বোধে সমস্তেরই সেবা কর। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন :—

"নগর ফের মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মাকে।"

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথো রতির্ম্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্ম্মিথ আত্মনঃ ॥৩০॥

অন্বয়—[ততঃ] (তাহার পর) পাবনং ভগবদ্‌যশঃ (ভগবানের পবিত্র গুণ গান) পরস্পরানুকথনং (পরস্পরের আলোচনায়) মিথঃ রতিঃ (পরস্পরে অনুরাগ) মিথঃ তুষ্টিঃ (পরস্পরে মধ্যে সন্তোষ) মিথঃ আত্মন নিবৃত্তিঃ (পরস্পরের শোক, মোহ, দুঃখ কষ্টের যাহাতে নিবৃত্তি হয়) [এতানি শিক্ষেৎ] (এই সকল শিক্ষা করিবে)

অনুবাদ—তাহার পর নিজেদের মধ্যে পবিত্র ভগবদ্ গুণানুকীর্ত্তন, পরস্পরে অনুরাগ, পরস্পরে সন্তোষ এবং পরস্পরের শোক, মোহ, দুঃখ কষ্টের যাহাতে নিবৃত্তি হয়, তাহা শিক্ষা করিবে।

অনুধ্যান—বন্ধুজনের সঙ্গে মিলনের প্রযোজন আছে। সে প্রয়োজন, বন্ধুর সঙ্গে ভগবদ্ নামানুকীর্ত্তন—সে প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে অনুরাগ, আনন্দ সৃষ্টি, সে প্রয়োজন পরস্পরের শোক, মোহ, দুঃখ, কষ্ট পরস্পরের প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসায় দূরীকরণ।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাংতনুম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—ভক্ত্যা (ভক্তির সহিত) অঘৌঘহরং হরিং (পাপনাশক হরির কথা) স্মরন্তঃ (নিজে স্মরণ করিয়া) মিথঃ স্মারয়ন্তঃ চ (এবং পরস্পরকে স্মরণ করাইয়া) সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা (তাহা হইতে উপজাত ভক্তির দ্বারা) উৎপুলকাং তনুং বিভ্রতি (রোমাঞ্চিত এবং আনন্দময়কলেবর হইবে)

অনুবাদ—তখন তাঁহারা ভক্তির সহিত পাপবিনাশন হরির কথা নিজেরা স্মরণ করে, এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়া, প্রেম-ভক্তিতে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সর্ব্বপাপ বিনাশক ভগবানের কথা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত স্মরণে, মননে এবং অন্যকে স্মরণ করাইয়া—ভক্তির গভীরতায় প্রেমভক্তি উপজাত হয়। ভক্তি দুই প্রকার আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—এক সাধন ভক্তি ও অন্য পরাভক্তি। এই সাধন ভক্তিরই গভীর অবস্থা এবং পরাভক্তির পূর্ব্বাবস্থাকে এখানে প্রেমভক্তি নামে অভিহিত করা হইল। এই প্রেমভক্তি বা নির্ম্মল প্রেম-আস্বাদনে ভক্ত পুলকিততনু, রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া অননুভূত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং
পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—[তদা তে] (তখন তাঁহারা) অচ্যুতচিন্তয়া (ভগবান অচ্যুতের চিন্তায়) ক্বচিৎ রুদন্তি (কখনো রোদন করেন) ক্বচিৎ হসন্তি (কখনো হাস্য করেন) ক্বচিৎ নন্দন্তি (কখনো আনন্দ প্রকাশ করেন) ক্বচিৎ অলৌকিকাঃ বদন্তি (কখনো অলৌকিক বাক্য বলেন) ক্বচিৎ নৃত্যন্তি (কখনো নৃত্য করেন) ক্বচিৎ গায়ন্তি (কখনো গান করেন) ক্বচিৎ অজম্ অনুশীলয়ন্তি (কখনো হরির লীলাভিনয় করেন)। [এবং] (এইরূপ করিতে করিতে) পরম্ এত্য (পরমপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া) নির্বৃতাঃ [সন্তঃ] (আনন্দিত হইয়া) তূষ্ণীং ভবন্তি (মৌন হন, শান্ত-সমাহিত হয়েন)।

অনুবাদ—তখন তাঁহারা ভগবান অচ্যুতের চিন্তা করিতে করিতে কখনো রোদন, কখনো হাস্য, কখনো নৃত্য, কখনো গান, কখনো আনন্দ, কখনো অলৌকিক বাক্য উচ্চারণ—আবার কখনো বা শ্রীহরির লীলাভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে পরমপুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতচিত্তে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সাধনার প্রারম্ভে ভাবের আতিশয্য সাধক যখন ধারণ করিতে অক্ষম—তখনই এই উদ্বেলিত অবস্থা। কিন্তু ভাব যখন অতলস্পর্শী—সাধক যখন ইষ্ট দর্শনে কৃতকৃতার্থ ভক্ত তখন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় শান্ত—সমাহিত।

ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তদুত্থয়া।
নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি দুস্তরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—নারায়ণপরঃ (ভগবদ্ভক্ত) ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ (এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম পালন করিয়া) তদুত্থয়া ভক্ত্যা (তাহা হইতে জাত পরাভক্তির দ্বারা) দুস্তরাং মায়াং (দুরতিক্রম্য মায়া) অঞ্জঃ তরতি (অনায়াসে অতিক্রম করিয়া থাকেন)

অনুবাদ—ভগবদ্ভক্ত এইরূপে ভাগবতধর্ম্ম অনুশীলন করিতে থাকিলে আপনা হইতে পরাভক্তি উপজাত হয় এবং এই পরাভক্তির সাহায্যে সহজেই দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—একেরই বহুরূপ, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব একেরই যে বহুরূপে প্রকাশ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি তুমি এই পৃথক বোধে, নিজেকেই বহুধা বিভক্ত করিয়া অনন্ত আনন্দ হইতে বিচ্যুত হয়। মায়াই ইহার কারণ; এই মায়ার হাত হইতে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। উপরি-উক্তরূপে ভাগবত ধর্ম্ম অনুশীলনে সাধনার চরম অবস্থায় ভগবৎ-কৃপায় পরাভক্তির উদয় হয়। এই পরাভক্তিই সাধককে মায়াসাগর উত্তীর্ণ করে—সাধক তখন সিদ্ধ হইয়া বহুরূপে যে একেরই অবস্থিতি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন।

শ্রীরাজোবাচ

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (রাজা কহিলেন) যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ (আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্) নারায়ণাভিধানস্য পরমাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ (নারায়ণ নামে অভিহিত পরমাত্মা পরব্রহ্মের) নিষ্ঠাং (স্বরূপ) নঃ (আমাদিগকে) বক্তুম্ অর্হথ (বলুন।)

অনুবাদ—মহারাজ নিমি বলিলেন, আপনারা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্। নারায়ণনামক পরমাত্মা—পরব্রহ্মের স্বরূপ আমাদিগকে বলুন।

অনুধ্যান—শ্রুতি বলিয়াছে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" 'ব্রহ্মকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মই হইয়া যায়।' নবযোগীন্দ্র ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম-রূপতা লাভ করিয়াছেন। পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতে তৎস্বরূপভূত নবযোগীন্দ্রই সক্ষম। তাই মহারাজ নিমি তাঁহাদের নিকট পরমাত্মা পরব্রহ্ম—যিনি নারায়ণ নামে আখ্যাত তাঁহার স্বরূপ জানিতে প্রশ্ন করিলেন। পর-ব্রহ্ম শাস্ত্রে নানা স্থানে, নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়াছেন—কখনো পরমেশ্বর, কখনো ঈশ্বর, কখনো নারায়ণ, কখনো বাসুদেব। যদিও সকল নাম এক পরব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয় তবুও মনে রাখিতে হইবে, পরব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল পৃথক পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব এখানে পরব্রহ্ম যে নারায়ণ নামে উল্লিখিত হইল, তাহা পরব্রহ্মের কোন বিশেষ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

শ্রুতি ব্রহ্মতত্ত্ব ও জগৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া বলিলেন "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ"। (ঐতেরীয়)

অর্থ :—'এই বিশ্ব প্রথমে এক আত্মারূপে অবস্থিত ছিল; অন্য কিছুরই স্ফুরণ ছিল না।' ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকেও এইরূপই বলা হইয়াছে :—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য)

'হে সৌম্য ! এই জগৎ অগ্রে ভেদরহিত একমাত্র সদ্বস্তুরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল।'

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" (বৃহদারণ্যক)

'এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্মস্বরূপ ছিল।'

এই সকল বাক্য বিচার করিলে দেখা যায়—জগৎ ছিল না, তাহা নহে ; জগৎ ছিল,—তবে ব্রহ্মের সহিত একরস হইয়া বর্ত্তমান ছিল। এই অবস্থায় কোন কিছুর প্রকাশ এবং কোনরূপ স্পন্দন ছিল না। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই নিগুর্ণ. নির্ব্বিশেষ বলা হয়। কিন্তু শ্রুতি এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—তাহার পর আবার বলিলেন :—

"স ইক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" (ঐতেরেয়) অর্থ, 'লোকসমূহ সৃষ্টি করিব কি ?' ইহা সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখতা মাত্র। ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি করিতে পারেন এই সামর্থ্যবোধ এই অবস্থায় আছে, কিন্তু তখনো সৃষ্টি কার্য্যে স্থিরসংকল্প হয়েন নাই এবং প্রবৃত্তও হয়েন নাই ; এই অবস্থাই সৃষ্টির বীজাবস্থা। তাহার পরের অবস্থা সৃষ্টিবিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি (ছান্দোগ্য) অর্থ—'সেই সৎ সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক।'
তাহার পর সৃষ্টিবিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়া, সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিলেন—

"স ইমাল্লোঁকানসৃজত।" (ঐতেরেয়), অর্থ—'তিনি লোক সকল সৃষ্টি করিলেন।' প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম একরস—সম্যক নিষ্ক্রিয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় ঈক্ষণশক্তিযুক্ত—যাহাকে সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখাবস্থা বলা যায়। তৃতীয় অবস্থায় সৃষ্টিবিষয়ে স্থিরসংকল্প, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত। চতুর্থাবস্থায় সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা লইয়াই ব্রহ্মপূর্ণস্বভাব। এই সকল অবস্থা ব্রহ্মে নিত্য যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত। অবস্থা সকল এক সময় আছে অন্য সময় নাই, তদ্রূপ নহে। ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করিতে যাইয়াই পর পর বর্ণনা করিতে হইল।

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় অবস্থা যাহাকে সৃষ্টির বীজাবস্থা বলিয়াছি, তাহাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মূল। পরব্রহ্ম যে শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি স্থিতি-লয়-কার্য্য সাধন করেন, তাহাকে ঐশী শক্তি বলে; এই ঐশী-শক্তিযুক্তরূপে তাঁহার নাম ঈশ্বর, পরমেশ্বর। এই ঈশ্বররূপী ব্রহ্মই নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ্ণু, মায়া প্রভৃতি নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইনি সগুন ব্রহ্ম। অতএব শ্লোকোক্ত, নারায়াণনামধেয় যে পরব্রহ্ম তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের আদি কারণ বুঝিতে হইবে। ইনিই সর্ব্বোপরিস্থিত উপাস্য দেবতা। সাধক ইঁহার উপাসনার দ্বারা নির্ম্মল হইয়া নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হন এবং পরব্রহ্মের সহিত একীভূত অবস্থা লাভ করেন। তখন সাধকও যুগপৎ—সগুন, নির্গুণ, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হন।

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥৩৫॥

অন্বয়—শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ—(ঋষি পিপ্পলায়ন কহিলেন) যৎ (যিনি) অস্য (এই বিশ্বের) স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুঃ (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ) [কিন্তু স্বয়ম্] অহেতুঃ (যাঁহার সৃষ্টির আর কেহ কারণ নাই, অর্থাৎ যিনি মূলকারণ বা অনাদি কারণ) [যৎ] স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু বহিঃ চ সৎ (যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থায় এবং তদতীত-রূপে বর্ত্তমান আছেন) দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন) যেন সঞ্জীবিতানি চরন্তি (যাঁহার দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া কার্য্যক্ষম হয়) নরেন্দ্র! (হে রাজন্) [ত্বং] তৎ পরম্ অবেহি (তুমি তাঁহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া অবগত হও।)

অনুবাদ—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের যিনি মূল কারণ এবং যিনি অনাদি কারণ (যাঁহার সৃষ্টিস্থিতি লয় বিষয়ে অন্য কোন কারণ

নাই। যিনি স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি অবস্থায় থাকিয়াও তদতীতরূপে বর্ত্তমান আছেন, যাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, হে নরেন্দ্র! তিনিই পর-ব্রহ্ম—পরমতত্ত্ব।

অনুধ্যান—এই জগৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাত্মক। তন্মধ্যে মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই ২১টী তত্ত্ব-সমন্বিত ব্যষ্টি, ও সমষ্টিভাবে প্রকটিত এই জগৎ। ইহাই জগতের প্রথম প্রকাশিত অবস্থা। ইহাকে 'বিশ্ব' বলে এবং তন্নিষ্ঠ পুরুষকে 'বিরাট' বলা হয়। ইহা জগতের সম্যক্ প্রকাশিত অবস্থা; শাস্ত্রে এই 'বিশ্ব' এবং 'বিরাটকেই,' অর্থাৎ সম্যক প্রকাশিত জগৎ এবং তন্নিষ্ঠ পুরুষকেই জাগ্রত স্থানীয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই ২১ টী তত্ত্বের উৎপত্তিস্থান অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বে রজোগুণ অত্যন্ত প্রবল। কাজেই অহংতত্ত্বনিষ্ঠ পুরুষ সৃষ্টিকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। এই উন্মুখাবস্থা (তখন পর্য্যন্ত জাগ্রত স্থানীয় বিশ্ব প্রকাশিত হয় নাই) —এই অবস্থাকেই 'স্বপ্ন' স্থানীয় বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত করা হইয়াছে। এইরূপ নির্ম্মল 'বুদ্ধিতত্ত্ব' বা 'মহত্তত্ত্বকে' জগতের "সুষুপ্তি" অবস্থা বলা হয়। আমরা পূর্ব্বে যে নারায়ণনামক পরব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ, যিনি নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ উভয়ই, তিনি উপরি-উল্লিখিত তিন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও তদতীতরূপে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ কর্ম্ম করিতেছে; সকল কারণের আদি কারণ ইনিই পরব্রহ্ম—পরমতত্ত্ব।

নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ
যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূলমর্থোক্তমাহ
যদৃতে ন নিষেধ সিদ্ধিঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—যথা অনলম্ (যেমন অগ্নিকে) স্বাঃ অর্চ্চিষঃ (তাহার স্ফুলিঙ্গ সকল) [ন প্রকাশয়ন্তি] (প্রকাশ করিতে পারে না) [তথা] এতৎ (এই পরব্রহ্মকে) মনঃ ন বিশতি (মন বিষয় করিতে পারে না,—অর্থাৎ জানিতে পারে না) প্রাণেন্দ্রিয়াণি (প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ) বাক্ (বাক্য) চক্ষুঃ (চক্ষু) উত আত্মা চ (এবং বুদ্ধিও) [ন বিশতি] (জানিতে পারে না) শব্দ অপি (বেদও) বোধকনিষেধতয়া (ভাষার সাহায্যে সম্যক প্রকাশ করিতে না পারিয়া) আত্মমূলম্ (নিজের মূল কারণ পরব্রহ্মকে) অর্থোক্তম্ আহ (নেতি নেতিরূপে—দৃশ্যমান যাহা কিছু শুধু তাহাই নহে—তদতীতরূপেও আছেন—এইমাত্র বলিলেন) যৎ ঋতে (যাহা ব্যতীত—সেই পরব্রহ্ম ব্যতীত) ন নিষেধ-সিদ্ধিঃ (এই ' নেতি" "নেতি" বাক্যের শেষ হয় না অর্থাৎ কোন কিছুতেই তিনি পর্যাপ্ত নহেন, এইরূপ বলিতে বলিতে তদতীত পরব্রহ্মেই এই "নেতি"বাচক বাক্যের পরি-সমাপ্তি হয়।)

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তাহার নিজের অংশ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না, পরব্রহ্মকেও সেইরূপ মন, চক্ষু, বাক্য, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং বুদ্ধি জানিতে পারে না। বেদও স্ব-কারণ পরব্রহ্মকে ভাষার সাহায্যে সম্যক প্রকাশ করিতে না পারিয়া "নেতি" "নেতি" রূপেই—দৃশ্যমান্ যাহা কিছু তাহাতেই তিনি পর্য্যাপ্ত নহেন, তদতীতরূপেও বর্ত্তমান আছেন, এইভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। পরব্রহ্ম ব্যতীত এই "নেতি বাক্যের" ইতি বা শেষ কোথাও হয় না।

অনুধ্যান—পরব্রহ্ম সর্ব্বাধার, সর্ব্বশক্তিমান্। তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার কার্য্য করিতেছে। যদিও এই সকল তাঁহারই স্বরূপভূত অভিন্ন অংশ, তথাপি ইহাদের সমষ্টি কিংবা ব্যষ্টি শক্তিতে পরব্রহ্মের পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, এইরূপ নহে। যাহা কিছু দৃশ্যমান পদার্থ তৎসমস্তেই ব্রহ্ম আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ এই সকলেই পর্য্যাপ্ত নহে। তিনি যে তদতীতরূপেও বর্ত্তমান আছেন, তাহা বুঝাইবার জন্যই জাগতিক বস্তু-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া শুধু এতন্মাত্রেই তিনি অবস্থিত নহেন, এই নিষেধ

বাক্যের সাহায্যে বেদ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই যে নিষেধ "নেতি" "নেতি" বাক্য তাহারও পরিসমাপ্তি পরব্রহ্মেই। কারণ সর্ব্ব কারণের কারণ পরব্রহ্মেই সকল "নেতির" "ইতি" হইয়া থাকে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ সূত্রং মহানমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥৩৭॥

অন্বয়—আদৌ (প্রথমে—সৃষ্টির পূর্ব্বে) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ত্রিবৃৎ একম্ (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরূপে এক) [ততঃ] (তাহার পর) সূত্রং (সূত্রাত্মা) [ততঃ] মহান্ ইতি (তাহার পর মহত্তত্ত্ব) [তদনন্তরম্] অহম্ (তাহার পর অহঙ্কারতত্ত্ব) যৎ চ (এবং যাহাকে) জীবং (জীব) প্রবদন্তি (বলে) [ততঃ] (তৎপরে) জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়া (ইন্দ্রিয়সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূতের ফলস্বরূপ সুখদুঃখাদি রূপে) সৎ অসৎ চ (এবং স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু) তয়োঃ (সেই স্থূল সূক্ষ্মের) যৎ পরং (যাহা অতীত) [তৎ] (তাহা) উরুশক্তি (সর্ব্বশক্তিমান্) একং ব্রহ্ম এব ভাতি (একমাত্র ব্রহ্মই আছেন।)

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি—তাহার পর সূত্রাত্মা এবং মহত্তত্ত্বের প্রকাশ। মহত্তত্ত্ব হইতে অহং তত্ত্ব—তাহাই জীব নামে অভিহিত। তৎপর ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা, ইন্দ্রিয়-সমূহ, পৃথিব্যাদি পঞ্চ মহাভূত এবং জীবের কর্ম্মফলরূপ সুখদুঃখ সৃষ্ট হইল। এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু তৎসমস্তই এবং তদতীতরূপেও যিনি বর্ত্তমান, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান সৎস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম।

অনুধ্যান—সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। ইহারই নাম প্রকৃতি। এই অবস্থায় সমস্তই অপ্রকাশ থাকে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—সৃষ্টি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উপজাত হয় অর্থাৎ এ অবস্থায় গুণের বৈষম্য উপস্থিত

হইয়া সৃষ্টিবিষয়ে স্পন্দন দেখা দেয়। এই অবস্থাকেই সূত্রাত্মা বলা হয়। তৎপর মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব—তাহাকে জীব বলা হয়। ক্রমশঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র স্থূল, সূক্ষ্ম, সমস্ত সৃষ্ট হয়। এই যে সৃষ্টি তাহার নিমিত্ত উপাদান উভয় কারণই পরব্রহ্ম। যিনি এইরূপে নিজেকে স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বরূপে প্রকাশ করিয়াও তদতীতরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম।

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে
সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন
বিকল্পিতং সৎ ॥৩৮॥

অন্বয়—আত্মা ন জজান্ (আত্মা জন্ম গ্রহণ করে না) ন মরিষ্যতি (মরে না) ন এধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না) ন ক্ষীয়তে (ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না) অসৌ হি (এই আত্মাই) ব্যভিচারিণাং সবনবিৎ (পরিবর্ত্তনের দ্রষ্ট্স্বরূপ,—দেহের জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি অথবা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের সাক্ষিস্বরূপ।) সর্ব্বত্র শশ্বৎ অনপায়ী (সর্ব্বত্র নিত্য অবিকারী) উপলব্ধি-মাত্রং (জ্ঞানস্বরূপ, চিৎস্বরূপ) যথা প্রাণঃ (যেমন মুখ্য প্রাণ) ইন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ (ইন্দ্রিয় শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে) [সঃ অপি তদ্রূপঃ] (আত্মাও তদ্রূপ এক থাকিয়া বহুরূপে প্রতীয়মান হয়)।

অনুবাদ—আত্মার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি কিছুই নাই। এই আত্মাই স্বদেহের—বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের দ্রষ্ট্স্বরূপ। যেমন মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় শক্তির প্রেরণাধীন হইয়া, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করিয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ একই আত্মা সকল রকম পরিবর্ত্তনের মধ্যেও নিত্য অবিকারী জ্ঞানস্বরূপ—চিন্মাত্র।

অনুধ্যান—প্রতি দেহে যে আত্মা, তাহার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি কিছুই নাই। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই, রামবাবু জন্মিয়াছেন,

ক্রমশঃ বড় হইতেছেন, বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কিন্তু আসলে এই পরিবর্ত্তন রামবাবুর পাঞ্চভৌতিক দেহের, দেহস্থিত যে আত্মা তাহার নহে। একই প্রাণবায়ু যেমন ইন্দ্রিয়সহযোগে বিবিধ নাম ধারণ করিয়া বিবিধরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সেই মুখ্য প্রাণ একই থাকে, তদ্রূপ এই আত্মা প্রতিদেহে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধির মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া চিন্মাত্ররূপে সর্ব্বত্র দ্রষ্টারূপে অবস্থিত থাকেন।

অণ্ডেষু পেশিষু, তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণো হি জীবমুপ-
ধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে
তদনুস্মৃতির্নঃ ॥৩৯॥

অন্বয়—অণ্ডেষু (অণ্ডজ) পেশিষু (জরায়ুজ) তরুষু (উদ্ভিজ্জ) অবিনিশ্চিতেষু (স্বেদজ) জীবম্ (জীবকে) প্রাণঃ (প্রাণ) কূটস্থ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) তত্র তত্র (সেই সেই জীব দেহে) উপধাবতি (অনুসরণ করে) তথা (তদ্রূপ) নিদ্রায়াম্ (নিদ্রাকালে) ইন্দ্রিয়গণে সন্নে (ইন্দ্রিয়গণ লীন হইলে,—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্য করিতে বিরত হইলে) অহমি চ প্রসুপ্তে (এবং অহংবৃত্তিও লীন হইলে) আশয়ম্ ঋতে (ইন্দ্রিয় এবং অহংবৃত্তি ব্যতিরেকেও) [যদনুস্মৃতি ভবতি] (যাঁহার দর্শন হয়, যাঁহার অর্থাৎ আত্মার দর্শন হয়) [জাগরণে চ] (এবং জগরণে) নঃ (আমাদের) [যদনুস্মৃতিঃ ভবতি] (যে সকল দর্শনের স্মরণ হয়) তদনুস্মৃতিঃ (তাঁহারই—জীবাত্মারই দর্শনের স্মৃতি)

অনুবাদ—অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ দেহস্থিত জীবকে সেই সেই দেহে প্রাণ, অনাসক্তভাবে অনুসরণ করে। ঠিক তদ্রূপ গভীর নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ এবং অহংবৃত্তি নিজ নিজ কার্য্যে বিরত হইলেও জীবাত্মা এ সকলের সাহায্য ব্যতিরেকেও যে দর্শন করেন এবং জাগ্রত কালে আমাদের যে সকল দর্শনের স্মরণ হয়, তাহাও জীবাত্মার পূর্ব্ব দর্শনেরই স্মৃতি।

অনুধ্যান—এক জীবাত্মা যে দেহ ভেদেও একই থাকে, সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও যে তাহার দর্শন সম্ভব হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখান হইতেছে। সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইলে মনে হয় "বেশ আনন্দেই ছিলাম", এই যে স্মৃতি, এই স্মৃতি কার? সে সময় তো সকল ইন্দ্রিয়ই কার্য্যবিরত থাকে, তথাপি "বেশ আনন্দেই ছিলাম" অনুভবের কর্ত্তা কে এবং কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বা এই আনন্দের অনুভব? শ্রুতি বলিয়াছেন—সুষুপ্তি কালে জীবাত্মা পরমাত্মার সংস্পর্শ লাভ করে, ফলে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া নিজেও আনন্দানুভব করে। এই আনন্দানুভব পরমাত্মার সান্নিধ্যে এবং এই জীবাত্মাই এই অনুভবের কর্ত্তা। জীবাত্মা পরমাত্মায় যে মিলন, তাহাতে অন্য কোন সংযোগসূত্র—করণের দরকার হয় না।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা চেতোমলানি
বিধমেদ্‌গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং সাক্ষাদ্‌যথামলদৃশোঃ
সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৪০॥

অন্বয়—যর্হি (যখন) অব্জনাভচরণৈষণয়া (ভগবানের চরণ লাভের ইচ্ছায়) উরুভক্ত্যা (প্রগাঢ় ভক্তির দ্বারা) গুণকর্ম্মজানি (গুণ এবং কর্ম্ম হইতে জাত) চেতোমলানি (চিত্তমালিন্য) বিধমেৎ (সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে) তদা (তখন) তস্মিন্ (সেই) বিশুদ্ধে [চেতসি] (নির্ম্মল চিত্তে) যথা (যেরূপ) অমলদৃশোঃ (নির্ম্মল চক্ষুতে) সবিতৃপ্রকাশঃ (সূর্য্য প্রকাশিত হয়) [তথা] আত্মতত্ত্বং সাক্ষাৎ (তদ্রূপ আত্মস্বরূপ অনায়াসে) উপলভ্যতে (দর্শন হইবে)

অনুবাদ—ভগবৎ-চরণ লাভের ইচ্ছা হইতেই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। গুণ-কর্ম্মের ফলে যে চিত্তমালিন্য উপজাত হয় ভক্তিই তাহা দূরীভূত করিয়া থাকে। নির্দ্দোষ চক্ষু যেমন সূর্য্য দর্শনের উপায়স্বরূপ, সাক্ষাৎ আত্মদর্শনের জন্যও তেমনি নির্ম্মল চিত্তের প্রয়োজন।

অনুধ্যান—তরঙ্গায়িত জলাশয়ে যেমন চন্দ্রবিম্ব যথাযথ প্রতিবিম্বিত হয় না, মলিন দর্পণে যেমন সুন্দর মুখচ্ছবিও দৃষ্ট হয় না, চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে যেমন সূর্য্য দর্শন করিতে পারে না, কামনা বাসনা-বিক্ষুব্ধ চিত্ত-সমুদ্রেও তেমনি স্ব-স্বরূপ—আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। কামনা বাসনারূপ চিত্তমালিন্য ভগবৎপ্রেমেই দূরীভূত হয়, চিত্তসমুদ্র তখন নির্ব্বাত, নিস্তরঙ্গ—তদবস্থাতেই আত্মদর্শন হইয়া থাকে।

শ্রীরাজোবাচ

কর্ম্মযোগং বদত নঃ পুরুষোঃ যেন সংস্কৃতঃ।
বিধূয়েহাশু কর্ম্মাণি নৈষ্কর্ম্ম্যং বিন্দতে পরম্ ॥৪১॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (রাজা নিমি কহিলেন) [মুনয়ঃ] (হে মুনিগণ) কর্ম্মযোগং নঃ বদত (আমাদিগকে কর্ম্মযোগ বলুন) যেন (যদ্দারা) সংস্কৃতঃ [সন্] (বিশুদ্ধ হইয়া) পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মাণি (সকাম কর্ম্মের ফল, পাপ পুণ্যাদি) বিধূয় (ধৌত করিয়া, পাপপুণ্যাদিমুক্ত হইয়া) ইহ (ইহলোকে) আশু (শীঘ্রই) পরমং (মঙ্গলজনক) নৈষ্কর্ম্ম্যং (ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ অবস্থা) বিন্দতে (লাভ করিতে পারে।)

অনুবাদ—রাজা নিমি বলিলেন, হে মুনিগণ! যে কর্ম্মযোগের ফলে পুরুষ কর্ম্মফল—পাপ পুণ্যাদি হইতে মুক্ত হইয়া ইহলোকে সত্বরই ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ অবস্থা লাভ করিতে পারে সেই কর্ম্মযোগ কি, বলুন।

অনুধ্যান—প্রশ্ন কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে; অতএব "কর্ম্ম" এবং "কর্ম্ম-যোগের" পার্থক্য কি দেখা যাউক। যাহা করা যায় তাহাই কর্ম্ম; এক কথায় কর্ম্মের সংজ্ঞা এইরূপই বটে। কিন্তু সে কর্ম্ম ভাল মন্দ দুই হইতে পারে। অতএব শাস্ত্র বলিয়াছে কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এই কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্ম নহে। কর্ম্মের কর্ত্তা তখন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিয়া ইহলোকে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু কর্ম্মযোগ বলিলে ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং কর্ম্মের প্রতিও আসক্তি ত্যাগ বুঝাইয়া থাকে। অনেক

সময় দেখা যায় ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও কর্ম্মের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম করার নেশায় পাইয়া বসে; অতএব কর্ম্মবন্ধনের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে এই নেশাও ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগের প্রথম ভূমি। এই অবস্থায় চিত্তের রজঃ ও তমোবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া সত্ত্ববৃত্তির উদয় হয়, তাহাতে চিত্তবিক্ষেপ বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইলে, শুদ্ধ চিত্তে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয়। এইরূপ নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিই গুরুর নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভের যোগ্য এবং সমর্থ। উপযুক্ত গুরু তখন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেন। সাধক তদনুযায়ী সাধন করিয়া দেখিতে পান এই জগতে যাহা কিছু হইতেছে তৎসমস্তেরই কর্ত্তা ঈশ্বর, সাধক নিজ শক্তিতে কিছুই করেন না; ভগবৎ-ইচ্ছায় চালিত হইয়াই জগতের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম—ভাল মন্দ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে। সামান্য ধূলিকণা হইতে ঊর্দ্ধস্থিত সৌরজগৎ সর্ব্বত্রই তাঁহারই ইচ্ছার খেলা চলিতেছে—সাধক তখন তাঁহাকেই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অবগত হন অর্থাৎ কর্ম্মে নিজ কর্ত্তৃত্ববিরহিত হইয়া ঈশ্বরকর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেন; ইহাকেই ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ বা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা বলা যায়। কর্ম্মযোগের ইহাই শেষ কথা বা পরাকাষ্ঠা।

এবং প্রশ্নমৃষীন্ পূর্ব্বমপৃচ্ছং পিতুরন্তিকে।
নাব্রুবন্ ব্রহ্মণঃ পুত্রাস্তত্র কারণমুচ্যতাম্ ॥৪২॥

অন্বয়—এবং প্রশ্নং (এইরূপ প্রশ্ন) [অহং] (আমি) পূর্ব্বং (পূর্ব্বে) পিতুঃ অন্তিকে (পিতার সম্মুখে) ঋষিন্ (ঋষিদিগকে) অপৃচ্ছম্ (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম) ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ (ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ) তত্র (এ বিষয়ে) ন অব্রুবন্ (উত্তর দেন নাই) কারণম্ (কারণ) উচ্যতাম্ (বলুন।)

অনুবাদ—পূর্ব্বে একবার এই প্রশ্নই পিতার সম্মুখে ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণকে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা আমার প্রশ্নের কোনই উত্তর দেন নাই; তাহারই বা কারণ কি, বলুন।

অনুধ্যান—নিমিরাজ ইক্ষ্বাকুর পুত্র। কোন সময়ে ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি ঋষিগণ ইক্ষ্বাকুর সভায় উপস্থিত হইলে নিমিরাজ তাঁহাদিগকে এই কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। কিন্তু তাঁহারা নিমির প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। অমীমাংসিত প্রশ্নই আবার জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্ব্বে ঋষিগণ কেন তাঁহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই তাহারও কারণ জানিতে চাহিলেন।

শ্রীআবির্হোত্র উবাচ

কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ॥৪৩॥

অন্বয়—শ্রীআবির্হোত্রঃ উবাচ (আবির্হোত্র বলিলেন) কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম) অকর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বিকর্ম্ম (শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম) ইতি (ইহারা) বেদবাদঃ (বেদ প্রতিপাদিত) ন লৌকিকঃ (লৌকিক নহে) বেদস্য চ ঈশ্বরাত্মত্বাৎ (এবং বেদ ঈশ্বর হইতে জাত বলিয়া, অপৌরুষেয় বলিয়া) তত্র (বেদ বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে) সূরয়ঃ (দেবতাগণও) মুহ্যন্তি (অসমর্থ।)

অনুবাদ—শ্রীআবির্হোত্র বলিলেন, কর্ম্ম, (শাস্ত্রবিহিত সকাম কর্ম্ম) অকর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বিকর্ম্মের (শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের) তত্ত্ব বেদনিহিত কাজেই সাধারণ লোকের বুদ্ধিগম্য নহে। বেদ ঈশ্বরাত্মক (ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, অপৌরুষেয়) হওয়ায় দেবতারাও বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয় করিতে যাইয়া বিমোহিত হন।

অনুধ্যান—ঋষি আবির্হোত্র বলিলেন,—কর্ম্মতত্ত্ব অতীব জটিল। কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম, এ সকল তত্ত্ব বেদনিহিত, সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে, কারণ বেদ স্বয়ং ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, অপৌরুষেয় কাজেই বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয়ে দেবতারাও অসমর্থ; সেজন্যই ঋষিগণ, তোমাকে তখন এই কঠিন তত্ত্ব বলা উচিত মনে করেন নাই। একান্ত বৈরাগ্যবান্, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই তত্ত্বোপদেশ

ধারণ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু তখনও তোমার বুদ্ধি কর্ম্মযোগের তত্ত্ব ধারণে সক্ষম ছিল না বলিয়াই তাঁহারা তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। অধ্যাত্মবিদ্যা দানের প্রথম কথাই হইল অধিকারী নির্ণয়। শ্রুতিতে আছে "বিদ্যয়া সার্দ্ধং ম্রিয়েত ন বিদ্যামূষরে বপেৎ" 'বিদ্যার সহিত ব্রাহ্মণ শ্মশানগামী হইবেন, তথাপি উষর ভূমিতে বিদ্যা বপন করিবেন না' অর্থাৎ অনধিকারীকে তত্ত্ব উপদেশ করিবেন না।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—যথা অগদং (ঔষধ সেবনের ন্যায়, বালককে যেমন মিষ্ট দ্রব্যের লোভ দেখাইয়া ঔষধ খাওয়ান হয়) অয়ং পরোক্ষবাদঃ বেদঃ (ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক এই বেদ) বালানাং অনুশাসনং (অজ্ঞানী ব্যক্তির শিক্ষার জন্য অর্থাৎ কল্যাণের জন্য) কর্ম্মমোক্ষায় (কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভার্থই) কর্ম্মাণি (সকাম কর্ম্মের) বিধত্তে হি (বিধান করিয়াছেন।)

অনুবাদ—বালককে যেমন মিষ্ট দ্রব্যের লোভ দেখাইয়া তিক্ত কষায় ঔষধ খাওয়ান হয় (ফলে তাহার রোগমুক্তি ঘটিয়া থাকে) ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক এই বেদও তেমনি অজ্ঞানী ব্যক্তির যথার্থ শিক্ষা অর্থাৎ কল্যাণের জন্য—কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভার্থই (ইহকালে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং পরকালে, স্বর্গাদি ভোগের লোভ দেখাইয়া) সকাম কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন।

অনুধ্যান—বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই ভাগ। উপনিষদ বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ইহাতে পরমতত্ত্ব—ব্রহ্মতত্ত্বের কথা রহিয়াছে। এই পরমতত্ত্বের অনুভূতিতেই সকল রকম দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণের পক্ষে প্রথমেই ঐরূপ সাধনা সম্ভব নয়; কারণ নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনাতেই তাহার আরম্ভ এবং শেষ, কাজেই সুখান্বেষী জীব কর্ম্মফলনিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে উৎসাহিত হয় না। সেই জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড সর্ব্বপ্রথমে সকাম যজ্ঞাদির দ্বারা ধর্ম্মসাধন

করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার ফলে স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু উহাই ঐ উপদেশের এবং সাধনার চরম কথা নহে। সাধক যখন স্বর্গাদি উচ্চলোক লাভ করিয়া পুণ্যক্ষয়ান্তে ঐ সকল লোক হইতে পতিত হয়, তখন ঐ সকল লোকের ভোগ সুখ যে অনিত্য তাহা বুঝিতে পারিয়া নিত্য—শাশ্বত সুখের জন্য লালায়িত হয়, তখনই গুরুর উপদেশে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া পরমতত্ত্বলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে। বেদে যে স্বর্গাদি লাভের ব্যবস্থা এবং তাহার প্রশংসা রহিয়াছে তাহার মূল কথা সাধারণ লোককে ক্রমশঃ মুক্তি বা মোক্ষের দিকে লইয়া যাওয়া। ইহ ও পরকালের সুখের আশাতেই সাধারণ লোক উৎসাহিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে, তাহা লাভও করে কিন্তু চরমে এই সকলই তাহাকে ব্রহ্মতত্ত্বে পৌছিতে সাহায্য করে। বালক তিক্ত কষায় বিস্বাদ ঔষধ খাইতে অনিচ্ছুক, পিতা মাতা মিষ্ট দ্রব্যের লোভ দেখাইয়া ঔষধ সেবন করাইয়া থাকে, ফলে বালকের রোগ আরোগ্য হয়—বেদের এই যে সকাম কর্ম্মের ব্যবস্থা তাহাও তদ্রূপ—অন্তিমে মুক্তি মোক্ষই তাহার ফলে লাভ হইয়া থাকে।

নাচরেদ্ যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—যঃ তু অজ্ঞঃ অজিতেন্দ্রিয়ঃ (কিন্তু যে জ্ঞানহীন অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) বেদোক্তং (বেদবিহিত কর্ম্ম) স্বয়ং ন আচরেৎ (নিজে আচরণ করে না) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিকর্ম্মণা (শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করিয়া) অধর্ম্মেণ (অধর্ম্মের দ্বারা, পাপের ফলে) মৃত্যোঃ মৃত্যুং হি উপৈতি [পুনঃ] (মৃত্যুর পর পুনঃ মৃত্যু লাভ করে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তনে ঘুরিয়া মরে।)

অনুবাদ—অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ করে, তাহা হইলে এই অধর্ম্মাচরণের ফলে সেই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম আচরণ করিয়া মানুষ ক্রমশঃ মুক্তি-মোক্ষের অধিকারী হয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তি শাস্ত্রের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, স্বেচ্ছাচারী হইয়া যদি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয়।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ৪৬॥

-নিঃসঙ্গ [সন্] (আসক্তি হীন হইয়া, স্বর্গাদি ভোগে নিস্পৃহ হইয়া) ঈশ্বরে অর্পিতং বেদোক্তম্ এব (বেদবিহিত কর্ম্ম ভগবৎ-উদ্দেশ্যে) এব কুর্ব্বাণঃ (সম্পাদন করিয়া) নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে (কর্ম্মে অহং কর্ত্তৃত্ব বিহীন অবস্থা,—অথবা সকল কর্ম্মের কর্ত্তা যে একমাত্র ভগবান এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে) [ততঃ] সিদ্ধিং (তাহার পর মুক্তি লাভ হয়) ফলশ্রুতিঃ রোচনার্থা (কর্ম্মের ফলে যে স্বর্গাদির লাভের কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই।)

অনুবাদ—স্বর্গাদি লাভে নিস্পৃহ ব্যক্তি ভগবৎ-উদ্দেশ্যে শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মে অহংকর্ত্তৃত্ববিহীন অবস্থা (সকল কর্ম্মই যে ভগবৎ-ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে এই জ্ঞান) লাভ করে, তৎপর মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মফলে স্বর্গাদি লাভের কথা,—কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই বলা হয়।

অনুধ্যান—সকাম কর্ম্ম বন্ধনের কারণ কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম মুক্তির উপায়। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে—ভগবৎপ্রীত্যর্থে করিতে পারিলে কামনা বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্তের শুদ্ধি উপজাত হয়। সাধক তখন দেখে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা ভগবান। এতদিন যে সকল কর্ম্মে নিজ কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়াছিল, এখন দেখে একমাত্র

ভগবৎ-ইচ্ছাতেই তিনি তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—ভগবানই যন্ত্রী, তিনি যন্ত্র মাত্র। গীতায়ও আছে :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥১৮।৬১

"হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল প্রাণীকে মায়ার দ্বারা ঘুরাইয়া থাকেন।" অন্যত্রও আছে, "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে" 'অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তিই নিজেকে কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করে।' অতএব সকল কর্ম্মে অহং-কর্ত্তৃত্ব-বিহীন হইয়া ভগবৎকর্ত্তৃত্ববুদ্ধি স্থাপন অর্থাৎ সকল কর্ম্মের মূল কর্ত্তা যে ভগবান এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইহাকেই ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ বা নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা বলা হয়। কর্ম্মযোগের শেষ কথা ইহাই ;—এই জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি—মোক্ষ অচিরেই লাভ হইয়া থাকে। এই শ্লোকে আর একটী কথা আছে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে যে স্বর্গাদি লাভের কথা আছে, তাহা ঐ সকল কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই বলা হইয়া থাকে। তবে কি এই ফলশ্রুতি মিথ্যা ? না, মিথ্যা নয়। ঐ ফলও লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ঐ সকল ভোগসুখের জন্যই বেদ অমৃতের সন্তান মানবকুলকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন নাই। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানব কর্ম্মের ফলে কিছু না পাইলে কর্ম্ম করিতে উৎসাহিত হয় না, তাই সকাম কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি লাভের ব্যবস্থা, ইহাই কর্ম্মের প্রথম সোপান,—কিন্তু সাধক স্বর্গাদি লাভ করিয়া যখন দেখিল, এই ভোগসুখ তো চিরস্থায়ী নহে, তখন তাহার মনে চিরস্থায়ী সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, ইহ পরকালের ভোগৈশ্বর্য্যে বিরাগ উপস্থিত হয় তখন কর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান—নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা, কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে, সকাম বেদবিহিত কর্ম্ম সম্পাদনেই তাহা সম্ভব হয়, পূর্ব্বে

তাহা দেখান হইয়াছে; অতএব বেদ যে কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ সাধককে নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থায় লইয়া গিয়া মুক্তি মোক্ষের অধিকারী করা।

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্॥ ৪৭॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) পরাত্মনঃ (এখানে জীবাত্মার, নিজের) হৃদয়গ্রন্থিং (অহংবৃত্তিরূপ বন্ধন) আশু (সত্বরই) নির্জ্জিহীর্ষুঃ (ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক) [সঃ] (তিনি) বিধিনা তন্ত্রোক্তেন চ (বেদবিধি এবং তন্ত্রবিধি অনুসারে) দেবম্ কেশবম্ (দেবতা কেশবের) উপচরেৎ (পূজা করিবেন)।

অনুবাদ—যিনি নিজের অহংবৃত্তিরূপ বন্ধন অনতিবিলম্বে ছিন্ন করিতে ইচ্ছা করেন তিনি বেদ ও তন্ত্রের বিধান অনুসারে দেবতা কেশবের অর্চ্চনা করিবেন।

অনুধ্যান—পরাত্মা শব্দের অর্থ এখানে জীবাত্মা। পরমাত্মাই জীবদেহে অভিন্ন অংশরূপে জীবাত্মা। এখানে জীবাত্মা শব্দে বদ্ধ জীবকে বুঝাইতেছে। জীব স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া পরমাত্মার অভিন্ন অংশ এই সত্যানুভূতি হারাইয়া নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করিতেছে। স্বরূপ-জ্ঞানের এই যে বিচ্যুতি ইহাই তাহাকে দুঃখভাগী করিয়াছে। অভিমানবৃত্তিই ইহার মূলে—এবং ইহাই বন্ধন। এই "আমিত্বই" আমাদিগকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, ভূমার সহিত এক হইতে দিতেছে না—তাই আমরা বদ্ধ। শাস্ত্রে এই অহংবৃত্তিরূপ বন্ধনকেই হৃদয়গ্রন্থি বলা হয়। ইহা ছিন্ন করিতে পারিলে আমাদের ক্ষুদ্রত্ব ঘুচিয়া যায়—আমরা অসীমের সঙ্গে এক হইয়া অসীম আনন্দের অধিকারী হইতে পারি; তাহাই মুক্তি বা মোক্ষ। যত কিছু সাধন ভজন, যত কিছু শাস্ত্রোপদেশ প্রতিপালন, সমস্তই এই "আমিত্বের" বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য।

যে উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম তাহা বিধিপূর্ব্বক যথাযথরূপে প্রতিপালিত হইলেই উদ্দেশ্যানুযায়ী ফল প্রসব করে। অন্যথায় বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। অতএব যিনি এই 'আমিত্বের' বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদেশে চলিতে হইবে। সে বিধি বেদ এবং তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে ভগবান কেশবের অর্চ্চনাতেই হৃদয়গ্রন্থি অনতিবিলম্বে ছিন্ন হইয়া থাকে।

লব্ধানুগ্রহ আচর্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ৪৮॥

অন্বয়—আচার্য্যাৎ লব্ধানুগ্রহঃ (গুরু কৃপালাভ করিয়া অর্থাৎ দীক্ষিত হইয়া) তেন সন্দর্শিতাগমঃ (তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অর্থাৎ গুরুর নিকট হইতে পূজার্চ্চনার বিধি বিধান জানিয়া লইয়া,). আত্মনঃ অভিমতয়া মূর্ত্ত্যা (নিজের পছন্দমত মূর্ত্তিতে) মহাপুরুষম্ (ভগবানকে) অভ্যর্চ্চেৎ (পূজা করিবে।)

অনুবাদ—গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া গুরু-উপদিষ্ট বিধি বিধানে নিজের মনোমত মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের পূজা করিবে।

অনুধ্যান—দীক্ষা না হইলে দেহশুদ্ধি হয় না; দীক্ষা না হইলে পূজা অর্চ্চনা, সাধন ভজনের যথাযোগ্য অধিকারী হওয়া যায় না। ব্রহ্মবিদ্ শক্তিসম্পন্ন গুরু দীক্ষার দ্বারা শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, তাহারই ফলে শিষ্যের অন্তর্নিহিত সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি জাগরিত হয়। অতএব ভগবৎ-লাভার্থীর সর্ব্বপ্রথমেই প্রয়োজন সৎগুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ; এইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিই গুরুর নিকট হইতে ভগবৎপূজার বিধি বিধান জানিয়া লইয়া তদনুসারে ভগবানের পূজায় প্রবৃত্ত হইবে ইহাই শাস্ত্রের বিধান। শাস্ত্রবিধান, গুরু-উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া আপন খেয়াল মতন পূজা অর্চ্চনা হইতে পারে না। গীতায় ও আছে :—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥১৬।২৩

'যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না এবং সুখ ও পরাগতি তাহার লাভ হয় না।'

সর্ব্বশক্তিমান গুরু শিষ্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযুক্ততা বুঝিয়া তদনুযায়ী সকল রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পরমাত্মা পরব্রহ্ম যেমন একদিকে অসীম অনন্ত, অন্যদিকে আবার তাঁহার সসীম—সান্তরূপও আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালিকা, জগদ্ধাত্রী এবং অবতাররূপ সকল—সমস্তই ব্রহ্মের সসীম—সান্ত রূপ। ভজনের জন্য এই সকলই অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সকল সিদ্ধ মূর্ত্তি অবলম্বনে ভজন করিলে ফল সহজে লাভ হয়। সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী এই সকলের কোন না কোন মূর্ত্তি সাধক ইষ্টরূপে গুরু-উপদেশে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাধক আপন মনোমত মূর্ত্তিতে ভগবানের পূজা করিবে বলিতে যাইয়া এখানে সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী ইষ্টমূর্ত্তি গ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে এবং তাহা গুরুর নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে, শাস্ত্রীয় মূর্ত্তি ভিন্ন আপন ইচ্ছামত মূর্ত্তিতে ভগবানের পূজা করিবে, এইরূপ বলা শ্লোকের উদ্দেশ্য নহে। কারণ তাহাতে যে যথার্থ কল্যাণ হইতে পারে না, পূর্ব্বোল্লিখিত গীতার শ্লোকে তাহা দেখান হইয়াছে।

শুচিঃ সম্মুখমাসীনঃ প্রাণসংযমনাদিভিঃ।
পিণ্ডং বিশোধ্য সংন্যাসকৃতরক্ষোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—শুচিঃ (স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া) [মূর্ত্তেঃ] সম্মুখম্ আসীনঃ (ইষ্ট মূর্ত্তির সম্মুখে উপবেশনপূর্ব্বক) প্রাণসংযমনাদিভিঃ (প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধিদ্বারা) পিণ্ডং (দেহকে) বিশোধ্য (শোধন করিয়া) সংন্যাসকৃতরক্ষঃ (ন্যাসের দ্বারা আত্মরক্ষাপূর্ব্বক) হরিম্ অর্চ্চয়েৎ (শ্রীহরির পূজা করিবে)।

অনুবাদ—স্নানাদির দ্বারা পবিত্র হইয়া উপাস্য মূর্ত্তির সম্মুখে উপবেশন করিবে। তৎপর প্রাণায়াম ও ভূতশুদ্ধির সাহায্যে দেহ শোধন করিয়া ন্যাসদ্বারা আত্মরক্ষাপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিবে।

অনুধ্যান—এই শ্লোকে কি ভাবে পূজা করিতে হইবে তাহার প্রারম্ভ বলা হইয়াছে। প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস প্রভৃতি অভিজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে। শুধু বই পড়িয়া এই সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায় না; অধিকন্তু প্রাণায়ামাদি গুরু ব্যতিরেকে করিতে গেলে নানারূপ শারীরিক ব্যাধিরও সম্ভাবনা আছে; কাজেই এ সকলের বিশেষ ক্রম এখানে লিখিত হইল না।

অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈঃ।
দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য প্রোক্ষ্য চাসনম্‌॥ ৫০॥
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ॥ ৫১॥

অন্বয়—দ্রব্যক্ষিত্যাত্মলিঙ্গানি নিষ্পাদ্য (ফুল, ভূমি, নিজকে এবং বিগ্রহকে উপযুক্ত করিয়া—পূজার যোগ্য করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা পুষ্প, লেপন দ্বারা ভূমি, স্নান দ্বারা দেহ, প্রাণায়াম দ্বারা মন, মার্জ্জন এবং চন্দনাদির অনুলেপন দ্বারা বিগ্রহ পূজার যোগ্য করিয়া লইবে) আসনং প্রোক্ষ্য চ (এবং আসনে জলের ছিটা দিয়া) পাদ্যাদি উপকল্প্য (পাদ্যাদি—পূজার দ্রব্যসমূহ যথাযথভাবে সাজাইয়া লইয়া) অথ (তাহার পর) হৃদাদিভিঃ কৃতন্যাসঃ সমাহিতঃ চ (হৃদয়াদি অঙ্গের ন্যাসপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে) অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বা অপি (মূর্ত্তিতে কিংবা নিজ হৃদয়ে) [শ্রীহরিং] সন্নিধাপ্য চ (শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া) যথালব্ধোপচারকৈঃ (যথাসংগৃহীত উপচারসহযোগে) মূলমন্ত্রেণ (মূলমন্ত্রের দ্বারা) [শ্রীহরিম্‌] (শ্রীহরিকে) অর্চ্চয়েৎ (পূজা করিবে।)

অনুবাদ—মন্ত্রের দ্বারা পুষ্প, মার্জ্জন লেপনাদি দ্বারা ভূমি, স্নানের দ্বারা দেহ, প্রাণায়ামের দ্বারা মন, মার্জ্জন এবং চন্দনাদির অনুলেপন দ্বারা মূর্ত্তিকে পূজার যোগ্য করিয়া লইবে। তৎপর আসনে জলের ছিটা দিয়া পাদ্যাদি দ্রব্যসমূহ যথাযথভাবে সাজাইয়া লইয়া হৃদয়াদি অঙ্গের ন্যাস করিবে। অতঃপর নিজ হৃদয়ে কিংবা মূর্ত্তিতে শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া যথাসংগৃহীত উপচারসহযোগে মূল মন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে।

অনুধ্যান—এই শ্লোকেও যাহা বলা হইয়াছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা শিখিয়া লইতে হইবে, অতএব এইজন্য অভিজ্ঞ আচার্য্যের প্রয়োজন।

সাঙ্গোপাঙ্গাং সপার্ষদাং তাং তাং মূর্ত্তিং স্বমন্ত্রতঃ।
পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ॥ ৫২॥
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সম্পূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্‌॥ ৫৩॥

অন্বয়—পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভিঃ ধূপদীপোপহারকৈঃ (পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, মালা, ধূপ দীপ ও নৈবেদ্যসমূহের দ্বারা) সাঙ্গোপাঙ্গং সপার্ষদাং (বিগ্রহের হৃদয়াদি অঙ্গ, সুদর্শনাদি উপাঙ্গ এবং পার্ষদের সহিত) তাং তাং মূর্ত্তিং (সেই সেই মূর্ত্তিকে) স্বমন্ত্রতঃ (তৎতৎ মূর্ত্তির মন্ত্রের দ্বারা) অর্চ্চয়েৎ (পূজা করিবে) বিধিবৎ (যথানিয়মে) সাঙ্গং হরিং সম্পূজ্য (অঙ্গসকলের সহিত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া) স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেৎ (স্তোত্রের দ্বারা স্তুতির পর প্রণাম করিবে।)

অনুবাদ—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, আতপ তণ্ডুল, মাল্য, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা বিগ্রহের হৃদয়াদি অঙ্গ, সুদর্শনাদি উপাঙ্গ এবং পার্ষদগণের সহিত সেই সেই মূর্ত্তিকে তাঁহাদের নিজ নিজ মন্ত্রে পূজা করিবে। যথানিয়মে পূজা সমাপনপূর্ব্বক স্তবের দ্বারা স্তুতি করিয়া প্রণাম করিবে।

অনুধ্যান—এই শ্লোকের অক্ষত শব্দের অর্থ আমরা আতপ তণ্ডুলই করিলাম। কিন্তু অনেকে তাহা করেন নাই। কারণ "নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং ন কেতক্যা মহেশ্বরম" 'আতপ তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণু পূজা এবং কেতকী পুষ্পের দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করিবে না,' স্মৃতিতে এইরূপ বচন রহিয়াছে। তবে আমরা কি স্মৃতির এই বচন উপেক্ষা করিয়া এখানে অক্ষত শব্দের অন্যরূপ অর্থ করা সম্ভব হইলেও তাহা না করিয়া আতপ তণ্ডুলই করিয়াছি? না, তাহা নহে।

হরিভক্তিবিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাসের ৬১নং বাক্যটী এইরূপ :—

শঙ্খে কৃত্বাতু পানীয়ং
সপুষ্পং সতিলাক্ষতং
অর্ঘ্যং দদাতি দেবস্য
সসাগরাধরাফলং।

অর্থ—"যে ব্যক্তি শঙ্খজলে পুষ্প, তিল, আতপ তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে অর্ঘ্য প্রদান করে সে সসাগরা পৃথ্বীদানের ফল প্রাপ্ত হয়।" এখানে দেখা যাইতেছে 'অর্ঘ্যে' আতপ তণ্ডুল দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া ভাগবতের অন্যত্র এবং তন্ত্রেরও বহু স্থানে বিষ্ণু পূজার উপকরণ হিসাবে অক্ষত ব্যবহারের বিধান আছে। অতএব বিধি এবং নিষেধ উভয়রূপ বাক্যই শাস্ত্রে থাকাতে তাহার সামঞ্জস্য কি তাহাই দেখিতে হইবে। নতুবা বিধি কিংবা নিষেধ ইহার যে কোন একটী বাক্যকে প্রাধান্য দিলে শাস্ত্রের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান করা হইবে না।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে চতুর্দ্দশ পটলে এইরূপ বাক্য রহিয়াছে :—

"উক্তানুক্তৈস্তথা পুষ্পৈর্জলজৈঃ স্থলজৈরপি।
পত্রৈঃ সর্ব্বৈর্যথালাভং ভক্তিমান্ সততং যজেৎ॥
পুষ্পাভাবে যজেৎ পত্রৈঃ পত্রালাভে চ তৎফলৈঃ।
অক্ষতৈর্ব্বা জলৈর্ব্বাপি ন পূজাং ব্যতিলঙ্ঘয়েৎ॥"

অর্থ :—'যে সমস্ত পুষ্পের কথা বলা হইল এবং বলা হইল না, তৎসমস্তই এবং জলজ, স্থলজ পুষ্প বা পত্র যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, ভক্তিমান পুরুষ তাহার দ্বারাই সর্ব্বদা পূজা করিবেন।

পুষ্পের অভাবে পত্রের দ্বারা, পত্রের অভাবে ফলের দ্বারা পূজা করিবে। যদি তাহাও পাওয়া না যায়, তাহা হইলে আতপ তণ্ডুল কিংবা জলের দ্বারা হইলেও পূজা করিবে তবুও পূজা বন্ধ করিবে না।'

এই স্থলে দেখা যাইতেছে আতপ তণ্ডুল পুষ্পের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অতএব বিষ্ণু পূজায় যে আতপ তণ্ডুল ব্যবহার নিষেধ রহিয়াছে, তাহা পুষ্পের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহারেই নিষেধ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বিধি এবং নিষেধ উভয়রূপ বাক্যেরই সার্থকতা থাকিয়া যায়। যে স্থলে পুষ্পের প্রতিনিধি স্থলে আতপ তণ্ডুলের নিষেধ করা হইল সে স্থলেও জলের দ্বারা পূজা হইতে পারিবে, কাজেই অক্ষত শব্দ পুষ্পের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিলেই সকল দিক সামঞ্জস্য হয়।

(খ) আতপ তণ্ডুল যেখানে পুষ্পের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহারের কথা আছে সে স্থলেই নিষেধ বাক্যের সার্থকতা আমরা দেখাইলাম। বিষ্ণুপূজায় যে আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য দেওয়া হয় সে স্থলেও এই নিষেধ বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

পূজার উপচার ষোড়শ, দশ অথবা পঞ্চ। তন্মধ্যে নৈবেদ্য অন্যতম। অতএব অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে না বলিলে নৈবেদ্যও যখন পূজার উপচার তখন আতপ চাউলের নৈবেদ্য দেওয়া শাস্ত্রসম্মত কি না, দেখিতে হইবে।

তন্ত্রসারে নৈবেদ্যের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া আছে :—

নিবেদনীয়ং যদ্দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা।
তদ্ভক্ষ্যার্হ্যং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে।
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ং চূষ্যঞ্চ পঞ্চমম্
সর্ব্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যায় নিবেদয়েৎ॥

অর্থ :—"ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চূষ্য এই পঞ্চবিধ আহারযোগ্য প্রশংসনীয় পবিত্র যে দ্রব্য দেবতাকে সমর্পণ করা যায়, তাহাকে নৈবেদ্য বলে। সকল স্থলেই ঐ পঞ্চপ্রকার নৈবেদ্য আরাধ্য দেবতাকে অর্পণ করিবে।"

এই পঞ্চবিধ নৈবেদ্যের মধ্যে আতপ তণ্ডুল যে অবশ্যই নৈবেদ্যের উপযোগী নহে তাহা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্য বিষ্ণু পূজায় নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। যথা :—

স্বিন্নতণ্ডুলসিদ্ধান্নমামান্নঞ্চ ত্যজেন্মুনে।
গোবিন্দস্যার্চ্চনে দগ্ধং সর্ব্বং কাঞ্চ্য উদারধীঃ॥
তথাচামান্ননৈবেদ্যং বর্জ্জয়েদ্ধরিপূজনে।

'বৈষ্ণব ব্যক্তি সিদ্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও আমান্ন (কাঁচা চাউল) এবং যাবতীয় দগ্ধ পদার্থ গোবিন্দ পূজায় ত্যাগ করিবে।'

'হরিপূজনেও আমান্ন (আম তণ্ডুল) নৈবেদ্য বর্জ্জন করিবে।'

আমান্ন বলিলে আতপ তণ্ডুল বুঝায়, যথা :—

শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্॥

অর্থ :—'ক্ষেত্রগতকে শস্য, তুষযুক্তকে ধান্য, তুষরহিতকে আম, এবং সিদ্ধ করিলে অন্ন বলা হয়।'

অতএব পূর্ব্বোক্ত নিষেধবাক্য আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্যর বেলায়ও বলা হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে বাংলাদেশে যে আতপ তণ্ডুলের নৈবেদ্যের প্রচলন রহিয়াছে তাহাকে দেশাচার হিসাবে মানিয়া লওয়া চলে কি না। উত্তরে, না-ই বলিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছে :—

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্ম নিরূপ্যতে॥ (স্কন্ধপুরাণ)

"যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা নিষেধ না থাকে, সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।"

স্মৃতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥

অর্থ ঃ—'বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেরূপ স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।'

বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে বিষ্ণুকে আতপ চাউলের নৈবেদ্য দেওয়া প্রচলন থাকিলেও ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া অবশ্যই পরিত্যজ্য। অতএব অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু পূজা করিবে না ইহার অর্থ আমরা পুষ্পের প্রতিনিধি হিসাবে এবং নৈবেদ্যে আতপ তণ্ডুল ব্যবহার করিবে না, এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্লোকোক্ত অক্ষত শব্দের অর্থ আতপ তণ্ডুলই করিলাম।

আত্মানং তন্ময়ং ধ্যায়ন্ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েদ্ধরেঃ।
শেষামাধায় শিরসা স্বধাম্ন্যুদ্বাস্য সৎকৃতম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—আত্মানং (নিজেকে) তন্ময়ং ধ্যায়ন্, (ভগবানের ধ্যানে ডুবাইয়া দিয়া) হরেঃ মূর্ত্তিং সম্পূজয়েৎ (শ্রীহরির পূজা করিবে) [ততঃ] শেষাং (তাহার পর নির্ম্মাল্য এবং চরণামৃত) শিরসা আধায় (মস্তকে ধারণ করিয়া) [হরিম্] স্বধাম্নি (শ্রীহরিকে হৃদয়ে) উদ্বাস্য (স্থাপন করিয়া) সৎকৃতং (পূজা) সমাপয়েৎ (সমাপন করিবে)।

অনুবাদ—উপাস্যের সহিত নিজেকে অভিন্নরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে। তাহার পর চরণামৃত এবং নির্ম্মাল্যাদি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক সেই শ্রীহরিমূর্ত্তি নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া পূজাকার্য্য সমাপণ করিবে।

অনুধ্যান—উপাস্যের সহিত একাত্মতাই সাধনার শেষ কথা। সকলপ্রকার পূজার মূল উদ্দেশ্য তাহাই। পূজা দ্বিবিধ—মানসিক ও বাহ্যিক। সকল পূজাতেই প্রথমে ইষ্টের ধ্যানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ধ্যান অর্থ ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাত্মতা। ধ্যানের গভীরতম অবস্থায় ধ্যাতা, ধ্যেয় ইষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে নিজের অস্তিত্ব সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিয়া

একমাত্র ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হন। এইরূপে কিছুকাল ধ্যান করিয়া তৎপর নানাবিধ উপচার ও মন্ত্রাদির দ্বারা ইষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিবে। তৎপর বিগ্রহ হইতে ইষ্ট-মূর্ত্তিকে আহৃত করিয়া নিজ হৃদয় মধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপে পূজা-কার্য্য সমাপন করিয়া চরণামৃত ও নির্ম্মাল্য ধারণ করিবে।

এবমগ্ন্যর্কতোয়াদাবতিথৌ হৃদয়ে চ যঃ।
যজতীশ্বরমাত্মানমচিরান্মুচ্যতে হি সঃ॥ ৫৫॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) এবং (এইরূপে) অগ্ন্যর্কতোয়াদৌ অতিথৌ হৃদয়ে চ (অগ্নি, সূর্য্য, জল ইত্যাদি, অতিথি কিংবা হৃদয়ে) আত্মানং ঈশ্বরং (নিজ আত্মস্বরূপ শ্রীহরির) যজতি (পূজা করেন) সঃ (তিনি) অচিরাৎ হি (শীঘ্রই) [সংসারাৎ] মুচ্যতে (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি, কিংবা নিজ হৃদয়ে যিনি এইরূপে নিজ আত্মস্বরূপ শ্রীহরির পূজা করেন তিনি শীঘ্রই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

অনুধ্যান—পূজার আধার বহুবিধ যথা অগ্নি, সূর্য্য, জল, অতিথি, নিজ হৃদয়। ইহার যে কোন একটীতে নিজ ইষ্টমূর্ত্তি, আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানের পূজা করিলে শীঘ্রই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। সমষ্টি ভাবে এই জগৎ এবং ব্যষ্টিভাবে জগতের বিশেষ বিশেষ রূপ সবই তিনি, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই—কারণ তিনিই নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করিয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও—সর্ব্বত্র তিনি অবস্থিত থাকিলেও আধার ভেদে শক্তি প্রকাশের তারতম্য আছে। বস্তুমাত্রই ত্রিগুণান্বিত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ। যে বস্তুতে বা যে আধারে সত্ত্বগুণ বেশী তাহাতেই তাঁহার প্রকাশ বেশী হইয়া থাকে, অতএব যতদিন পর্য্যন্ত না সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন হইয়াছে ততদিন

পর্য্যন্ত বিশেষ বিশেষ আধারেই তাঁহার পূজা করিতে হয়। সেই সব আধারের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আধারেই পূজা করিতে হইবে—অন্যত্র আপন ইচ্ছা মতন আধারে পূজা করিলে চলিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরাজোবাচ

যানি যানীহ কর্ম্মানি যৈর্যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ।
চক্রে করোতি কর্ত্তা বা হরিস্তানি ব্রুবন্তু নঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (রাজা নিমি কহিলেন) হরিঃ (ভগবান শ্রীহরি) যৈঃ যৈঃ স্বচ্ছন্দজন্মভিঃ (নিজ ইচ্ছায় যে যে জন্মগ্রহণ করিয়া) ইহ (এই জগতে) যানি যানি কর্ম্মাণি (যে যে কর্ম্ম) চক্রে (করিয়াছিলেন) করোতি (বর্ত্তমানে করিতেছেন) কর্ত্তা বা (কিম্বা ভবিষ্যতে করিবেন) [ভবন্তঃ] নঃ (আপনারা আমাদিগকে) তানি (সেই সকল) ব্রুবন্তু (বলুন)।

অনুবাদ—রাজা কহিলেন, হে মুনিগণ! ভগবান শ্রীহরি স্বেচ্ছায় যে যে জন্মগ্রহণ করিয়া যে যে কর্ম্ম অতীতে করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন তৎসমস্ত আমাদিগকে বলুন।

অনুধ্যান—ভগবান জগৎকল্যাণের জন্য নিজ ইচ্ছায় নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই জন্ম সাধারণ জীবের ন্যায় কর্ম্মফল বা প্রারব্ধভোগের জন্য নহে। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহার কার্য্যাবলী কোন কোন সময় সাধারণ মানবের কার্য্যের ন্যায় এক বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তাঁহার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য অবগত হইতে না পারিলে ভগবানের এই অবতার তত্ত্বের আসল কথাটি বুঝা যাইবে না। এই অবতার তত্ত্ব কি? অতীতে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে অবতাররূপে—তিনি যাহা করিয়াছিলেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাহা বলিতে হইলে সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা নবযোগীন্দ্রের পক্ষেই তাহা

সম্ভব। তাই মহারাজ নিমি তাঁহাদিগকেই এ বিষয়ে বলিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন। অবতার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য গীতায় শ্রীভগবান এইরূপ বলিয়াছেন :—

যদা যদাহি ধৰ্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থ :—'হে ভারত যে যে সময় ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সেই সময় আমি দেহ ধারণ করি। সাধুগণের উদ্ধার, পাপীগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।'

শ্রীদ্রুমিল উবাচ

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীদ্রুমিলঃ উবাচ—(শ্রীদ্রুমিল বলিলেন) যঃ বৈ (যিনি) অনন্তস্য (ভগবানের) অনন্তগুণান্ (অনন্ত গুণরাশি) অনুক্রমিষ্যন্ (গণনা করিতে ইচ্ছা করেন) সঃ তু বালবুদ্ধিঃ (সেই ব্যক্তি বালকসদৃশ, বালকের ন্যায় অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন) কালেন (সুদীর্ঘকালে, দীর্ঘকালের চেষ্টায়) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে) ভূমেঃ রজাংসি (পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহ) গণয়েৎ [অপি] (গণনা সম্ভব হইতেও বা পারে) [তু] (কিন্তু) অখিলশক্তিধাম্নঃ (অনন্ত শক্তিশালী ভগবানের) [গুণান্] (গুণরাশি) ন এব [গণয়েৎ] (গণনা সম্ভব নয়)।

অনুবাদ—ঋষি দ্রুমিল বলিলেন, ভগবান অনন্ত-গুণশালী। তাঁহার সেই গুণরাশি গণনা করিতে যাওয়া বালবুদ্ধির পরিচায়ক। দীর্ঘকালের চেষ্টায় পৃথিবীর ধূলিকণাসমূহের গণনা—তাহাও সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত শক্তিশালী ভগবানের গুণসমূহের ইয়ত্তা করা কখনো সম্ভব নহে।

অনুধ্যান—অবতাররূপে ভগবানের জন্ম কর্ম্মের যে লীলা তাহা বড় অদ্ভুত ! সর্ব্বতোভাবে সে সকলের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্ব্বশক্তির আধার ভগবানের অনন্তগুণ—অনন্তলীলা, সসীম মানবের পক্ষে সেই অসীমের ইয়ত্তা করা অসম্ভব, তবে যতটুকু সম্ভব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋষি দ্রুমিল এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—যদা (যখন) আদিদেবঃ নারায়ণঃ (আদিদেব নারায়ণ) আত্মসৃষ্টৈঃ পঞ্চভিঃ ভূতৈঃ (নিজের সৃষ্ট পঞ্চভূতের দ্বারা) বিরাজং পুরং (বিরাট দেহ) বিরচয্য (সৃষ্টি করিয়া) তস্মিন্ (তাহাতে) স্বাংশেন (নিজ অংশে, নিজের অভিন্ন অংশে) বিষ্টঃ (প্রবিষ্ট হইলেন) [তদা] (তখন) পুরুষাভিধানম্ অবাপ (তাঁহার পুরুষ নাম হইল)।

অনুবাদ—আদি দেব নারায়ণ যখন নিজেরই সৃষ্ট পঞ্চ মহাভূত দ্বারা বিরাট দেহ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ অভিন্ন অংশে তাহাতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার পুরুষ সংজ্ঞা হয়।

অনুধ্যান—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারায়ণ নামধেয় পরব্রহ্মই সৃষ্টির মূল কর্ত্তা। শ্রুতি বলিয়াছে—"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" 'ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন।' শ্লোকে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ-অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টির নিমিত্তও উপাদান কারণ—উভয়ই তিনি।

উপাদান কারণ নিজেরই অপরা প্রকৃতি পঞ্চ মহাভূত দ্বারা প্রথমে এক বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া নিজ অভিন্ন অংশে জীবচৈতন্যরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পুরুষ সংজ্ঞা হয়। ইহাই প্রথম পুরুষ, ইহাকে বিরাট পুরুষ, কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। শ্লোকে নারায়ণ অংশরূপে বিরাট দেহে প্রবিষ্ট হইলেন,

এইরূপ কথা আছে, ইহার অর্থ এইরূপ নহে যে, পরব্রহ্মের এক পৃথক খণ্ড তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। "অংশ" শব্দ বলার তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্ট জগতে তিনি প্রবিষ্ট হইয়াও তদতীতরূপে বর্ত্তমান আছেন, প্রবেশের সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বসত্ত্বা পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি যেমন পরম অদ্বৈত—একরস, সৃষ্টজগতে ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে প্রবেশ করিয়াও তদ্রূপই রহিলেন। এই যে অংশ বলা হইল, তাহা শক্তিরূপ অংশ—শক্তিমানের সঙ্গে সর্ব্বদার জন্যই অভিন্ন, স্থূল বস্তুর পৃথক খণ্ডরূপ অংশ নহে।

যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশো যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনু-
ভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি।
জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহা সত্ত্বাদিভিঃ
স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা॥ ৪॥

অন্বয় – যৎকায়ে (যাঁহার শরীরে) এষঃ ভুবনত্রয়সন্নিবেশঃ (এই ত্রিভুবন অবস্থিত) যস্য ইন্দ্রিয়ৈঃ (যাঁহার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে) তনুভৃতাম্ উভয়েন্দ্রিয়াণি (দেহধারী জীব সকলের জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সৃষ্ট হইয়াছে) [যস্য] (যাঁহার) জ্ঞানম্ স্বতঃ (যাঁহার জ্ঞানস্বতঃস্ফূর্ত্ত) [যস্য] শ্বসনতঃ (যাঁহার প্রাণ হইতে) তনুভৃতাম্ (দেহধারী জীবের) বলম্ ওজঃ ঈহা (দেহের শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও অন্তঃকরণের শক্তি জাত হইয়াছে) [যস্য] (যাঁহার) সত্ত্বাদিভিঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা) স্থিতিলয়োদ্ভবঃ (সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে) [সঃ] (তিনিই) আদিকর্ত্তা (আদিদেব।)

অনুবাদ—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এই ভুবনত্রয় যাঁহার শরীরে অবস্থিত, জীবের কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় যাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে জাত, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত্ত, যাঁহার প্রাণ হইতে সকল জীবের দেহের বল, ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মক্ষমতা, অন্তঃকরণের তেজ সৃষ্টি হইয়াছে—যাঁহার সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের সাহায্যে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হইতেছে, তিনিই আদিদেব—আদিকর্ত্তা।

অনুধ্যান—সৃষ্টির প্রথম বিকাশ এই যে বিরাট পুরুষ তাঁহাকেই কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ বলে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল এক কথায় যত সব লোক আছে—চতুর্দ্দশ ভুবনই তাঁহার অঙ্গীভূত। সমস্ত ব্যষ্টি সৃষ্টি—সমস্ত অবতারের মূল কারণও তিনিই।

আদাবভূচ্ছতধৃতী রজসাস্য সর্গে বিষ্ণুঃ স্থিতৌ
ক্রতুপতির্দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ।
রুদ্রোঽপ্যয়ায় তমসা পুরুষঃ স আদ্য ইত্যুদ্ভব-
স্থিতিলয়াঃ সততং প্রজাসু ॥ ৫ ॥

অন্বয়—অস্য [জগতঃ] সর্গে (এই জগতের সৃষ্টির জন্য) আদৌ (প্রথমে) রজসা (রজোগুণের দ্বারা, রজোগুণযুক্ত হইয়া) শতধৃতিঃ অভূৎ (ব্রহ্মা সৃষ্ট হইলেন) স্থিতৌ (পালনের জন্য) [সত্ত্বেন] (সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া) ক্রতুপতিঃ দ্বিজধর্ম্মসেতুঃ বিষ্ণুঃ [অভূৎ] (যজ্ঞেশ্বর, ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্মের রক্ষক বিষ্ণু সৃষ্ট হইলেন) অপ্যয়ায় (সংহারের নিমিত্ত) তমসা (তমোগুণ-যুক্ত হইয়া) রুদ্রঃ [অভূৎ] (মহেশ্বর সৃষ্ট হইলেন) ইতি (এইরূপে) [যেন] (যাঁহার দ্বারা) প্রজাসু সততং উদ্ভবস্থিতিলয়াঃ (ভূতগণের সতত সৃষ্টিস্থিতিলয়) [ভবন্তি] (হইতেছে) সঃ আদ্য পুরুষঃ (তিনিই আদি পুরুষ)।

অনুবাদ—জগত সৃষ্টির জন্য প্রথমে রজোগুণযুক্ত ব্রহ্মা, পালন-কর্ত্তারূপে সত্ত্বগুণযুক্ত যজ্ঞেশ্বর, ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের রক্ষক বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য তমোগুণযুক্ত মহেশ্বর সৃষ্টি হইলেন। এইরূপে যাঁহার দ্বারা সকল জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সর্ব্বদা সম্পন্ন হয়, তিনিই আদি পুরুষ।

অনুধ্যান—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, একের পর আর ক্রমান্বয়ে চলিতেছে—ইহার আদি অন্ত নির্দ্দেশ করা যায় না। ব্যষ্টি সৃষ্টি—জগত সৃষ্টির জন্য রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা, পালনের জন্য সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু, সংহারের জন্য তমোগুণাত্মক মহেশ্বর প্রথমে সৃষ্ট হইলেন।

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ঋষি-
প্রবরঃ প্রশান্তঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম্ম যোঽদ্যাপি চাস্ত
ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৬॥

অন্বয়—ধর্ম্মস্য [ভার্য্যায়াং] (ধর্ম্মের পত্নী) দক্ষদুহিতরি মূর্ত্ত্যাং (দক্ষের কন্যা মূর্ত্তির গর্ভে) প্রশান্তঃ ঋষিপ্রবরঃ নারায়ণঃ নরঃ (প্রশান্ত ঋষিপ্রবরদ্বয় নরনারায়ণ) অজনিষ্ট (জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন) নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণম্ উবাচ (নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্মের লক্ষণ সকল উপদেশ করিয়াছিলেন) [স্বয়ং] (নিজে) কর্ম্ম চচার চ (এবং নিজেও তদনুরূপ আচরণ করিয়াছিলেন) যঃ (যিনি) অদ্যাপি (এখনো) ঋষিবর্য্যনিষেবিতাঙ্ঘ্রিঃ আস্তে (শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ কর্ত্তৃক চরণকমল পূজিত হইয়া বর্ত্তমান আছেন)।

অনুবাদ—ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিপ্রবরদ্বয় নরনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্মের লক্ষণ সকল উপদেশ করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও পালন করিয়াছিলেন। নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন এবং শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের চরণকমল পূজিত হইতেছে।

অনুধ্যান—কর্ম্ম যখন ভগবৎকর্ত্তৃত্বে কৃত হয় অর্থাৎ সকল প্রকার কর্ম্ম আমি করিয়াও তাহাতে আমার কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি থাকে না, ভগবান যন্ত্রী আমি যন্ত্র এই বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়—এক কথায় আমার সকল কর্ম্ম যখন ব্রহ্মার্পিত, তখন তাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলা হয়। নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থ, কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্ম না করা নহে। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে ভগবৎ-কর্ত্তৃত্বের যে জ্ঞান—তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য। গীতায় যে বলা হইয়াছে, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" 'সমস্ত কর্ম্মের সার্থকতা জ্ঞান উৎপাদনে', এই জ্ঞানই কর্ম্মে ঈশ্বর কর্ত্তৃত্বের জ্ঞান—ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা।

ইন্দ্রো বিশঙ্ক্য মম ধাম জিঘৃক্ষতীতি কামং ন্যযুঙ্‌ক্ত
সগণং স বদর্য্যুপাখ্যম্।
গত্বাপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভি-
রবিধ্যদতন্মহিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—[ঋষিদ্বয়ঃ] (এই ঋষিদ্বয়) মম ধাম (আমার স্বর্গরাজ্য) জিঘৃক্ষতি (অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন) ইতি বিশঙ্ক্য (এইরূপ ভয় করিয়া) অতন্মহিজ্ঞঃ ইন্দ্রঃ (নরনারায়ণের মহিমায় অনভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র) সগণং কামং (অনুচরবর্গের সহিত কামদেবকে) ন্যযুঙ্‌ক্ত (ঋষিদ্বয়ের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন) সঃ (কামদেব) অপ্সরোগণবসন্তসুমন্দবাতৈঃ [সহ] (অপসরাগণ, বসন্তকাল এবং মৃদু মলয়ানিলসহ) বদর্য্যুপাখ্যম্ গত্বা (বদরিকা আশ্রমে গমন করিয়া) স্ত্রীপ্রেক্ষণেষুভিঃ (রমণীর কটাক্ষরূপ বাণ দ্বারা) [তম্ ঋষিদ্বয়ম্] (নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়কে) অবিধ্যৎ (বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন)।

অনুবাদ—স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার জন্যই ঋষিদ্বয় তপস্যা-নিরত, দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ ভয় করিয়া এবং তাঁহাদের মহিমা অবগত না হইয়া অনুচরবর্গের সহিত কামদেবকে ঋষিদ্বয়ের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কামদেব অপ্সরাগণ, বসন্তকাল, মৃদুমন্দ সমীরণসহ বদরিকা আশ্রমে গমন করিয়া রমণীগণের কটাক্ষরূপ বাণ দ্বারা নরনারায়ণকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

অনুধ্যান—উচ্চ লোকসকলও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আবাসস্থল নহে। সেখানেও ভয়-ভীতি, হিংসা-বিদ্বেষ বর্ত্তমান আছে। দ্বৈত বোধে এবং দ্বিতীয় বস্তু সাপেক্ষ যে আনন্দ তাহা ভয়-ভীতিবিরহিত হইতে পারে না। একমাত্র অদ্বৈত-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অভিন্নবুদ্ধি—একাত্মতা অনুভব করিতে পারিলে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এই অবস্থায় কাহাকেও ভয় করিবার কিছু থাকে না—কারণ সৃষ্ট জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু ভয়ঙ্কর সবই যে

আমারই লীলাবিলাস, আমারই অভিন্ন মূর্ত্তি,—ভয় করিব কাহাকে? স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র এই সত্য-তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত নহেন—আর প্রতিষ্ঠিত নহেন বলিয়াই যখনই কোন সাধক তপশ্চরণে রত হন, তখনই ইন্দ্র তাঁহার স্বর্গরাজ্য হারাইবার ভয়ে ভীত হইয়া সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইতে চেষ্টা করেন। বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়কে সুকঠোর তপশ্চরণে রত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আজ আবার স্বর্গরাজ্য হারাইবার ভয় মনে জাগিয়াছে, এইজন্য কামদেবের ডাক পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিধান করিতে; কিন্তু হায়! ঋষিদ্বয়ের মহিমা অবগত না থাকাতেই ইন্দ্রের এই বৃথা চেষ্টা।

বিজ্ঞায় শক্রকৃতমক্রমমাদিদেবঃ প্রাহ প্রহস্য গত-
বিস্ময় এজমানান্।
মা ভৈর্ব্বিভো মদন মারুত দেববধ্বো গৃহ্ণীত
নো বলিমশূন্যমিমং কুরুধ্বম্॥ ৮॥

অন্বয়—গতবিস্ময়ঃ আদিদেবঃ (বিস্ময়বিহীন আদিদেব নরনারায়ণ) শক্রকৃতম্ অক্রমং (ইন্দ্রকৃত অপরাধ) বিজ্ঞায় (জানিতে পারিয়া) এজমানান্, [তান্] (অভিসম্পাতভয়ে কম্পিতকলেবর কামদেব ও তাহার অনুচরবৃন্দকে) প্রহস্য প্রাহ (ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন) বিভো মদন! মারুত! দেববধ্বঃ (হে শক্তিমান কামদেব, সমীরণ ও দেবরমণীগণ!) মাভৈঃ (তোমরা ভীত হইও না) নঃ বলিং গৃহ্ণীত (আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর) ইমম্ অশূন্যং কুরুধ্বম্ (আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম হইতে চলিয়া যাইও না)।

অনুবাদ—আদিদেব নরনারায়ণ কামদেব ও অপ্সরাগণের এইরূপ ব্যবহারের মূলে যে ইন্দ্রকৃত অপরাধ, তাহা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন না। শাপভয়ে কম্পিতকলেবর কামদেব ও তাহার অনুচর-বৃন্দকে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, হে শক্তিশালী কামদেব, হে সমীরণ, হে অপ্সরাগণ, তোমরা ভীত হইও না। আমাদের আতিথ্য গ্রহণ কর। আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া আশ্রম হইতে চলিয়া যাইও না।

অনুধ্যান—অপ্সরাগণের কটাক্ষবাণ ঋষিদ্বয়কে বিচলিত করিতে পারিল না। মদন, অপ্সরাগণ, সমীরণ, নরনারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, "এইবার ঋষির শাপে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী"। আদিদেব নরনারায়ণ সবই জানিতেন এবং তাঁহাদের এই ব্যবহারের মূলে যে ইন্দ্রকৃত অপরাধ তাহাও বুঝিলেন, কিন্তু ইহাতে এতটুকু বিস্মিত হইলেন না। কারণ আত্মজ্ঞানহীন দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। নরনারায়ণ আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় কাহারো প্রতি দ্বেষ-হিংসাপরায়ণ হইতে পারেন না, কাজেই ঈষৎ হাস্যসহকারে কাম ও তাঁহার অনুচরবৃন্দকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছে :—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে" ॥ ঈশোপ ॥ ৬ ॥

'যিনি আত্মাতে সমস্ত ভূতবর্গ এবং সমস্ত ভূতবর্গে নিজ আত্মা দর্শন করেন, তিনি আর কাহাকে ঘৃণা করিবেন ?'

ইত্থং ব্রুবত্যভয়দে নরদেব দেবাঃ স ব্রীড়নম্র-
শিরসঃ সঘৃণং তমূচুঃ।
নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং স্বারামধীর-
নিকরানতপাদপদ্মে ॥ ৯ ॥

অন্বয়—নরদেব। (হে রাজন্!) অভয়দে ইত্থং ব্রুবতি (অভয়দাতা নারায়ণ এইরূপ বলিলে,) সব্রীড়নম্রশিরসঃ দেবাঃ (লজ্জাবনত মস্তকে দেবতারা) সঘৃণং তম্ উচুঃ (দয়ালু ভগবান্ নারায়ণকে বলিলেন) বিভো। (হে প্রভো!) স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে (আত্মারাম্ ধীর ব্যক্তিগণও যাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন) পরে অবিকৃতে ত্বয়ি (সম্পূর্ণ বিকাররহিত সেই আপনার পক্ষে) ন এতদ্ বিচিত্রম্ (ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে)।

অনুবাদ—হে রাজন্! অভয়দাতা নারায়ণ এইরূপ বলিলে, কামদেব ও তাঁহার সহচরবৃন্দ লজ্জায় নতমস্তক হইলেন এবং দয়ালু নারায়ণকে কহিলেন, হে প্রভো! আত্মারাম ধীর ব্যক্তিগণও আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া থাকেন। আপনি সর্ব্বপ্রকার বিকার-রহিত ; আপনার পক্ষে মুগ্ধ না হওয়া বিচিত্র নহে।

অনুধ্যান—ঋষি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—আপন পর ভেদবুদ্ধিরহিত। তাঁহার ব্যবহার ও আশ্বাস বাক্যে কামদেব ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ যাহার পর নাই লজ্জিত হইলেন। এবং ভয়ের কোন কারণ নাই বুঝিতে পারিয়া বিনয়নম্রবচনে কহিলেন, হে প্রভো! আপনি দয়ালু; আত্মারাম মুনিগণেরও পূজিত। সকল প্রকার বিকাররহিত আপনি যে আমাদের ছলনায় বিমোহিত হন নাই এবং আমাদের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে রুষ্ট হন নাই, ইহা আপনার পক্ষে স্বাভাবিকই—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ স্বৌকো
বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্ ধত্তে পদং
ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥ ১০ ॥

অন্বয়—সৌকঃ বিলঙ্ঘ্য (স্বর্গাদি উচ্চলোক অতিক্রম করিয়া) তে পরমং পদং ব্রজতাং (যাহারা আপনার পরমপদ লাভ করিতে চেষ্টিত হন) ত্বাং সেবতাং (আপনার সেই ভক্তগণের) সুরকৃতাঃ বহবোঽন্তরায়াঃ [ভবন্তি] (দেবগণ কর্ত্তৃক বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়) [তু] (কিন্তু) বর্হিষি (যজ্ঞে) স্বভাগান্ বলীন্ দদতঃ অন্যস্য ন [ভবন্তি] (অন্য যে সকল ব্যক্তি দেবতাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিয়া থাকে—তাহাদের কোন বিঘ্ন হয় না) যদি ত্বম্ অবিতা [অসি] (আপনি রক্ষক হইলে,) বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি পদং ধত্তে (সকল প্রকার বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করা যায়।)

অনুবাদ—স্বর্গাদি উচ্চ লোক অতিক্রম করিয়া যে সকল ভক্ত আপনার পরমপদ লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন, দেবতারা তাঁহাদের সেই তপস্যায় বহু বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহারা যজ্ঞে দেবতা-দিগের প্রাপ্য উপহার প্রদান করেন, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন হয় না; তবে আপনি যদি রক্ষা করেন, সকল প্রকার বিঘ্নের মস্তকেই সহজে পদাঘাত করা যায়।

অনুধ্যান—সাধনার উপায় দ্বিবিধ এক জ্ঞানযোগ, অন্য ভক্তি-যোগ। কর্ম্মযোগ এই ভক্তি যোগেরই অন্তর্গত। উভয়েরই শেষ ফল এক।

গীতায়ও আছে :—

সাংখ্যযোগৌ পৃথক্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥ ৫।৪

'অজ্ঞ ব্যক্তিরাই (সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানযোগ) ও (ভক্তি-যোগোপগামী) কর্ম্মযোগকে পৃথক বলিয়া জানে। একটীতে সম্যক স্থিত হইলে অপরটীরও ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।' জ্ঞানযোগসাধনার মূল কথা হইল জগতের সমস্ত বস্তুই অনাত্ম, অতএব সকলই পরিত্যাজ্য। 'ইহা ব্রহ্ম' নয়, 'উহা ব্রহ্ম' নয় মনে করিয়া একমাত্র আত্মস্বরূপের যে ধ্যান তাহাই জ্ঞানযোগের সাধনা। এই সাধনার প্রথম দিকে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া ধারণা করায় এবং তাহাদিগকে উপেক্ষা করায় তাহারা ঐ সাধকের সাধনপথে নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করেন, শ্রুতিও বলিয়াছেন :— "* * * দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মানো দেবান্ বেদ; ভূতানি তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ; সর্ব্বং তং পরাদাদ্", ইত্যাদি, অর্থ :—'যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। যে ব্যক্তি

ভূত সকলকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, ভূতগণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া থাকে। অধিক কি যিনি সকলকেই আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, সকলেই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া থাকেন।' কিন্তু ভক্তি-যোগ অবলম্বনে যাঁহারা সাধনা করেন তাঁহাদিগকে এই সকল বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় না; কারণ তাঁহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, মনুষ্য এবং সমস্ত ভূতবর্গকেই তাঁহার ইষ্টেরই রূপ—পর ব্রহ্মেরই বিভূতি জানিয়া সকলের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন—ফলে সকলেই তাঁহার সাধনায় সাহায্যই করিয়া থাকেন। অতএব সাধনপথে যে নানারূপ বিঘ্ন দেবতারা সৃষ্টি করেন, তাহার মূল কারণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মকত্ববুদ্ধির অভাবই বুঝিতে হইবে। এই শ্লোকেও দেবতারা যে বিঘ্ন উৎপাদন করেন, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও আসল কথা ঐরূপই বুঝিতে হইবে। তবে সর্ব্বকারণের কারণ ভগবান যদি রক্ষা করেন, তাহা হইলে এই সকল বিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করা যায়, এই কথার মধ্যে, তাঁহার কৃপার ইঙ্গিত থাকাতে ইহা যে ভক্তিযোগের কথা তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অতএব এই পন্থায় যে বাধা বিঘ্ন কম, তাহাও সহজেই উপলব্ধির বিষয়।

ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যা-নস্মান-
পারজলধীনতিতীর্য্য কেচিৎ।
ক্রোধস্য যান্তি বিফলস্য বশং পদে গো-র্ম্মজ্জন্তি দুশ্চর-
তপশ্চ বৃথোৎসৃজন্তি ॥ ১১ ॥

অন্বয়—কেচিৎ (কেহ কেহ) ক্ষুত্তৃট্‌ত্রিকালগুণমারুতজৈহ্ব্যশৈশ্ন্যান্‌ (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু, রসাস্বাদ ও কামোপভোগরূপ) অপারজলধীন্‌ অস্মান্‌ (সমুদ্রের ন্যায় দুরতিক্রম্য আমাদিগকে) অতিতীর্য্য [অপি] (অতিক্রম করিয়াও) গোঃ পদে মজ্জন্তি (গোষ্পদে ডুবিয়া থাকে) বিফলস্য ক্রোধস্য বশং যাতি (মিথ্যা ক্রোধের বশীভূত হন) দুশ্চরতপঃ চ বৃথা উৎসৃজন্তি (এবং সুকঠোর তপস্যা বৃথাই নষ্ট করেন।)

অনুবাদ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বায়ু, লোভ এবং কাম-উপভোগরূপ অপারজলধিতুল্য আমাদিগকে অতিক্রম করিয়াও কেহ কেহ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য গোষ্পদে ডুবিয়া থাকে এবং সুকঠোর তপস্যার ফল বৃথাই নষ্ট করে।

অনুধ্যান—সাধক দীর্ঘকালের সুকঠোর সাধনায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, রসাস্বাদন, এমন কি দুর্জ্জয় কাম রিপুকে পর্য্যন্ত জয় করিয়াছেন দেখা যায়, কিন্তু ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না। ফলে অনেক সময় সামান্য কারণে এই ক্রোধের বশীভূত হইয়া এমন কিছু করিয়া বসেন, যাহাতে তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনার সবই নষ্ট হইয়া যায়। উপরি-উক্ত রিপু সকলের তুলনায় ক্রোধকে সামান্য বলা হইলেও এই ক্রোধরূপ গোষ্পদেই অনেকে ডুবিয়া মরে।

ইতি প্রগৃণতাং তেষাং স্ত্রিয়োঽত্যদ্ভুতদর্শনাঃ
দর্শয়ামাস শুশ্রূষাং স্বর্চ্চিতাঃ কুর্ব্বতীর্ব্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—ইতি প্রগৃণতাং তেষাং (এইরূপ স্তুতি করিলে, তাহাদিগকে) বিভুঃ (নারায়ণ) অত্যদ্ভুতদর্শনাঃ (অপূর্ব্ব সুন্দরী) স্বর্চ্চিতাঃ (বসনভূষনে সজ্জিতা) শুশ্রূষাং কুর্ব্বতীঃ (শুশ্রূষাকারিণী) স্ত্রিয়ঃ (বহু রমণী) দর্শয়ামাস (দর্শন করাইলেন।)

অনুবাদ—এইরূপ স্তুতি করিবার পর, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা অপূর্ব্ব সুন্দরী বহু রমণী নারায়ণের শুশ্রূষায় রত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে দর্শন করাইলেন।

অনুধ্যান—কামদেবের সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিল সুন্দরী রমণী। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে রমণীগণের মোহিনী মায়ায় জগৎ-বাসী সকলেই মোহিত তাহারা অনায়াসেই ঋষিকে মোহিত করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে পারিবে। কিন্তু আত্মজ্ঞ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সকল প্রকার মোহকেই অতিক্রম করিয়া থাকেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা যে কত কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন—সে কথা কামদেব ভাবিতেও পারেন নাই।

এদিকে নরনারায়ণ ঋষি সেই সকল রমণী ও কামদেবের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী নানারূপ বেশভূষায় সুসজ্জিতা বহু রমণী সৃষ্টি করিয়া নিজের শুশ্রূষায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

তে দেবানুচরা দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ঃ শ্রীরিব রূপিণীঃ।
গন্ধেন মুমুহুস্তাসাং রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ॥ ১৩॥

অন্বয়—তে দেবানুচরাঃ (কামাদি দেবানুচরগণ) শ্রীঃ ইবঃ রূপিণীঃ (লক্ষ্মীর ন্যায় অপূর্ব্ব রূপশালিনী) স্ত্রিয়ঃ দৃষ্ট্বা (রমণীগণকে দেখিয়া) রূপৌদার্য্যহতশ্রিয়ঃ (তাহাদের (সৌন্দর্য্যে এবং মহত্ত্বে হীনপ্রভ হইয়া) তাসাং গন্ধেন মুমুহুঃ (তাহাদের গাত্রগন্ধে মোহিত হইলেন)।

অনুবাদ—কামদেব, মলয়ানিল, রূপলাবণ্যময়ী অপ্সরা প্রভৃতি ইন্দ্রের সহচরবৃন্দ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপশালিনী ঐ সকল রমণীগণকে দর্শন করিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্যে ও মহত্ত্বে হীনপ্রভ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের সুমধুর গাত্রগন্ধে মোহিত হইলেন।

অনুধ্যান—সাধনায় মানুষ যে কত বড় হইতে পারে, সাধারণ মানুষ তাহা জানে না। সাধনার সিদ্ধিতে মানুষ কত বড় অপার্থিব সুখসম্ভোগের অধিকারী হয় তাহার ধারণা আমাদের হয় না, তাই পার্থিব, ধন, রত্ন, স্ত্রী পুত্র, রূপলাবণ্য উপভোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কিন্তু সাধকের নিকট এই সকলই তুচ্ছ। কারণ তাঁহার ইচ্ছায় নিমেষে কত কিছু সৃষ্ট হইতে পারে। ঋষিকে মোহিত করিবার জন্য তাহারা সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু ঋষি যোগবলে সুন্দরীকুলললামভূতা এমন সব রমণী সৃষ্টি করিলেন—যাহাদের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব দর্শনে তাহাদের সকল ঐশ্বর্য্য হীনপ্রভ হইয়া গেল এবং তাহারা নিজেরাও মোহিত হইয়া পড়িল।

তানাহ দেবদেবেশঃ প্রণতান্ প্রহসন্নিব।
আসামেকতমাং বৃঙ্ধ্বং সবর্ণাং স্বর্গভূষণাম্॥ ১৪॥

অন্বয়—দেবদেবেশঃ (দেবগণের ঈশ্বর নরনারায়ণ) প্রণতান্ তান্ (প্রণত তাহাদিগকে—কাম ও তাহার অনুচরবৃন্দকে) প্রহসন্ ইব আহ (ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন) আসাং (ইহাদিগের মধ্যে) সবর্ণাং (তোমাদের সমান সৌন্দর্য্যশালিনী) স্বর্গভূষণাম্ একতমাং (স্বর্গের ভূষণস্বরূপ এমন একজনকে) বৃঙ্ধ্বম্ (গ্রহণ কর)।

অনুবাদ—কাম ও তাহার অনুচরবৃন্দ প্রণত হইলে দেবতাগণেরও ঈশ্বর নরনারায়ণ ঋষি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এই রমণীগণের মধ্যে তোমাদের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালিনী যাহাকে পাইয়া স্বর্গও অলঙ্কৃত হইবে, এমন একজনকে তোমরা গ্রহণ কর।

অনুধ্যান—অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যের গর্ব্বকে ধূলায় লুটাইবার জন্যই যেন ঋষি ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, এই সকল রমণীগণের মধ্যে যাহাকে পাইলে স্বর্গও অধিকতর শোভাশালী হইবে এমন এক জনকে তোমরা সঙ্গে করিয়া গমন কর।

ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।
উর্ব্বশীমপ্সরঃশ্রেষ্ঠাং পুরস্কৃত্য দিবং যযুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—সুরবন্দিনঃ (ইন্দ্রের অনুচরবর্গ) ওম্ ইতি [উক্ত্বা] আদেশম্ আদায় ("আচ্ছা তাহাই হউক" এইরূপ বলিয়া ঋষির আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক) তম্ নত্বা (তাঁহাকে প্রণাম করিয়া) অপ্সরাঃশ্রেষ্ঠাং উর্ব্বশীং পুরস্কৃত্য (অপ্সরাদিগের শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে অগ্রে করিয়া) দিবং যযুঃ (স্বর্গে গমন করিলেন।)

অনুবাদ—ইন্দ্রের অনুচরবর্গ "আচ্ছা তাহাই হউক" এই বলিয়া ঋষির আদেশগ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে প্রণাম করিয়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠ উর্ব্বশীকে অগ্রে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

অনুধ্যান—ইন্দ্রের অনুচরবৃন্দ সেই রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীকে দেখিয়া যাহার পর নাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন; এখন ঋষি এইরূপ আদেশ করিলে তাঁহারা তাহাকে লইয়াই স্বর্গে গমন করিলেন।

ইন্দ্রায়ানম্য সদসি শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাম্।
উচুর্নারায়ণবলং শক্রস্তত্রাস বিস্মিতঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—[ইন্দ্রানুচরাঃ] (ইন্দ্রের অনুচরবর্গ) ইন্দ্রায় আনম্য (ইন্দ্রেকে প্রণাম করিয়া) শৃণ্বতাং ত্রিদিবৌকসাং সদসি (শ্রবণেচ্ছু দেবগণের সভামধ্যে) নারায়ণবলম্ উচুঃ (নারায়ণ ঋষির যোগৈশ্বর্য্যের কথা বলিলেন) শক্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) [তৎশ্রুত্বা] (তাহা শুনিয়া) বিস্মিতঃ তত্রাস [চ] (আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইলেন)।

অনুবাদ—[ইন্দ্রের অনুচরবর্গ স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া] দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া—শ্রবণেচ্ছু দেবগণের সভায় নারায়ণ ঋষির যোগৈশ্বর্য্যের কথা বর্ণনা করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত ও ভয়ে সন্ত্রস্ত হইলেন।

অনুধ্যান—ইন্দ্রের অনুচরবর্গ, যাঁহারা ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। দেবসভায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিয়া ঋষির যোগৈশ্বর্য্যের কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। দেবরাজ তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইলেন; এবং অপূর্ব্ব সুন্দরী উর্ব্বশীকে দেখিয়া ভাবিলেন, আমি যে সকল অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যে গর্ব্ব করিয়া থাকি, ইনি যে তাহাদের তুলনায় সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠা—শুধু তাহাই নহে—ঋষি ইচ্ছামাত্র এইরূপ কত শত সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং বুঝিলেন তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য, গর্ব্ব, শক্তি সামর্থ্য ঋষির নিকট তুচ্ছ।

হংসস্বরূপ্যবদদচ্যুত আত্মযোগং দত্তঃ কুমার ঋষভো
ভগবান্ পিতা নঃ।
বিষ্ণুঃ শিবায় জগতাং কলয়াবতীর্ণ-স্তেনাহৃতা মধুভিদা
শ্রুতয়ো হয়াস্যে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—অচ্যুতঃ বিষ্ণুঃ (ভগবান বিষ্ণু) জগতাং শিবায় (জগতের কল্যাণের জন্য) কলয়া (নিজ অংশে) হংসরূপী, দত্তঃ কুমারঃ (হংস ভগবান, দত্তাত্রেয়, সনকাদি

কুমারগণ) নঃ পিতা (আমাদের পিতা) ভগবান্ ঋষভঃ (ভগবান্ ঋষভদেবরূপে) অবতীর্ণঃ [সন্] (অবতীর্ণ হইয়া) আত্মযোগম্ অবদৎ (আত্মতত্ত্বলাভের উপায় উপদেশ করিয়াছিলেন) হয়াস্যে তেন মধুভিদা শ্রুতয়ঃ আহৃতাঃ (হয়গ্রীবঅবতারে তিনি মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়া বেদসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—জগতের কল্যাণের জন্য ভগবান বিষ্ণু নিজ অংশে হংসভগবান, দত্তাত্রেয়, সনকাদি কুমারগণ এবং আমাদের পিতা ঋষভ দেবরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বলাভের উপায় উপদেশ করিয়াছিলেন। হয়গ্রীব অবতারে তিনি মধুনামক দৈত্যকে বধ করিয়া বেদসমূহ উদ্ধার করেন।

অনুধ্যান—অবতার অসংখ্য—তন্মধ্যে কেহ অংশ, কেহ কলা, কেহ পূর্ণ। এই শ্লোকে যাঁহাদের নাম করা হইল, তাঁহারা অংশ-অবতার। ভগবান স্বয়ংই কখনো অংশরূপে, কখনো কলারূপে, কখনো পূর্ণরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া জগৎ-কল্যাণের জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন।

গুপ্তোঽপ্যয়ে মনুরিলৌষধয়শ্চ মাৎস্যে ক্রৌড়ে
হতো দিতিজ উদ্ধরতাম্ভসঃ ক্ষ্মাম্।
কৌর্ম্মে ধৃতোঽদ্রিরমৃতোন্মথনে স্বপৃষ্ঠে গ্রাহাৎ
প্রপন্নমিভরাজমমুঞ্চদার্ত্তম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—মাৎস্যে (মৎস অবতারে) অপায়ে (প্রলয়কালে) মনুঃ ইলা ঔষধয়ঃ চ (মনু, পৃথিবী এবং ঔষধিসমূহ) গুপ্তাঃ (রক্ষা করিয়াছিলেন) ক্রৌড়ে (বরাহ-অবতারে) অম্ভসঃ ক্ষ্মাম্ উদ্ধরতা (জল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন) দিতিজঃ হতঃ [চ] (হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন) কৌর্ম্মে (কূর্ম্ম-অবতারে) অমৃতোন্মথনে (অমৃতলাভের জন্য সমুদ্রমন্থনকালে) স্বপৃষ্ঠে অদ্রিঃ ধৃতঃ (নিজ পৃষ্ঠে মন্দার নামক পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন) গ্রাহাৎ (কুম্ভীরের গ্রাস হইতে) আর্ত্তম প্রপন্নম্ ইভরাজম্ (বিপন্ন ও শরণাপন্ন গজরাজকে) অমুঞ্চৎ (মুক্ত করিয়াছিলেন)।

অনুবাদ—(সেই বিষ্ণু) প্রলয়কালে মৎস্য অবতার ধারণ করিয়া মনু, পৃথিবী এবং ঔষধিসমূহ রক্ষা করিয়াছিলেন, বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবীর উদ্ধার এবং দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। কূর্ম্ম অবতারে অমৃতলাভের জন্য সমুদ্রমন্থনকালে মন্দার নামক পর্ব্বতকে নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করেন। শরণাগত ও ভয়ার্ত্ত গজরাজকে কুম্ভীরের গ্রাস হইতে তিনিই মুক্ত করেন।

অনুধ্যান—অবতার-রূপে তাঁহার দেহধারণও বিচিত্র, কারণ তিনি যে কেবল মনুষ্য দেহই ধারণ করেন, তাহা নহে। প্রয়োজন অনুসারে তিনি যেমন দেব ও মনুষ্যদেহ ধারণ করেন, আবার তির্য্যগাদি দেহ অবলম্বনেও জগৎকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই জন্যই ভগবানের অবতারলীলা যেমন বিচিত্র তেমনি মনোরম।

সংস্তুন্বতো নিপতিতান্ শ্রমণানৃষীংশ্চ শক্রঞ্চ
বৃত্রবধতস্তমসি প্রবিষ্টম্।
দেবস্ত্রিয়োঽসুরগৃহে পিহিতা অনাথা জঘ্নেঽসুরেন্দ্র-
মভয়ায় সতাং নৃসিংহে ॥ ১৯ ॥

-সংস্তুন্বতঃ (স্তুতিকারী) নিপতিতান্ (গোষ্পদে পতিত) শ্রমণান্ ঋষীন্ (তপস্যায় ক্ষীণ বালখিল্য ঋষিগণকে) [উদ্দধার] (উদ্ধার করিয়াছিলেন) বৃত্রবধতঃ তমসি প্রবিষ্টম্ (বৃত্রবধহেতু পাপে নিমগ্ন) শক্রম্ অমুঞ্চৎ (ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন) নৃসিংহে (নৃসিংহ অবতারে) অসুরগৃহে পিহিতাঃ অনাথাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ [অমুঞ্চৎ] (অসুরগৃহে আবদ্ধা অনাথা দেবনারীগণকে উদ্ধার করেন) সতাম্ (সাধুব্যক্তির—প্রহ্লাদের) অভয়ায় (অভয় দানের নিমিত্ত) অসুরেন্দ্রং জঘ্নে (অসুররাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন)।

অনুবাদ—তপস্যায় ক্ষীণকলেবর গোষ্পদে পতিত হইয়া বালখিল্য মুনিগণ ভগবানের স্তব করিলে তিনি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে বৃত্রাসুর বধের পাপ হইতে মুক্ত করেন।

অস্থরগৃহে বন্দিনী অনাথা দেবস্ত্রীগণকে উদ্ধার করেন। নৃসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের ন্যায় সাধুজনকে অভয়প্রদানের জন্য অস্থররাজ হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করেন।

অনুধ্যান—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা ভগবান। বিপদে পড়িয়া শরণাপন্ন হইতে হইলে তাঁহারই শরণাপন্ন হও—তিনিই রক্ষা করিবেন। গীতায় তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন,—চার প্রকার ভক্তের মধ্যে আর্ত্তও আমার ভক্ত। অতএব তিনি তাঁহার ভক্তকে রক্ষা না করিয়া পারেন কি? কিন্তু এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব, বিপদে পড়িয়া মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্যের জন্য কাঁদিয়া বেড়াই কিন্তু একবারও তাঁহার দিকে তাকাই না। ভগবৎ-লীলামাহাত্ম্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, যিনি যত বড় পাপী তাপীই হউন না কেন, চোখের জলে বুক ভাসাইয়া একবার তাহার শরণাপন্ন হইতে পারিলেই হইল। কিন্তু হায়! বিষয়মলিন চিত্তে আমাদের সে আস্তিক্যবুদ্ধি কোথায়?

দেবাস্থরে যুধি চ দৈত্যপতীন্ সুরার্থে হত্বান্তরেষু
ভুবনান্যদধাৎ কলাভিঃ
ভূত্বাথ বামন ইমামহরদ্বলেঃ ক্ষ্মাং যাচ্ঞাচ্ছলেন।
সমদাদদিতেঃ সুতেভ্যঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—অন্তরেষু (সকল মন্বন্তরে) কলাভিঃ (কলাবতার গ্রহণ করিয়া) সুরার্থে (দেবতাগণের মঙ্গলের জন্য) দেবাস্থরে যুধি (দেবাস্থরসংগ্রামে) দৈত্যপতীন্ হত্বা (দৈত্যরাজদিগকে বধ করিয়া) ভুবনানি অদধাৎ (ভুবন সকল পালন করিয়াছিলেন) অথ বামনঃ ভূত্বা (আর বামন অবতারে) যাচ্ঞাচ্ছলেন বলেঃ (ভিক্ষার ছলনায় বলির নিকট হইতে) ইমাং ক্ষ্মাম্ অহরৎ (এই পৃথিবী হরণ করেন) অদিতেঃ সুতেভ্যঃ সমদাৎ [চ] (এবং অদিতির পুত্রগণকে প্রদান করেন)।

অনুবাদ—তিনি প্রত্যেক মন্বন্তরে কলাবতার গ্রহণ করিয়া দেবাসুরসংগ্রামে দেবতাদিগের মঙ্গলের জন্য দৈত্যরাজদিগকে বিনাশ-

করিয়া ভুবন সকল পালন করিয়া থাকেন। তিনিই বামন অবতারে ভিক্ষার ছলনায় বলির নিকট হইতে পৃথিবী গ্রহণ করিয়া অদিতি পুত্র-গণকে প্রদান করেন।

অনুধ্যান—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি অবতার লীলায় এমন সব কার্য্য দেখা যায়, যাহা একান্ত সাধারণ এবং অনেক সময় স্থূলবুদ্ধিতে অন্যায় বলিয়া মনে হয়। বামন অবতারে তিনি দৈত্যরাজ বলির নিকট হইতে ত্রিপাদভূমি গ্রহণ করিবার ছলনায় তাঁহাকে একেবারে নিঃস্ব করিলেন—স্থূলদৃষ্টিতে তাহা সমর্থন করা যায় না। কিন্তু পরমকারুণিক পরম পিতা ভগবান কাহারো প্রতি অন্যায় করিতে পারেন না নিশ্চয়ই। আপাতদৃষ্ট কঠোরতাও অন্তিমে তাহার কল্যাণেরই কারণ হইয়া থাকে। বলিরাজ দাতা বলিয়া বড় অভিমানী ছিলেন—এই অভিমান চিত্তের অবিশুদ্ধি। চিত্তদর্পণ—সর্ব্বপ্রকার মলিনতা শূন্য না হইলে, তাহাতে আত্ম-স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। এখানেও বলির চিত্তমালিন্য—অভিমান দূর করিবার জন্যই এইরূপ ছলনাময় খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই গূঢ়রহস্য নিহিত রহিয়াছে যাহা আত্মজ্ঞ ঋষিগণই বুঝিতে সক্ষম; সাধারণ মানবের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

নিঃক্ষত্রিয়ামকৃত গাঞ্চ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো রামস্তু
হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ।
সোঽব্ধিং ববন্ধ দশবক্ত্রমহন্ সলঙ্কং
সীতাপতির্জ্জয়তি লোকমলঘ্ন কীর্ত্তিঃ॥ ২১॥

অন্বয়—হৈহয়কুলাপ্যয়ভার্গবাগ্নিঃ রামঃ (হৈহয়কুল বিনাশকারী অগ্নিসদৃশ ভার্গব পরশুরাম) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একোবিংশতিবার) গাং চ (এই পৃথিবীকে) নিঃক্ষত্রিয়াম্ অকৃত (নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন) সঃ (তিনি) [রামঃ ভূত্বা] (রাম অবতারে) অব্ধিং ববন্ধ (সাগর বন্ধন করেন) সলঙ্কং দশবক্ত্রং অহন্ [চ] (এবং

সবংশে দশানন রাবণকে বধ করেন) লোকমলঘ্নকীর্ত্তিঃ সীতাপতিঃ জয়তি (মানবের পাপ নাশকারী কীর্ত্তিমান, সীতাপতি রামচন্দ্রের জয় হউক)।

অনুবাদ—হৈহয়কুল বিধ্বংশী, অগ্নিসম তেজঃসম্পন্ন ভার্গব পরশু-রাম অবতারে এই পৃথিবীকে একোবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। রাম অবতারে সমুদ্র বন্ধন করেন এবং দশানন রাবণকে সবংশে নিধন করেন। মানবের পাপ নাশকারী কীর্ত্তিমান্, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের জয় হউক।

অনুধ্যান—শ্লোকে আছে "সলঙ্কং" লঙ্কার সহিত রাবণকে বধ করিলেন। এইরূপ আক্ষরিক অনুবাদে কিছুই বুঝা যায় না,—অতএব লঙ্কাবাসী,—সমস্ত রাক্ষস বংশের সহিত, রাবণকে বধ করিলেন এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

ভূমের্ভরাবতরণায় যদুষ্বজন্মা জাতঃ করিষ্যতি
সুরৈরপি দুষ্করাণি।
বাদৈর্ব্বিমোহয়তি যজ্ঞকৃতোঽতদর্হান্ শূদ্রান্ কলৌ
ক্ষিতিভুজো ন্যহনিষ্যদন্তে ॥ ২২ ॥

অন্বয়—অজন্মা (জন্মরহিত ভগবান বিষ্ণু) ভূমেঃ ভরাবতরণায় (পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য। যদুষু জাতঃ (যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া) সুরৈঃ অপি দুষ্করাণি [কর্ম্মাণি] (দেবতাদিগের পক্ষেও কঠিন কর্ম্মসমূহ) করিষ্যতি (করিবেন) [বুদ্ধাবতারে] বাদৈঃ (অহিংসবাদ দ্বারা) অতর্দহান্ যজ্ঞকৃতঃ (যজ্ঞে অনধিকারী ব্যক্তিদিগকে) বিমোহয়তি (মোহিত করিবেন) কলৌ অন্তে (কলিযুগ শেষ হইলে) [কল্কি অবতারে] শূদ্রান্ ক্ষিতি ভুজঃ (শূদ্র রাজাদিগকে) ন্যহনিষ্যৎ (নিধন করিবেন)।

অনুবাদ—অজ ভগবান বিষ্ণু ভূভার হরণ করিবার জন্য যদুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবেন। বুদ্ধ অবতারে যজ্ঞে অনধিকারী ব্যক্তিগণকে অহিংসাবাদ দ্বারা মোহিত করিবেন। কলিযুগের শেষে কল্কি অবতার গ্রহণ করিয়া শূদ্র রাজাদিগকে বধ করিবেন।

অনুধ্যান—জগতের সকল রকম কর্ম—ভাল মন্দ, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রকম কর্ম্মই ভগবৎ-ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে। আমরা যাহাকে তুচ্ছ কর্ম্ম বলি, আমরা যাহাকে মন্দ কর্ম্ম বলি এ সমস্তেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। খণ্ডদৃষ্টিতে সে প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হয় না। প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইলে চাই সমগ্রের পূর্ণ দৃষ্টি। এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডনির্দ্দেশিত যাগ যজ্ঞই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। যজ্ঞে পশু বধ—ফলে অক্ষয় স্বর্গ-লাভ; এই ভ্রান্ত ধারণায় ধর্ম্ম যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া কেবল বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই যে আত্মদৃষ্টিহীন কর্ম্মকাণ্ডের আতিশয্য তাহার সঙ্কোচন করিতে না পারিলে ধর্ম্মরাজ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয় না, সেই জন্যই তিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাগ যজ্ঞের বিরুদ্ধে স্বীয়ধর্ম্ম মত—অহিংসাবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন: খণ্ড দৃষ্টিতে ইহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া না গেলেও অখণ্ড দৃষ্টিতে যুগপ্রয়োজনে ইহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এবম্বিধানি কর্ম্মাণি জন্মানি চ জগৎপতেঃ।
ভূরীণি ভূরিযশসো বর্ণিতানি মহাভুজ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—মহাভুজ! (হে মহাবাহো!) [ঋষিভিঃ] (ঋষিগণ) ভূরিযশসঃ জগৎপতেঃ (অমিতযশা জগৎপতি বিষ্ণুর) এবম্বিধানি (এইরূপ) ভূরীণি জন্মানি কর্ম্মাণি চ (বহুপ্রকার জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ) বর্ণিতানি (বর্ণনা করিলেন)।

অনুবাদ—হে মহাবাহো! ঋষিগণ অমিতযশা জগৎপতি ভগবান বিষ্ণুর এইরূপ বহু প্রকার জন্মকর্ম্মের বিবরণ প্রদান করিলেন।

অনুধ্যান—ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে জন্ম বহুবিধ। সকল জন্মেই তাঁহার কর্ম্ম ও আচরণ অদ্ভুত; সে সকলের বিস্তারিত বর্ণনা ঋষিগণ এইভাবে উপরি-উক্ত শ্লোকসমূহে প্রদান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ
তেষামশান্তকামানাং কা নিষ্ঠাবিজিতাত্মনাম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (শ্রীরাজা বলিলেন,) আত্মবিত্তমাঃ (হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মুণিগণ !) [যে] প্রায়ঃ ভগবন্তং হরিম্ ন ভজন্তি (যাহারা প্রায়শঃ ভগবান হরির ভজনা করে না) তেষাম্ (সেই সকল) অবিজিতাত্মনাম্ (অজিতেন্দ্রিয়) অশান্তকামানাং কা নিষ্ঠা [ভবতি] (বাসনাবিক্ষুব্ধহৃদয় ব্যক্তিগণের কি গতি হইবে) ?

অনুবাদ—রাজা কহিলেন, হে আত্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! প্রায়শঃ যাহারা ভগবান শ্রীহরির ভজনবিমুখ, অজিতেন্দ্রিয়, বাসনাবিক্ষুব্ধহৃদয় সেই সকল ব্যক্তির কি গতি হইবে, বলুন।

অনুধ্যান—ভগবদ্-ভক্ত—শরণাপন্নকে ভগবান পরাশান্তি প্রদান করেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু সকলেই তাঁহার ভক্ত নহে এবং সকলেই সংযতমনা হইয়া কামনা-বাসনাশূন্যহৃদয়ে তাঁহার জন্য তপস্যাও করে না; এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির কি গতি হইবে তাহাই জানিবার জন্য মহারাজ নিমি এইবার প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীচমস উবাচ

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীচমসঃ উবাচ (চমস কহিলেন) পুরুষস্য (আদি পুরুষের) মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ (মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে) গুণৈঃ (সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিবিধ

গুণানুসারে) বিপ্রাদয়ঃ চত্বারঃ বর্ণাঃ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ) পৃথক্ আশ্রমৈঃ সহ জজ্ঞিরে (পৃথক পৃথক আশ্রমের সহিত সৃষ্ট হয়)।

অনুবাদ—চমস কহিলেন, আদি পুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং তৎসঙ্গে পৃথক পৃথক আশ্রমও সৃষ্ট হইল।

অনুধ্যান—সৃষ্টির আদি পুরুষ কার্য্যব্রহ্ম, নামান্তরে ব্রহ্মা ; তাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল। কিন্তু বর্ণসৃষ্টির মূল কথা গুণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের তারতম্য-অনুসারেই বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। যেমন শ্রেষ্ঠ গুণ সত্ত্বাধিক্যে ব্রাহ্মণ, সত্ত্বাশ্রিত রজঃ-আধিক্যে ক্ষত্রিয়, রজঃ-আশ্রিত তমঃ-আধিক্যে বৈশ্য এবং তমোগুণপ্রাধান্যে শূদ্র সৃষ্ট হইল। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" 'গুণ এবং কর্ম্মের পার্থক্য অনুসারেই আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি'। গুণানুযায়ী প্রকৃতি বা স্বভাব অতএব কর্ম্মও তদনুযায়ীই হইবে। চারিটী বর্ণ যেমন সৃষ্ট হইল, তেমন চারিটী আশ্রমও অবধারিত হইল। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। এই চারি আশ্রম জীবনগঠনের—জীবনের পূর্ণতাবিকাশের উপযুক্ত শিক্ষাস্থল।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৩॥

অন্বয়—এষাং যে (এই চারিবর্ণের মধ্যে যাহারা) সাক্ষাৎ আত্মপ্রভবং পুরুষং ঈশ্বরং (নিজেদের সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ আদি পুরুষ ঈশ্বরের) ন ভজন্তি (ভজনা করে না) [অধিকন্তু] অবজানন্তি (অধিকন্তু অবজ্ঞা করে) তে (তাহারা) স্থানাৎ (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে) ভ্রষ্টাঃ (চ্যুত হইয়া) অধঃপতন্তি (অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে যাহারা তাহাদের সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ আদি পুরুষ ঈশ্বরের ভজন করে না অধিকন্তু অবজ্ঞা করিয়া থাকে তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।

অনুধ্যান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম। প্রত্যেক বর্ণের, প্রত্যেক আশ্রমের কর্ত্তব্য যথানির্দ্দিষ্ট। সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমেই আত্মস্বরূপ ভগবানের ভজন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। আত্মস্বরূপ ভগবানের সঙ্গে অভিন্নতাবোধের জন্য গুরু-উপদেশে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত যে চেষ্টা তাহাই তপস্যা—তাহাই ভজন। বর্ণভেদে এবং আশ্রমভেদে কর্ত্তব্যের তারতম্য হেতু ভজনেরও বিধি বিধান একরূপ না হইতে পারে কিন্তু পৃথক পৃথক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্য দিয়াও তাঁহারই ভজন করিতে হইবে, ইহাই ভাগবতের আদেশ। তাহা না হইলে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া অধঃপতিত হইতে হইবে। তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য বৈশ্য নয়, শূদ্র শূদ্র নয়। এইরূপ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমধারীই হউন না কেন তিনি সেই আশ্রমী বলিয়া গণ্য হইবেন না। আসল কথা বর্ণ এবং আশ্রমধর্ম্মের মূলে রহিয়াছে ভগবদ্‌ভক্তি; এই ভগবদ্‌ভক্তিহীন হইয়া কেহই বর্ণ এবং আশ্রমের গৌরব করিতে পারে না।

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥৪॥

অন্বয়—কেচিৎ দূরে হরিকথাঃ কেচিৎ দূরে অচ্যুতকীর্ত্তনাঃ (কেহ কেহ ভগবদ্‌জন্ম-কর্ম্মলীলাকাহিনীর পঠন-পাঠন হইতে এবং কেহ কেহ ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন হইতে দূরে থাকেন) তে (তাঁহারা) স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়ঃ চ এব (এবং স্ত্রী ও শূদ্রগণ) ভবাদৃশাম্ অনুকম্প্যাঃ (আপনাদের কৃপার পাত্র)।

অনুবাদ—ভগবানের জন্মকর্ম্মলীলা-কাহিনীর পঠন-পাঠন এবং তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন যাঁহারা করেন না তাঁহারা এবং স্ত্রী শূদ্র প্রভৃতি আপনাদের কৃপার পাত্র।

অনুধ্যান—এই শ্লোকে যাঁহারা ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করেন না তাঁহাদের সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া স্ত্রী ও শূদ্রকে সর্ব্বদার জন্য কৃপার পাত্র বলা হইয়াছে। তাহার কারণ কি দেখিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তমোগুণাধিক্য ব্যক্তিই শূদ্র; তমোগুণ বুদ্ধির আবরক। অতএব শূদ্রের শাস্ত্রাধিকার নাই বলিলে বুঝিতে হইবে শাস্ত্রের মর্ম্ম অবধারণে তাহাদের অসমর্থতাই ঐরূপ বলার কারণ। বালক অক্ষর পরিচয়ের জ্ঞান লইয়া যেমন উচ্চ দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজি পড়িতে সক্ষম হয় না এবং তজ্জন্য তাহাকে এ বিষয়ে অনধিকারী বলায় বালকের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনে করেন না, শূদ্রের শাস্ত্রের অধিকার নাই বলিলেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। বালক যেমন শিক্ষার ক্রমোন্নতিতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিতে সক্ষম হয় শূদ্রও তেমনি তাহার বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া সুদীর্ঘ কালে পরজন্মে কিংবা বহু জন্মের পর এ বিষয়ে উপযুক্ততা লাভ করিতে পারে। প্রশ্ন উঠিবে এ যুগে যাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অপেক্ষা গুণে এবং কর্ম্মে যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উত্তর কি? যে কারণে এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব দৃষ্ট হয় না, সেই কারণেই উপরি-উক্ত যুক্তিতে শূদ্রের শাস্ত্রাধিকার নাই বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় না। তদুত্তরে ইহা মনে রাখিতে হইবে, কালধর্ম্মে বর্ণ এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটায় বর্ণ গুণানুযায়ী না হইয়া কেবল জন্মগত দাঁড়াইয়াছে; মূলে বর্ণ কেবল জন্মগত ছিল না। তাহা ছাড়া সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলায়, জন্মের মূলে যে বিশুদ্ধি ছিল তাহাও নষ্ট হইয়াছে কাজেই এইরূপ বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহার পর স্ত্রীজাতির কথা। সৃষ্টি ভগবৎ-ইচ্ছায়, আবার তিনিই কার্য্যকারণ উভয়রূপে। অতএব জগতের ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় সবই তিনি। গীতায়ও তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন "রাজসা তামসাশ্চ যে" অর্থাৎ 'রজঃ এবং তমঃ' "নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়"—'আমা ছাড়া অন্য কিছুই নাই'—এতটুকু কিছুই নাই। অখণ্ড দৃষ্টিতে তিনিই সব। পূর্ণ দৃষ্টিতে মন্দ বাদ দিয়া ভাল, অন্যায় বাদ দিয়া ন্যায়, তাঁহার পূর্ণতা বিধান করে না। রমণী জাতি—মাতৃজাতির স্বভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহারা ভাবপ্রবণ—স্নেহপ্রবণ। সৃষ্টির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইহার প্রয়োজন আছে। রমণীহৃদয় যদি স্নেহপ্রবণ, দয়াপ্রবণ না হইত তাহা হইলে দীর্ঘকাল সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়া তৎপর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ সহিয়া শিশুর লালনপালন সম্ভব হইত কি? যে শিশু কালে ব্যাস, বাল্মিকি,—যে শিশু কালে বুদ্ধ, শঙ্কর,—যে শিশু কালে নানক চৈতন্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, মাতৃহৃদয়ের স্নেহমমতাই তাঁহাদিগকে শৈশবে বাঁচাইয়া রাখে নাই কি? কাজেই এই স্নেহপ্রবণতা ও দয়া-প্রবণতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। অন্য দিক দিয়া এই স্নেহ ও দয়াই মোহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। নারীজীবনে মোহ বা আকর্ষণ অধিক। ইহা তমোগুণের লক্ষণ। কাজেই নারীজীবনে ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞানানুশীলন অপেক্ষা সেবাধর্ম্ম স্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রকার আসক্তিহীনতার মূল কথাই হইল ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞানানুশীলন। আধ্যাত্মিক জীবনের মূল ভিত্তিও তাহাই। নারীজীবনে সাধারণতঃ এই সকলের অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে জন্যই শ্লোকে সাধারণতঃই স্ত্রীজাতিকে কৃপার পাত্র বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, নারীজাতিতে কি ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না? হাঁ, দেখা যায়। যেমন গার্গী, সুলভা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ব্যতিক্রম—ব্যতিক্রমই, তাহা সাধারণ নিয়ম নহে। কিছু বলিতে হইলে সাধারণ নিয়ম-অবলম্বনেই

বলিতে হয়। তবে কি নারীজীবনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি অসম্ভব? না, নিশ্চয়ই তাহা নয়, তবে তাহার পথ এবং কার্য্যক্রম স্বতন্ত্র; সে পথ কৃপার পথ—সেবার পথ। সেবাই নারীজীবনে ধর্ম্মসাধনের উপায় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শূদ্রেরও তাহাই। এই সেবাধর্ম্ম নারী ও শূদ্রের স্বভাবগত ধর্ম্ম। কলিমাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"কলিযুগে স্ত্রী ও শূদ্র ধন্য কারণ তাহারা একমাত্র সেবা দ্বারাই সহজে উচ্চ গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।"

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥ ৫॥

অন্বয়—বিপ্রঃ রাজন্যবৈশ্যৌ চ শ্রৌতেন জন্মনা (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রুতি-অনুমোদিত উপনয়ন, বেদ-অধ্যয়ন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া) হরেঃ পদান্তিকং প্রাপ্তাঃ অপি (হরিপদলাভের যোগ্য হইয়াও অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজনের শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করিয়াও) আম্নায়বাদিনঃ (বেদের কর্ম্মকাণ্ডপ্রোক্ত পরকালের সুখ-ঐশ্বর্য্য-লোভে) মুহ্যন্তি (মোহিত হয়)।

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শাস্ত্রবিহিত উপনয়ন, বেদ-অধ্যয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিয়া হরিপাদপদ্মলাভের যোগ্য হইয়াও বেদের কর্ম্মকাণ্ডপ্রশংসিত পরকালে সুখ-ঐশ্বর্য্যলাভে প্রলোভিত হইয়া মোহিত হইয়া থাকে।

অনুধ্যান—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণ যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুই ভাগ। কর্ম্মকাণ্ডে যাগযজ্ঞাদির ফলে পরকালে অক্ষয় স্বর্গ—অতুল সুখৈশ্বর্য্যভোগের কথা আছে। জ্ঞানকাণ্ডে শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মতত্ত্ব কথিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ পরকালের সুখৈশ্বর্য্যলাভের লোভেই মানুষ মোহিত হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব—শ্রীভগবানের কথা ভুলিয়া যায়, ফলে পরমশ্রেয়ঃ—একান্ত মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হয়।

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্ মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ (মূর্খ হইয়াও যাহারা নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করে) স্তব্ধাঃ (অবিনয়ী) কর্ম্মণি অকোবিদাঃ (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অনভিজ্ঞ) মূঢ়াঃ (মূঢ় ব্যক্তিগণ) যয়া মাধ্ব্যা গিরা (বেদের ঐ সকল প্রশংসাপরবাক্যে) উৎসুকাঃ (উৎসাহিত হইয়া) চাটুকান্ বদন্তি (শ্রুতিমধুর বাক্য সকল বলিয়া থাকে)।

অনুবাদ—মূর্খ হইয়াও যাহারা নিজেদের পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে অনভিজ্ঞ, অবিনয়ী, এইরূপ মূঢ় ব্যক্তিগণ বেদের প্রশংসাপর বাক্যে উৎসাহিত হইয়া কত শ্রুতিমধুর বাক্যই বলিয়া থাকে।

অনুধ্যান—এমন একদল লোক আছে যাহারা মূর্খ হইয়াও নিজেদের মহাজ্ঞানী গুণী মনে করে। এইরূপ ব্যক্তিগণ, শাস্ত্রবাক্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে সক্ষম হয় না, অথচ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রশংসাপর বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া মনে করে ইহাই শাস্ত্রের সার কথা। ফলে বুদ্ধির দোষে নিজেরা ভ্রান্ত হয় এবং অন্যের নিকট ঐ সকল শ্রুতি-মধুর বাক্য প্রকাশ করিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়া থাকে।

রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকাঃ অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ (রজগুণের প্রভাবে ভীষণ সঙ্কল্পযুক্ত) কামুকাঃ কামুক) অহিমন্যবঃ (সর্পের ন্যায় ক্রোধী) দাম্ভিকাঃ (দাম্ভিক) মানিনঃ (অভিমানী) পাপাঃ (পাপীগণ) অচ্যুতপ্রিয়ান্ (ভগবানের প্রিয়জনকে) বিহসন্তি (উপহাস করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—রজোগুণ হেতু ভীষণ সঙ্কল্পাত্মক, কামুক, সর্পের ন্যায় ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী, পাপিষ্ঠগণ সাধু সজ্জনদিগকে (ভগবদ্-ভক্তগণকে) উপহাস করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—সাধারণ মানুষ পরশ্রীকাতর। এই পরশ্রীকাতরতা যে শুধু অপরের ধনৈশ্বর্য্যকেই হিংসা করে, তাহা নহে সাধু সজ্জনের সততা, চরিত্রমাধুর্য্য—সমস্তই তাহাদিগের অসহনীয় হইয়া উঠে। কাজেই রজোগুণপরায়ণ—কামনাবিক্ষুব্ধচিত্ত—সর্পসমহিংসুক, দাম্ভিক, নীচমনা ব্যক্তিগণ যে সাধু সজ্জনের প্রতি উপহাসপরায়ণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

বদন্তি তেঽন্যোন্যমুপাসিতস্ত্রিয়ো গৃহেষু মৈথুন্যপরেষু চাশিষঃ।
যজন্ত্যসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং বৃত্ত্যৈ পরং ঘ্নন্তি পশূনতদ্বিদঃ॥ ৮॥

অন্বয়—উপাসিতস্ত্রিয়ঃ তে (স্ত্রীসেবাপরায়ণ ঐ সকল ব্যক্তি) মৈথুন্যপরেষু গৃহেষু (মৈথুন সুখপ্রধান গৃহে) অন্যোন্যম্ (পরস্পরে) আশিষঃ বদন্তি (নানারূপ সুখ লাভ হইবে এইরূপ আলোচনা করিয়া থাকে) অসৃষ্টান্নবিধানদক্ষিণং (দক্ষিণা, অন্নদান ও বিধানবিহীন) যজন্তি (যজ্ঞ করিয়া থাকে) অতদ্বিদঃ (হিংসার দোষ না জানিয়া) বৃত্ত্যৈ (ভোজনের জন্য—রসনা-তৃপ্তির জন্য) পরম্ (কেবল) পশূন্ ঘ্নন্তি (পশুবধ করিয়া থাকে)

অনুবাদ—স্ত্রীসেবারত সেই সকল ব্যক্তি কামসুখপ্রধান গৃহে বাস করিয়া, পরস্পরে নানারূপ সুখ সুবিধার কল্পনা করিয়া থাকে। তাহারা যে সকল যজ্ঞ করে, তাহাও দক্ষিণা, অন্নদান ও বিধানবিহীন। হিংসাজাত পাপবিষয়ে খেয়াল না করিয়া ভোজনের জন্য কেবল পশুবধ করে।

অনুধ্যান—শাস্ত্র আধ্যাত্মিক পথের অন্তরায় এবং সকল দুঃখের আকর নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছে,—"কামিনী ও কাঞ্চন।" কথাটা বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিতে হইবে নতুবা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। জীবমাত্রই সুখান্বেষী। সৃষ্ট জগতে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষও যাহা কিছু করিতেছে সুখের জন্যই করিতেছে। গ্রীষ্মে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, বর্ষার অবিরলধারায় আপাদমস্তক প্লাবিত করিয়া

দিবস যামিনী যে ছুটাছুটী তাহাও সুখেরই জন্য। কিসে এই সুখ? কোন বস্তুর প্রাপ্তিতে এই সুখাশা মিটিবে? কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি রাজা, কি ভিক্ষুক, কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই ধারণা সুখের জন্য চাই সুন্দরী স্ত্রী,—সুখের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। প্রাণপাত পরিশ্রমে উভয়ই লাভ হইল কিন্তু সুখ তো মিলিল না। স্ত্রীসঙ্গ, অতুল ঐশ্বর্য্য কিছুতেই শান্তি আসিল না,—সুখ মিলিল না;—কেবলই অশান্তি—সব কিছু পাইয়াও কি জানি কি পাওয়া হইল না। সুখের জন্য স্ত্রী, ধন, রত্ন এ যেন মৃগ-তৃষ্ণিকা—আলেয়ার আলো—ধরিয়াও ধরা যায় না। তবুও নেশা কাটে না, ধরিবার সাধ মিটে না। এই যে মোহিনী মায়া অর্থের এবং স্ত্রীর—তাহাতে সকলেই বদ্ধ--সকলেই অন্ধ। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছে, যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, তবে কামিনীকাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে—নতুবা শুধু ঘুরিয়াই মরিবে—শান্তিধামে পৌঁছিতে পারিবে না। কামিনী-কাঞ্চন কেবল কি অনিষ্টই করে? হাঁ,—অনিষ্টই করে; তবে, ভগবৎসমর্পিতহৃদয়ে যদি একমাত্র তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া কামিনীকাঞ্চনের শাস্ত্রবিহিত ব্যবহার করিতে পারা যায় তাহা হইলেই এই অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে নতুবা এর অন্য কোন উপায় নাই। এইরূপ কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত যেসকল ব্যক্তি তাহাদের সকল কর্ম্মই স্বেচ্ছাচারজাত;—যজ্ঞাদি করিলেও তাহা বিধিপূর্ব্বক করা হয় না। খাদ্য বিষয়েও উদরপূর্ত্তি এবং রসনার তৃপ্তিই একমাত্র লক্ষ্য থাকে। হিংসাজাত পাপের কথা তাহারা ভাবিতেই পারে না কাজেই পশুবধে—রসনার তৃপ্তি অহরহ চলিয়াছে।

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্ সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্
খলাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—খলাঃ (খলস্বভাব ব্যক্তিগণ) শ্রিয়া (ধন রত্ন সম্পত্তি) বিভূত্যা (ঐশ্বর্য্য) অভিজনেন (আভিজাত্য) বিদ্যয়া (বিদ্যা) ত্যাগেন (দান) রূপেণ (রূপ) বলেন (বল) কর্ম্মণা জাতস্ময়েন অন্ধধিয়ঃ (কর্ম্মের গর্ব্বে অন্ধ হইয়া) সহেশ্বরান্ হরিপ্রিয়ান্ সতঃ (ভগবানের সহিত ভগবানের প্রিয় সাধুদিগকে) অবমন্যন্তি (অবমাননা করে)।

অনুবাদ—খলস্বভাব ব্যক্তিগণ সম্পত্তি, অতুল বৈভব, আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, বিদ্যা, দান, বল ও কর্ম্মক্ষমতার গর্ব্বে অন্ধ হইয়া ভগবান ও তাঁহার ভক্তদিগকে অবমাননা করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—খলস্বভাব ব্যক্তিগণ যদি ধন, রত্ন, সৌন্দর্য্য, আভিজাত্য প্রভৃতি লাভ করে,—তাহার ফলে তাহারা যে শুধু ভোগপরায়ণ স্থূল সুখান্বেষীই হয় তাহা নহে অধিকন্তু তাহাদিগকে গর্ব্বিত, সত্যদৃষ্টিহীন এবং ভগবৎপরাঙ্মুখ করিয়া তোলে। তাহাদের সেই মিথ্যা গর্ব্ব ভগবান এবং তাঁহার ভক্তগণকেও অবজ্ঞা করিতে ছাড়ে না। কাজেই বুঝিতে হইবে ঐগুলি সৎপাত্রে ন্যস্ত না হইলে অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

সর্ব্বেষু শশ্বৎ তনুভৃৎস্ববস্থিতং যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা মনোরথানাং প্রবদন্তি
বার্ত্তয়া ॥ ১০ ॥

অন্বয়—সর্ব্বেষু ভূতেষু (সমস্ত ভূতবর্গে) যথা খম্ অবস্থিতম্ (যেরূপ আকাশ অবস্থিত) শশ্বৎ (নিত্য) বেদোপগীতম্ (বেদপ্রতিপাদ্য) আত্মানম্ (আত্মস্বরূপ) অভীষ্টম্ ঈশ্বরম্ (একমাত্র ইষ্ট পরমেশ্বরের কথা) ন শৃণ্বতে (শ্রবণ করে না) অবুধাঃ (এই সকল অজ্ঞ মানব) মনোরথানাং বার্ত্তয়া প্রবদন্তি (বিষয় সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা—স্ত্রীপুত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকে।

অনুবাদ—সমস্ত ভূতবর্গে আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নিত্য অবস্থিত বেদপ্রতিপাদ্য আত্মস্বরূপ—একমাত্র ইষ্ট পরমেশ্বরের কথা অজ্ঞানী মানবগণ শ্রবণ করে না; কিন্তু স্ত্রীপুত্র ঘর সংসার বিষয়ে আলোচনা সর্ব্বদা করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—সাধারণতঃ আমরা মনে করি, ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায়। কিন্তু শাস্ত্র এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত নহে। গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৭ হইতে ১১নং শ্লোকে জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা উল্লিখিত আছে, তাহা এইরূপ,—অমানিত্ব, অদাম্ভিকত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরচিত্ততা, বহির্মুখীন বৃত্তি সকলের সংযম, ইন্দ্রিভোগ্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, অহঙ্কার বর্জ্জন, জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি এবং দুঃখ—জীবন ধারণের এই সকল অনিবার্য্য দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, স্ত্রী, পুত্র গৃহাদিতে আসক্তিশূন্যতা এবং ইহাদের সুখ দুঃখে অভিভূত না হওয়া, ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন থাকা, এবং আমার প্রতি একনিষ্ঠ অচলা ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে বাসের প্রবৃত্তি এবং বহুজনসমাজে অপ্রবৃত্তি, আত্মজ্ঞানে সদা নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন যে মোক্ষলাভ তদ্বিষয়ক আলোচনায় রত থাকা, এতৎ সমস্তই জ্ঞান শব্দের বাচ্য—ইহাদের অভাব থাকিলে তাহা অজ্ঞান (অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা)। তাহা হইলে যাঁহাদের মধ্যে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইবে তিনিই জ্ঞানী—তাহা না হইলে অজ্ঞানী। কাজেই আমাদের আলোচ্য শ্লোকের অজ্ঞানী ব্যক্তি যে ভগবৎ-আলোচনায় পরাঙ্মুখ হইয়া স্ত্রীপুত্রাদি-বিষয়-সম্বন্ধীয় আলোচনায় রত থাকিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ১১ ॥

অন্বয়—লোকে (জগতে) জন্তোঃ (মনুষ্যগণের) ব্যবায়ামিষমদ্যসেবাঃ (স্ত্রীসঙ্গ, মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান) নিত্যাঃ (প্রায়ই ঘটিয়া থাকে) তু (কিন্তু) তত্র (এসকল বিষয়ে) চোদনা ন (শাস্ত্রবিধি নাই) বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈঃ ব্যবস্থিতি (বিবাহ ও যজ্ঞে যে এ সকলের ব্যবস্থা তাহার অর্থ এ সকলের নিয়মন অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান প্রভৃতি বিবাহ

ও যজ্ঞের দ্বারা নিয়মিত করা হইয়াছে) [অতঃ] (অতএব) আসু (এই সকলে) নিবৃত্তিঃ ইষ্টা (নিবৃত্তিই মঙ্গলজনক)।

অনুবাদ—জগতে স্ত্রীসঙ্গ, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান মানুষ মাত্রেরই ঘটিয়া থাকে কিন্তু শাস্ত্রে এ সকলের বিধান নাই। বিবাহ এবং যজ্ঞে যে এ সকলের ব্যবস্থা আছে তাহার অর্থ এ সকলকে অবাধভাবে চলিতে না দিয়া নিয়মিত করা। কিন্তু এ সকল সম্পূর্ণ ত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

অনুধ্যান—স্ত্রীসঙ্গ, মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলেও শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গ, যজ্ঞে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান যে শাস্ত্রে বিধি বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার অর্থ কি ? হাঁ, এইরূপ বিধান আছে সত্য, কিন্তু ইহা নিষেধ বিধিই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ কেবলমাত্র ঐ সকল স্থানে বিধান দিয়া তাহাকে সংযত—নিয়মিতই করা হইয়াছে। এ বিধানের অর্থ ক্রমশঃ সংযত হইতে বলা—তাই শ্লোকের শেষাংশে বলা হইয়াছে এ সকল হইতে নিবৃত্তিই পরম-মঙ্গল। মনুও বলিয়াছেন "নিবৃত্তিই পরম কল্যাণ।"

ধনঞ্চ ধর্ম্মৈকফলং যতো বৈ জ্ঞানং সবিজ্ঞানমনুপ্রশান্তি।
গৃহেষু যুঞ্জন্তি কলেবরস্য মৃত্যুং ন পশ্যন্তি দুরন্তবীর্য্যম্॥ ১২॥

অন্বয়—ধর্ম্মৈকফলং ধনং (ধর্ম্মার্থেই ধন ব্যয় হওয়া উচিত) যতঃ বৈ (যাহা দ্বারা অর্থাৎ ধন সৎ কর্ম্মে ব্যয় হইলে) জ্ঞানং বিজ্ঞানং অনুপ্রশান্তি (জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং অনন্তর পরাশান্তি লাভ হয়) [তৎ ধনং] (সেই ধন) গৃহেষু কলেবরস্য (স্ত্রীপুত্রাদি ও নিজ দেহের ভোগসুখের জন্য) যুঞ্জন্তি (ব্যয় করেন) দুরন্তবীর্য্যং মৃত্যুং ন পশ্যন্তি) সর্ব্বধ্বংসী মৃত্যুর কথা ভাবে না)।

অনুবাদ—ধর্ম্মার্থেই ধন ব্যয় হওয়া উচিত। সে ধন সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইলে, চিত্তশুদ্ধিতে শাস্ত্রানুশীলন, তৎপর শাস্ত্রানুভূতি ও পরিশেষে পরা শান্তি লাভ হয়। কিন্তু মূঢ় মানব এই ধন কেবলমাত্র স্ত্রী,

পুত্র এবং নিজ দেহের ভোগসুখের জন্যই ব্যয় করে এবং অপরিহার্য্য মৃত্যুর কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না।

অনুধ্যান—অর্থ বন্ধনের কারণ মুক্তির অন্তরায় সর্ব্বত্র কথিত। কিন্তু এই ধন মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণতঃ মুক্তির কারণ হইতে পারে। ধন দেবপূজায়—সাধু-সন্তের সেবায়, পরোপকারে—দীন দুঃখীর দুঃখমোচনে, তীর্থদর্শনে ব্যয়িত হইলে অর্থের অনর্থ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অর্থের সাহায্যে এ সকল সৎকর্ম্ম করিলে চিত্ত-মালিন্য কতক দূরীভূত হয়। তখন শাস্ত্র পাঠে, গুরুকরণে ইচ্ছা জাগ্রত হয়। গুরুলাভ হইলে তাঁহার নিকট হইতে শাস্ত্রজ্ঞান এবং তাঁহার কৃপায় শাস্ত্রানুভূতি ও পরিশেষে পরা শান্তি লাভ হয়। কিন্তু মানুষ—স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে একান্ত আসক্ত মানুষ ধন ধর্ম্মার্থে ব্যয় না করিয়া, ক্ষণস্থায়ী ভোগ সুখের জন্যই ব্যয় করে। মৃত্যু যে প্রতিপদক্ষেপে তাহাকে অনুসরণ করিতেছে তাহা ভুলিয়া অর্থ মৃত্যুর তরণে নহে—বরণেই নিয়োজিত করিতেছে।

যদঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যা ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ॥১৩॥

অন্বয়—[তে] (তাহারা) ইমং বিশুদ্ধং স্বধর্ম্মং (এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম) ন বিদুঃ (জানে না) যদ্ (যে) সুরায়াঃ ঘ্রাণভক্ষঃ বিহিতঃ (মদ্যের ঘ্রাণ লওয়াই বিধি) [ন তু পানম্] (পান করা বিধি নহে) তথা (সেইরূপ) পশোঃ আলভনং [বিহিতম্] (যজ্ঞার্থে পশু বধ বিহিত) ন হিংসা (মাংস ভক্ষণের জন্য পশু বধ বিহিত হয় নাই) এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া [বিহিতঃ] (একমাত্র সন্তান-উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীসঙ্গ বিহিত) ন রত্যৈ (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নহে)।

অনুবাদ—কার্য্যবিশেষে শাস্ত্র সুরার ঘ্রাণ লওয়াই বিধান করিয়াছে, (পান করিতে বলে নাই) যজ্ঞেই পশুবধের ব্যবস্থা দিয়াছে, নিজ উদরপূর্ত্তির জন্য পশুবধ করিতে বলে নাই, একমাত্র সন্তান-উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীসঙ্গ করিতে বলিয়াছে—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য স্ত্রীসঙ্গ করিতে বলে নাই; অজ্ঞানী মানব শাস্ত্রের এই বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম অবগত নহে।

অনুধ্যান—শাস্ত্রে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশুবধ এবং মদ্য ব্যবহারের বিধি দৃষ্ট হয়—তাহার যথার্থ অর্থ এইরূপ। বিবাহিত জীবনেও একমাত্র সন্তানলাভের জন্যই স্ত্রীসঙ্গ করা যাইবে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির জন্য স্ত্রীসঙ্গ শাস্ত্রবিধি নহে,—অতএব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। পশুবধও যজ্ঞার্থেই বিধি, তাহা না করিয়া লোভের বশীভূত হইয়া রসনাতৃপ্তির জন্য পশুবধ অন্যায়---গর্হিত আচরণ। কোন কোন যজ্ঞে সুরাব্যবহারের যে কথা আছে তাহার অর্থ সুরাপান নহে, সুরার ঘ্রাণ গ্রহণ করা। কিন্তু প্রবৃত্তিপরায়ণ মানব শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া বিবাহকে অবাধ স্ত্রীসঙ্গের উপায় করিয়া লইয়াছে। মদ্যপান এবং মাংসভক্ষণ শাস্ত্রবিধি বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছে, এইরূপে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানব শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আহারে বিহারে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সুখ শান্তির পরিবর্ত্তে অহরহ দুঃখ কষ্টের দাবদাহে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে।

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥ ১৪॥

অ—তু (কিন্তু) অনেবম্বিদঃ (এইরূপ শাস্ত্র না জানিয়া) যে অসন্তঃ (যে সকল অসাধু ব্যক্তি) স্তব্ধাঃ (মূঢ়) সদভিমানিনঃ (সাধু বলিয়া অভিমানকারী) বিশ্রব্ধাঃ (অসঙ্কোচ চিত্তে) পশূন্ দ্রুহ্যন্তি (পশুহত্যা করে) তে (নিহত পশুগণ) তান্ (সেই সকল ব্যক্তিকে) খাদন্তি (ভক্ষণ করিয়া থাকে)।

অনুবাদ—শাস্ত্রার্থ যথাযথ না জানিয়া যে সকল অসাধু, মূঢ় এবং সাধু বলিয়া অভিমানকারী ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে পশুবধ করে, মৃত্যুর পর ঐ সকল নিহত পশুগণ পরলোকে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে।

অনুধ্যান—শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের পরিভাষা অবগত হইয়াই অনেকে নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া

অভিমান করে, এইরূপ বৃথা অভিমানকারী ব্যক্তি নিঃসঙ্কোচে পশুবধ করিয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রই ফলপ্রসূ। এই সকল হিংসাজনিত কর্ম্মও ফলদান করিতে বাধ্য। কর্ম্মের কর্ত্তাই কর্ম্মফল-ভোক্তা. কাজেই নিহত পশুগণ পরকালে তাহাদের বধকারীকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্র শুধু ভাষা নহে, শাস্ত্র রহস্য। সে রহস্য শুধু বুদ্ধির দ্বারা উদ্ঘাটিত হয় না। গুরু কৃপাতেই সে গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয়, তাই শাস্ত্রই বলিয়াছে, "শাস্ত্র গুরুমুখী।" যাহারা গুরুকৃপা ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে প্রয়াসী তাহাদের এইরূপ ভুল হওয়া এবং দুঃখভাগী হওয়া স্বাভাবিকই।

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—সানুবন্ধে অস্মিন্ মৃতকে (স্ত্রীপুত্রাদিসহ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে) বদ্ধস্নেহাঃ (মমতাবদ্ধ হইয়া) পরকায়েষু স্বাত্মানং ঈশ্বরং হরিং (পরদেহস্থিত নিজ আত্মস্বরূপ ভগবান হরিকে) দ্বিষন্তঃ (হিংসা করিয়া) অধঃপতন্তি (অধঃপতিত হয়)।

অনুবাদ—স্ত্রী পুত্রাদিসহ এই ক্ষণভঙ্গুর দেহে মমতাবদ্ধ হইয়া (ঐ সকল ব্যক্তি) পরদেহস্থিত নিজ আত্মস্বরূপ ভগবান হরিকে হিংসা করিয়া অধোগামী হয়।

অনুধ্যান—সর্ব্বদেহে—সর্ব্বজীবে এক ভগবানই অবস্থিত। জীব সেই ভগবানেরই অভিন্ন অংশ অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ আত্মাই সর্ব্বত্র বিরাজিত। দেহসর্ব্বস্ব স্ত্রী পুত্রাদিতে মোহযুক্ত মানব একথা বুঝিতে পারে না; ফলে 'আমি'-'তুমি' ভেদ জ্ঞান সৃষ্টি করিয়া অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। নিজ উদর পূর্ত্তির জন্য পশুবধ, নিজ সুখের জন্য পরপীড়ন এ সমস্তই যে সর্ব্বত্র অবস্থিত নিজ আত্মস্বরূপ ভগবানেরই প্রতি হিংসা ছাড়া আর কিছু নহে, তাহা না বুঝিয়া অধোগামী—নরকে পতিত হয়।

যে কৈবল্যমসম্প্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে॥ ১৬॥

য়—যে কৈবল্যম্ অসম্প্রাপ্তাঃ (যাহারা মোক্ষ লাভ করে নাই) যে চ মূঢ়তাম্ অতীতাঃ (কিন্তু একান্ত জড়বুদ্ধিও নহে) যে চ ত্রৈবর্গিকাঃ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম. এই ত্রিবর্গ যাহাদের কাম্য) অক্ষণিকাঃ (দেহাত্মবুদ্ধি) তে (তাহারা) আত্মানং ঘাতয়ন্তি (আত্মঘাতী)।

অনুবাদ—যাহারা মোক্ষ লাভ করে নাই কিন্তু একান্ত জড়বুদ্ধিও নহে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই যাহাদের কাম্য (আত্মতত্ত্ব লাভে যাহারা প্রয়াসী নয়) সেই সকল দেহাত্মবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মঘাতী।

অনুধ্যান—তমঃপ্রধান ব্যক্তি জড়বুদ্ধি। এ অবস্থায় কোন প্রকার কর্ম্ম করিবার উৎসাহ বা সামর্থ্যই তাহার থাকে না। এমন কি নিজের ব্যক্তিগত সুখ—দৈহিক সুখ সুবিধার কথাও ভাবিতে পারে না—যখন যে অবস্থায় পতিত হয় সে অবস্থাতেই নিশ্চেষ্টভাবে পশুবৎ জীবন যাপন করে। কিন্তু যাহাদের অবস্থা এইরূপ নহে—যাহারা রজস্তমো-মিশ্রিত বুদ্ধিযুক্ত তাহাদের সুখ সুবিধা ভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে; অবশ্য এ সুখভোগ দেহানুকূল সুখভোগ। এইরূপ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গকেই কাম্য বলিয়া মনে করে, চতুবর্গের অন্যতম—মোক্ষের কথা তাহারা ভাবে না।

ত্রিবর্গের সিদ্ধিতে যে সুখভোগ তাহা ইহ ও পরকালে লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ দেহানুকূল এবং ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মোক্ষ—যাহা মানবকে সর্ব্বত্র আত্মানুভূতিতে অনন্ত আনন্দের অধিকারী করে, তাহা নিত্যকাল-স্থায়ী—কোন অবস্থাতেই তাহার ক্ষয় ব্যয় নাই। সর্ব্ববিধ্বংসী কালও তাহার বিনাশ করিতে পারে না। গীতায়ও আছে—"প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"। আত্মানুসন্ধানহীন ব্যক্তিই যথার্থ আত্মঘাতী। আত্মার কল্যাণার্থী না হইয়া তদ্‌বিপরীত কর্ম্ম করিলে তাহাতে যে অমঙ্গল সাধিত হয়,—

তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যারই নামান্তর—তাই শাস্ত্র সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যক্তিকে আত্মঘাতী বলিয়াছে।

শ্রুতিতেও আছে ঃ—

"অস্থূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ঈশ ৩

অর্থ—'যাহারা অবিদ্যাবশতঃ আত্মানুসন্ধানে বিরত সেই সকল আত্মঘাতী ব্যক্তি দেহান্তে অসুরদিগের বাসভূমি আলোকবিহীন, অন্ধকারাবৃত লোকসমূহে গমন করে।'

**এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ॥ ১৭॥**

অন্বয়—এতে আত্মহনঃ অশান্তাঃ (এই সকল আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি অশান্ত) অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ (অজ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া মনে করে) কালধ্বস্তমনোরথাঃ (সর্ব্ববিধ্বংসী কাল তাহাদের সকল প্রকার সুখকল্পনাই বিনাশ করিয়া থাকে) অকৃত-কৃত্যাঃ বৈ (আত্মজ্ঞান লাভ না করিয়া) সীদন্তি (দুঃখ পাইয়া থাকে)।

অনুবাদ—এই সকল আত্মঘাতী ব্যক্তি শান্তিহীন এবং অজ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া মনে করে। সর্ব্ববিধ্বংসী কাল তাহাদের সকল প্রকার সুখকল্পনাকেই বিনাশ করিয়া থাকে। অতএব আত্মজ্ঞানহীন এই সকল ব্যক্তি দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

অনুধ্যান—মোক্ষাকাঙ্ক্ষায় বিমুখ ব্যক্তিই আত্মঘাতী তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এইরূপ ব্যক্তি মনে করে—দেহ সম্পর্কীয় ভোগসুখই একমাত্র কাম্য, কিন্তু সর্ব্ববিধ্বংসী কাল অচিরেই নিজের অথবা প্রিয়জনের যে সকল দেহ-অবলম্বনে সুখভোগ হইবে বলিয়া মনে করা যায় তাহা বিনাশ করিয়া দেয়। যাহা ধ্বংসশীল—তাহার ধ্বংস হইবেই। অতএব জগতের নশ্বর বস্তুসমূহ-অবলম্বনে অবিনশ্বর সুখের কল্পনা যে ব্যথা বেদনায় পরিসমাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

নিত্যত্বে শান্তি—ক্ষণিকত্বে অশান্তি এ কথা বুঝিতে না পারিলে শান্তির আশা সুদূরপরাহত। দেহ আজ আছে—কাল নাই ; দেহ ক্ষণিক অতএব দেহাত্মবাদীর অশান্তি তো নিত্য সহচর। সুখ পাইতে চাও, শান্তির অমৃতধারায় অভিষিঞ্চিত হইতে ইচ্ছা কর, আত্মতত্ত্বান্বেষী হও,—গুরুকৃপায় সর্ব্বত্র আত্মানুভূতি লাভ করিয়া নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

হিত্বাত্যায়াসরচিতা গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ।
তমো বিশন্ত্যনিচ্ছন্তো বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—বাসুদেবপরাঙ্মুখাঃ (ভগবদ্‌বিমুখ এই সকল ব্যক্তি) অত্যায়াসরচিতাঃ গৃহাপত্যসুহৃচ্ছ্রিয়ঃ (বহু কষ্টে উপার্জ্জিত গৃহ, পুত্র, সুহৃদ, ধন) অনিচ্ছন্তঃ হিত্বা (অনিচ্ছায় ত্যাগ করিয়া) তমঃ বিশন্তি (মৃত্যুমুখে পতিত হয়)।

অনুবাদ—ভগবদ্বিমুখ এই সকল ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া তাহাদের বহু পরিশ্রমলব্ধ গৃহ, সন্তান, সুহৃদ্, ধনরত্ন প্রভৃতি একান্ত অনিচ্ছায় ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

অনুধ্যান—জনমের সহিত মরণের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। যে জন্মিয়াছে সে মরিবেই। এই জন্ম মৃত্যুর খেলা অহরহ আমাদের চোখের সম্মুখে চলিয়াছে তবুও এমনি আমরা মোহান্ধ যে জীবনের এই অপরিহার্য্য মৃত্যুর কথা ভুলিয়া যাই। মহাভারতে দেখি, "আশ্চয্য কি ?" বকরূপী ধর্ম্মের এই প্রশ্নের উত্তরে, যুধিষ্ঠির বলিতেছেন "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্, শেষাঃস্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চয্যমতঃপরম্ ?" 'দিবারাত্র কত লোক চোখের সম্মুখে মরিতেছে কিন্তু তবু মানুষ নিজের মৃত্যুর সম্বন্ধে ভাবে না, মনে করে সে চিরদিনই থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে ?' বাস্তবিকই মোহান্ধ মানব এমনি করিয়া স্ত্রী পুত্র, ঘর বাড়ী, ধন রত্ন আকড়াইয়া বসে, দেখিলে মনে হয়, এ বুঝি আর তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে না—এ সুখের হাট কখনো ভাঙ্গিবে না, কিন্তু হায়! তাহাতো হইবার নয়—সৃষ্টির সঙ্গেই যে

ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইয়াছে—সময়ে তাহাতে ফল ফলিবেই—সুখের হাট ভাঙ্গিবেই। ইচ্ছা না থাকিলেও এ সংসার হইতে যাইতে হইবে—মৃত্যুর হাত হইতে কাহারো নিস্তার নাই। তবে কি সকলেরই এক অবস্থা? না, তাহা নয়। ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিই এই সংসারকে চিরস্থায়ী বাসস্থান মনে করিয়া জাগতিক ভোগ সুখকেই একমাত্র কাম্য স্থির করিয়া এ সকলকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। অপরিহার্য্য কাল যখন তাহাদের এই সাধে বাদ সাধিতে আসে—মৃত্যু যখন আসন্ন—তখন ভয় ভীতিতে আৎকাইয়া উঠে—দিশাহারা শান্তিহারা হইয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। কিন্তু ভগভক্ত জানে দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন, ঘর, বাড়ী দুদিনের—দুদিন যাইতে না যাইতেই সব ফুরাইয়া যাইবে। পথিকে পথিকে পান্থশালায়—ক্ষণিকের মিলন মাত্র! তাহার একান্ত আশ্রয় ভগবৎপাদপদ্ম—কাজেই মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় সে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে পারে।

শ্রীরাজোবাচ

কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহোচ্যতাম্॥ ১৯॥

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (রাজা নিমি কহিলেন) [হে মুনিগণ] (হে মুনিগণ!) সঃ ভগবান্ (সেই ভগবান বাসুদেব) ইহ (এই সংসারে) কস্মিন্ কালে (কোন যুগে) কিং বর্ণঃ কীদৃশঃ (কি বর্ণ ও কিরূপ আকারবিশিষ্ট) কেন নাম্না (কি নামে) [কেন] বিধিনা (কি নিয়মে) নৃভিঃ পূজ্যতে (মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পুজিত হইয়া থাকেন) তৎ উচ্যতাম্ (তাহা বলুন)।

অনুবাদ—রাজা নিমি কহিলেন, হে মুনিগণ! ভগবান বাসুদেব কোন যুগে কি বর্ণ ও কি আকৃতিবিশিষ্ট এবং পৃথিবীতে মনুষ্যগণ তখন কি নাম এবং কিরূপ বিধি বিধানে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে, তাহা বলুন।

অনুধ্যান—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ। ভগবান প্রত্যেক যুগে যুগোপযোগী পৃথক পৃথক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হন। যুগভেদে পৃথক পৃথক মূর্ত্তির পূজাপদ্ধতিও এক নহে। মহারাজ নিমি সে সকলের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্রীকরভাজন উবাচ

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়—শ্রীকরভাজনঃ উবাচ—(করভাজন কহিলেন) কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঃ কলি চ ইতি এষু (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই যুগসমূহে) কেশবঃ (ভগবান কেশবের) নানাবর্ণাভিধাকারঃ (নানা বর্ণ, আকৃতি ও নাম হইয়া থাকে) [সঃ] নানা এব বিধিনা [চ] ইজ্যতে (এবং তিনি নানা রকম বিধি বিধানে পূজিত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—ঋষি করভাজন কহিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই যুগচতুষ্টয়ে ভগবান নানাবর্ণ, নানারূপ ও নানা নাম ধারণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণ যুগভেদে নানা বিধানে তাঁহার পূজা করেন।

অনুধ্যান—পূর্ব্ব শ্লোকের অনুধ্যানে যাহা বলা হইয়াছে এই শ্লোকের মর্ম্মার্থও তাহাই।

কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জ্জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ডকমণ্ডলূ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—কৃতে(সত্য যুগে) [ভগবান্] শুক্লঃ (ভগবান্ শ্বেতবর্ণ) চতুর্বাহুঃ (চারি হস্তযুক্ত) জটিলঃ (জটাধারী) বল্কলাম্বরঃ (বল্কলপরিধায়ী) কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ (কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত উপবীত, রুদ্রাক্ষ,) দণ্ডকমণ্ডলূ চ বিভ্রৎ (এবং দণ্ডকমণ্ডলুধারী)।

অনুবাদ—সত্যযুগে ভগবান শ্বেতবর্ণ, চারিহস্তবিশিষ্ট, জটাজূট-মণ্ডিত, বল্কলপরিহিত এবং কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মনির্ম্মিত উপবীত, রুদ্রাক্ষের মালা, দণ্ড ও কমণ্ডলূ ধারণ করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—এই শ্লোকে ভগবান সত্যযুগে যে বর্ণ ও যে আকার ধারণ করেন এবং যেরূপ বসনভূষণ পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা বলা হইল।

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চ দমেন চ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—তদা তু মনুষ্যাঃ (সত্যযুগে মনুষ্যগণ) শান্তাঃ নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃ সমাঃ (শান্তস্বভাব, বৈরভাবহীন, সৌহার্দ্দযুক্ত, সমদর্শী) [সন্তঃ] (হইয়া) শমেন দমেন চ, তপসা চ দেবং যজন্তি (শমদমযুক্ত তপস্যা দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—সত্যযুগে মনুষ্যগণ শান্তস্বভাব, বৈরভাবহীন, বন্ধুভাবাপন্ন ও সকলের প্রতি সমদর্শী হয়েন। তখন তাঁহারা শমদমযুক্ত তপস্যার দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সত্যযুগ—সত্ত্বগুণপ্রধান। সে যুগে মনুষ্যচরিত্রে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু পরস্পরের মধ্যে সমদর্শন, প্রীতি, ভালবাসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, বিদ্বেষ,—সে যুগে মনুষ্য চরিত্রকে কলুষিত করে না। সকলেই জিতেন্দ্রিয়, তপস্যাপরায়ণ ও ভগবদ্ভক্ত।

হংসঃ সুপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্ম্মো যোগেশ্বরোঽমলঃ।
ঈশ্বরঃ পুরুষোঽব্যক্তঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—[তদা সঃ] (তখন ভগবান) হংসঃ (হংস) সুপর্ণঃ (সুপর্ণ) বৈকুণ্ঠঃ (বৈকুণ্ঠ) ধর্ম্মঃ (ধর্ম্ম) যোগেশ্বরঃ (যোগেশ্বর) অমলঃ (অমল) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অব্যক্তঃ (অবক্ত) পরমাত্মা (পরমাত্মা) ইতি গীয়তে (এই সকল নামে অভিহিত হয়েন)।

অনুবাদ—সত্যযুগে ভগবান হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, অব্যক্ত ও পরমাত্মা এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

অনুধ্যান—প্রত্যেক যুগে যুগোপযোগী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবান সেই যুগে যে একই নামে অভিহিত হন, তাহা নহে। সত্যযুগে ভগবান বহুবিধ নামে অভিহিত হন, যথা—হংস, সুপর্ণ ইত্যাদি।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—ত্রেতায়াং অসৌ রক্তবর্ণঃ (ত্রেতা যুগে ভগবান রক্তবর্ণ) চতুর্ব্বাহুঃ (চারি হস্তবিশিষ্ট) ত্রিমেখলঃ (ত্রিগুণিত মেখলাধারী) হিরণ্যকেশঃ (পিঙ্গলকেশ) ত্রয্যাত্মা (যজ্ঞমূর্ত্তি) স্রুক্স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ (স্রুক্স্রুবাদি পাত্রধারী)।

অনুবাদ—ত্রেতা যুগে ভগবান রক্তবর্ণ, চারি হস্তবিশিষ্ট, ত্রিগুণিত মেখলাপরিহিত, পিঙ্গলকেশ, স্রুক্স্রুবাদি যজ্ঞপাত্রধারী। তখন তিনি যজ্ঞমূর্ত্তি।

অনুধ্যান—কৌপীন পরিবার জন্য কোমরের চতুর্দ্দিকে যে সূত্র পরিবেষ্টিত হয়, তাহারই নাম মেখলা। ইহার অপর নাম ডোর। কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা যদ্দ্বারা যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাম স্রুব। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার কালে প্রথমে যে পাত্রে তাহা পতিত হয়, তাহার নাম স্রুক। উভয়ই যজ্ঞপাত্র।

তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিম্।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—তদা (তখন) ধর্ম্মিষ্ঠাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ মনুজাঃ (ধর্ম্মশীল ব্রহ্মবাদী মানবগণ) ত্রয্যা বিদ্যয়া (বেদোক্ত বিধানে) সর্ব্বদেবময়ং তং দেবং হরিং (সর্ব্বদেবের আধারস্বরূপ সেই দেব শ্রীহরির) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—ত্রেতাযুগে ধর্ম্মশীল ব্রহ্মবাদী মানবগণ বেদোক্ত বিধানে সর্ব্বদেবের আধারভূত সেই ভগবান শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সত্যযুগ সত্ত্বগুণপ্রধান। এক্ষণে ত্রেতাযুগের কথা হইতেছে; এ যুগে সত্ত্বের সঙ্গে রজঃ মিশ্রিত, কাজেই বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদিক্রিয়াসমন্বিত ধর্ম্ম তখন প্রবর্ত্তিত হয়। যজ্ঞ, দান, ধ্যান, সুকঠোর তপশ্চরণ প্রভৃতির দ্বারা তখন শ্রীহরির পূজা হইয়া থাকে।

বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ সর্ব্বদেব উরুক্রমঃ।
বৃষাকপির্জ্জয়ন্তশ্চ উরুগায় ইতীর্য্যতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—[তদা সঃ] (তখন ভগবান্) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) পৃশ্নিগর্ভঃ (পৃশ্নিগর্ভ) সর্ব্বদেবঃ (সর্ব্বদেব) উরুক্রমঃ (উরুক্রম) বৃষাকপিঃ (বৃষাকপি) জয়ন্তঃ (জয়ন্ত) উরুগায়ঃ চ ইতি ঈর্য্যতে (উরুগায় এই সকল নামে অভিহিত হন)।

অনুবাদ—তখন ভগবান বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত, উরুগায় এইসকল নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

অনুধ্যান—ত্রেতাযুগেও ভগবান বহুবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—বিষ্ণু, যজ্ঞ, ইত্যাদি।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

দ্বাপরে ভগবান্ (দ্বাপর যুগে ভগবান) শ্যামঃ (শ্যামবর্ণ) পীতবাসা (পীতবস্ত্রপরিহিত) নিজায়ুধঃ (সুদর্শনাদি নিজ অস্ত্রধারী) শ্রীবৎসাদিভিঃ অঙ্কৈঃ (শ্রীবৎসাদি চিহ্নে) লক্ষণৈঃ চ উপলক্ষিতঃ (এবং অন্যান্য সুলক্ষণযুক্ত হইয়া পরিচিত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—দ্বাপরযুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্রপরিহিত, সুদর্শনাদি নিজ অস্ত্রসমূহ ধারণকারী; শ্রীবৎসাদি চিহ্নযুক্ত, এবং অন্যান্য সুলক্ষণ দ্বারা শোভিত হইয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

অনুধ্যান—বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, হস্তপদে পদ্মাদি চিহ্ন, হৃদয়ে কৌস্তুভমণি, এ সমস্ত দ্বাপরযুগে ভগবানের বিশেষ চিহ্ন।

তং তদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—নৃপ! (হে রাজন্!) তদা (তখন) পরং (পরমেশ্বরকে) জিজ্ঞাসবঃ মর্ত্ত্যাঃ (জানিতে ইচ্ছুক মনুষ্যগণ) মহারাজোপলক্ষণং তং পুরুষং (মহারাজোচিতচিহ্নযুক্ত সেই

পরম পুরুষকে) বেদতন্ত্রাভ্যাং (বেদ ও তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—হে নৃপ! তখন পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া মনুষ্যগণ, রাজোচিত চিহ্নযুক্ত সেই পরমপুরুষকে বেদ ও তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী পূজা করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—সত্য ও ত্রেতাযুগে সমস্তই শুদ্ধ বেদধর্মী কিন্তু দ্বাপরে বেদানুকূল তন্ত্রের বিধান ও বেদবিধানের সহিত যুক্ত হইল। সে সময় যাঁহারা আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য ভগবানের পূজার্চ্চনায় রত হন, তাঁহারা বেদ ও তন্ত্রের বিধান পালন করিয়া থাকেন।

> নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
> প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥ ২৯ ॥
> নারায়ণায় ঋষয়ে পুরুষায় মহাত্মনে।
> বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥ ৩০ ॥
> ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ! স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
> নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—উর্ব্বীশ! (হে রাজন্!) দ্বাপরে (দ্বাপর যুগে) [মনুষ্যাঃ] (মনুষ্যগণ) বাসুদেবায় তে নমঃ (হে বাসুদেব তোমায় নমস্কার) সঙ্কর্ষণায় তে নমঃ (তুমি সঙ্কর্ষণ, তোমাকে নমস্কার) প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় চ তুভ্যং নমঃ (হে ভগবান্! তুমি প্রদ্যুম্ন, তুমি অনিরুদ্ধ, তোমাকে নমস্কার) নারায়ণায় ঋষয়ে মহাত্মনে পুরুষায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে [ভগবতে তে] নমঃ (তুমি নারায়ণ ঋষি, পরমপুরুষ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী, সর্ব্বভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার) ইতি (এইরূপে) জগদীশ্বরং স্তুবন্তি (জগদীশ্বরকে স্তুতি করিয়া থাকে) কলৌ অপি (কলি যুগেও) নানাতন্ত্রবিধানেন (নানা তন্ত্রের নিয়ম-অনুযায়ী) [যথা যজন্তি] (যেরূপে পূজা করিয়া থাকে) তথা (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)।

অনুবাদ—হে রাজন্! দ্বাপরযুগে মনুষ্যগণ, হে বাসুদেব তোমায় নমস্কার, তুমি সঙ্কর্ষণ তোমাকে নমস্কার; হে ভগবান্ তুমি প্রদ্যুম্ন, তুমি

অনিরুদ্ধ তোমায় নমস্কার; হে ভগবান্, তুমি নারায়ণ ঋষি, তুমি পরম পুরুষ, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী, সর্ব্বভূতাত্মা, তোমাকে নমস্কার; এইরূপে জগদীশ্বরের স্তুতি করিয়া থাকে। কলিকালেও নানাতন্ত্রের বিধানে যেরূপে ভগবানের পূজা করিয়া থাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অনুধ্যান—দ্বাপরযুগে বেদ বিধানের সহিত তন্ত্রোক্ত বিধানযুক্ত, কিন্তু কলিতে তন্ত্রোক্ত বিধানেরই প্রাধান্য।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ৩২॥

অন্বয়—তদা (কলিকালে) সুমেধসঃ (বিবেকী ব্যক্তিগণ) সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ (সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা) ত্বিষা কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণং (ইন্দ্রনীলমণিসম উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (তাঁহার হৃদয়াদি অঙ্গ, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গ, সুনন্দাদি পার্ষদ ও সুদর্শনাদি অস্ত্রের সহিত) যজন্তি হি (পূজা করিয়া থাকেন)।

অনুবাদ—কলিকালে বিবেকিব্যক্তিগণ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা হৃদয়াদি অঙ্গসহ, কৌস্তুভাদি উপাঙ্গযুক্ত, সুনন্দাদি পার্ষদপরিবৃত, ইন্দ্রনীলমণিসদৃশ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই সিদ্ধমূর্ত্তি, যুগোপযোগী এই মূর্ত্তির উপাসনাতেই পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং
শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং বন্দে মহাপুরুষ!
তে চরণারবিন্দম্॥ ৩৩॥

[তদা] (তখন অর্থাৎ কলিকালে মনুষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন)—মহাপুরুষ! (হে মহাপুরুষ!) প্রণতপাল (ভক্তপ্রতিপালক) সদা ধ্যেয়ং (সর্ব্বদা ধ্যানযোগ্য) পরিভবঘ্নম্ (পরাভবনাশক, ইন্দ্রিয়াভিভূত ব্যক্তির মোহবিনাশক) অভীষ্টদোহং (মনোবাঞ্ছাপূরণকারী) তীর্থাস্পদং (সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ)

শিববিরিঞ্চিনুতং (শিব ও ব্রহ্মার বন্দনীয়) শরণ্যম্ (আশ্রিতজনের রক্ষক) ভৃত্যার্ত্তিহং (ভক্তের দুঃখহারী) ভবাব্ধিপোতং (ভবসাগর-উত্তরণের ভেলাস্বরূপ) তে চরণারবিন্দম্ বন্দে (আপনার চরণকমল বন্দনা করি)।

অনুবাদ—কলিকালে মনুষ্যগণ এইরূপ স্তব করিয়া থাকেন—হে মহাপুরুষ, ভক্তপ্রতিপালক, সর্ব্বদা ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয়াভিভূত ব্যক্তির মোহবিনাশক, মনোবাঞ্ছাপূরণকারী, সকল তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ, ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণের বন্দনীয়, আশ্রিতজনের রক্ষক, ভক্তের দুঃখহারী, সংসারসমুদ্র-উত্তরণের ভেলাস্বরূপ তোমার চরণকমল বন্দনা করি।

অনুধ্যান—কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মানবের একমাত্র আশ্রয়, সর্ব্বদুঃখবিনাশক, সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। দুঃখময় জগতে দুঃখ আছে—থাকিবেই। আছে মিলনে বিচ্ছেদ, যৌবনে বার্দ্ধক্য,—দেহের সৌন্দর্য্য, অটুট স্বাস্থ্য পরমুহূর্ত্তে ব্যাধিকবলিত—তবে সুখ, শান্তি, নিশ্চিন্ততা কোথায়? আছে—যদি আত্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের একমাত্র আশ্রয় করিতে পার, তাহা হইলে সকল দুঃখ কষ্টের মাঝেও বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ধর্ম্মিষ্ঠ
আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্ বন্দে মহাপুরুষ
তে চরণারবিন্দম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—মহাপুরুষ! (হে মহাপুরুষশ্রেষ্ঠ!) ধর্ম্মিষ্ঠ! (ধার্ম্মিক) আর্য্যবচসা (পিতৃবাক্যে) সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা (দেবতাগণেরও কাম্য—যাহা সহজে ত্যাগ করা যায় না, এমন রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া) যৎ অরণ্যম্ অগাৎ (যিনি বনে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাম অবতারে যিনি বনে গমন করিয়াছিলেন) দয়িতয়া ঈপ্সিতম্ মায়ামৃগম্ অন্বধাবৎ (যিনি পত্নীর ইচ্ছায় মায়ামৃগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন) তে (সেই আপনার) চরণারবিন্দম্ বন্দে (শ্রীচরণকমল বন্দনা করি)।

অনুবাদ—হে ধার্ম্মিকপ্রবর! রামাবতারে দেবতাদিগেরও আকাঙ্ক্ষিত যে রাজ-ঐশ্বর্য্য সহজে ত্যাগ করা যায় না, পিতার আদেশে আপনি তাহাও ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। পত্নীর অভিলষিত মায়ামৃগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন—আপনার চরণ-কমল বন্দনা করি।

অনুধ্যান—রামাবতারে পিতৃসত্য পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন, সীতার ইচ্ছা পূরণের জন্য মায়ামৃগের অনুসরণ—এ সমস্তই মানুষরূপে পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেমের আদর্শ। যদিও পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণই রামরূপে অবতীর্ণ, তবুও তাঁহার এ লীলা—মনুষ্যলীলা বড়ই অদ্ভুত—বড়ই মনোরম।

এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ।
মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—রাজন্ (হে বিদেহরাজ!) এবং (এইরূপে) যুগানুরূপাভ্যাং (যুগের অনুরূপ নাম ও রূপের দ্বারা, যে যুগে যে নাম ও যে রূপ তদনুযায়ী) যুগবর্ত্তিভিঃ মনুজৈঃ (যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক) শ্রেয়সাম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা) ভগবান্ হরিঃ (ভগবান্ শ্রীহরি) ইজ্যতে (পূজিত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—হে মহারাজ! যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণ যুগানুরূপ নাম ও রূপসমন্বিত সর্ব্বকল্যাণের কর্ত্তা ভগবান শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—এক তিনি—এক থাকিয়াই আবার তিনি বহু হন। এই বহুত্ব যে একেরই বহুত্ব—একেরই বিস্তৃতি তাহা বুঝিতে হইবে,—বুঝিতে না পারিলে—যুগভেদে যে মূর্ত্তিভেদ—তাহার ছোট বড় বিচারে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইবে। তাঁহার এই সসীমরূপই একমাত্র রূপ নহে—তাঁহার অসীমরূপও আছে। অবতাররূপে যুগপ্রয়োজনে শক্তিপ্রকাশের তারতম্য—ইহাই সার সত্য। সাধারণ বুদ্ধিতে এ সত্য ধরা না

পড়িলেও—সর্ব্বাত্মতায় যে একাত্মতা, গুরুকৃপায় এই সত্যানুভূতিতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ আর্য্যাঃ (গুণজ্ঞ, সারগ্রাহী, সজ্জন ব্যক্তিগণ) কলিং সভাজয়ন্তি (কলিকালের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন) যত্র (যে কলিকালে) সঙ্কীর্ত্তনেন এব (কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তনের দ্বারাই) সর্ব্বঃ স্বার্থঃ অভিলভ্যতে (পরম কল্যাণ লাভ করা যায়)।

অনুবাদ—এই কলিযুগে কেবল মাত্র ভগবদ্‌নামকীর্ত্তনের দ্বারাই পরম কল্যাণ লাভ করা যায়, এই জন্য গুণগ্রাহী, যথার্থদর্শী সজ্জন ব্যক্তিগণ কলিকালের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

অনুধ্যান—অন্যান্য যুগে যাগ, যজ্ঞ, ধ্যান ধারণাদিসহযোগে সুকঠোর তপস্যার দ্বারা মানব পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিত। কলিযুগে মানুষ দুর্ব্বল—অন্নগতপ্রাণ। সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া দুশ্চর তপশ্চরণে ভগবৎ-লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব নহে; তাই ভগবান কৃপা করিয়া কলিকলুষপীড়িত দুর্ব্বল মানবের জন্য ভজনের সহজ পন্থা নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। ভগবদ্‌নামসঙ্কীর্ত্তনে চিত্তের মল তমঃ ও রজঃবৃত্তি ক্ষীণ হইলে বহির্মুখীন মন অন্তর্মুখীন হয়। তখন গুরুপ্রদত্ত নামের স্মরণ মনন অহরহ চলিতে থাকে। নামমাহাত্ম্যে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইলে ইষ্টের স্বরূপ তাহাতে প্রতিভাত হয়। চিত্ত ইষ্টময় হইলে তাঁহার সহিত একাত্মতায় সাধক কৃতকৃতার্থ হয়।

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—ভ্রাম্যতাং দেহিনাং (জন্মমৃত্যুশীল জীবের) ইহ (এই সংসারে) অতঃ পরমঃ লাভঃ ন হি (নামসংকীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল আর কিছুই নাই) যতঃ (যে

নামকীর্ত্তন হইতে) [মানবঃ] পরমাং শান্তিং বিন্দেত (মানুষ পরাশান্তি লাভ করে) সংসৃতিঃ নশ্যতি (জন্ম মৃত্যু নিবারিত হয়)।

অনুবাদ—জন্মমরণশীল জীবের এই সংসারে ভগবদ্‌নামকীর্ত্তন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল আর কিছুই নাই। এই নামকীর্ত্তন হইতেই পরাশান্তি লাভ হইয়া থাকে; সংসারে আসা যাওয়া—জন্মমৃত্যু নিবারিত হয়।

অনুধ্যান—নামকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য—তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা এখানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। কেহ যদি মনে করেন শত শত লোক মিলিত হইয়া যে সঙ্কীর্ত্তন করা হয়, তাহাতেই মুখ্যকল্পে পরাশান্তি—মোক্ষলাভ হইবে তাহা হইলে বিষয়টীর সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে, বলা যায় না। পূর্ব্ব শ্লোকের অনুধ্যানে নামসঙ্কীর্ত্তনে কি ভাবে মানুষকে ক্রমশঃ পরাশান্তির অধিকারী করে তাহার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, এখানে আরো একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

সর্ব্বপ্রকার গুণ ও ভাবের অতীত হইয়াই গুণাতীত ও ভাবাতীত পরমপুরুষকে লাভ করা যায়। ইহাই পরাশান্তি বা মোক্ষ। এই অবস্থা কোন বাহ্যক্রিয়াসাপেক্ষ নহে। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে যতদিন পর্য্যন্ত না সাধক এই অনুভব লাভ করে যে, ভগবানই তাহার মধ্যে থাকিয়া সাধন করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত সাধকের পক্ষে ধর্ম্মের বাহ্য আচরণ, বিধি নিষেধ পালন করিতে হইবে। গুরুদত্ত নাম প্রথমে আমরা চেষ্টা করিয়া জপ করি, পরে অভিমানবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিলে জপ আর আমাদিগকে করিতে হয় না, জপ আপনা হইতেই হয়। তখন জপের কর্ত্তা আর আমরা নহি, ভগবানই তখন জপের কর্ত্তা; ভগবান নিজেই নিজের নাম জপ করেন। কিন্তু এই অবস্থা সহজে আসে না, নাম করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইলে গুরুকৃপায় ঐ অবস্থালাভ হয়। এই অবস্থারই প্রারম্ভসাধন নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম

সঙ্কীর্ত্তনে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে, মন হইতে রজঃ ও তমোগুণ দূরীভূত হয়; সত্ত্বগুণ সর্ব্বতোভাবে চিত্তরাজ্য অধিকার করে, ফলে একপ্রকার নির্ম্মল আনন্দও লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু ইহাই পরাশান্তি বা সাধনার শেষ কথা নহে। সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ, "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি" ইহা ভগবানেরই বাক্য—অতএব এই সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া গুণাতীত হইতে না পারিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। অন্যত্র ভগবান গীতায় বলিতেছেন :—

"গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥" ১৪।২০

'দেহের সহিত উৎপন্ন এই গুণত্রয়-(সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণকে) অতিক্রম পূর্ব্বক জন্মমৃত্যুজরারূপ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া জীব অমৃতত্ব লাভ করে।' অতএব নামসঙ্কীর্ত্তন পরাম্পরারূপেই মুক্তির কারণ ইহাই বুঝিতে হইবে।

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—রাজন্ (হে মহারাজ!) কৃতাদিষু প্রজাঃ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই যুগত্রয়ের অধিবাসী মানব) কলৌ (কলিকালে) সম্ভবম্ ইচ্ছন্তি (জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন) কলৌ খলু (কলিকালেই) নারায়ণপরায়ণাঃ ভবিষ্যন্তি (ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিবেন)।

অনুবাদ—হে মহারাজ! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই যুগত্রয়ের অধিবাসী মানবগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই কলিযুগেই ভগবদ্ভক্ত মানব জন্মগ্রহণ করিবেন।

অনুধ্যান—কলিযুগে ভগবৎকৃপা অধিক—তাই এ যুগে সাধনা সহজ। অতি অল্পায়াসেই এ যুগে ভগবদ্দর্শনলাভ হয়। অন্যান্য যুগে যাহা দুশ্চর তপস্যালব্ধ ছিল এ যুগে তাহা কৃপালব্ধ—সহজপ্রাপ্য।

সর্ব্বযুগে এবং সর্ব্বকালেই মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা ভগবদ্দর্শন বা আত্মানুভূতি। কাজেই যে যুগে বা কালে এই আত্মানুভূতি সহজলভ্য সে যুগে বা সে কালে যে ভগবৎ-লাভার্থী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রাবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী ॥ ৩৯ ॥
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—মহারাজ! (হে মহারাজ!) ক্বচিৎ ক্বচিৎ (কোন কোন স্থানে) দ্রাবিড়েষু চ (এবং দ্রাবিড় দেশে) যত্র (যেখানে) তাম্রপর্ণী নদী কৃতমালা পয়স্বিনী মহাপুণ্যা কাবেরী প্রতীচী চ মহানদী সন্তি (তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী এবং মহানদী সকল বর্ত্তমান আছে) [তত্র] (সেখানে) ভূরিশঃ নারায়ণপরায়ণাঃ [ভবিষ্যন্তি] (বহু ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিবেন) মনুজেশ্বর! (হে রাজন্) যে মনুজাঃ (যে সকল মনুষ্য) তাসাং জলং পিবন্তি (ঐ সকল নদীর জল পান করে) [তে] (তাঁহারা) অমলাশয়াঃ [সন্ত] (নির্ম্মলচিত্ত হইয়া) প্রায়ঃ ভগবতি বাসুদেবে ভক্তাঃ [ভবন্তি] (প্রায়ই ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হইয়া থাকেন)।

অনুবাদ—হে রাজন্! কোন কোন স্থানে এবং দ্রাবিড়দেশে যেখানে তাম্রপর্ণী নদী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, মহাপুণ্যা কাবেরী, প্রতীচী এবং মহানদী সকল বর্ত্তমান আছে সেখানে বহু ভগবদ্ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন। হে মহারাজ! যে সকল মনুষ্য এই সকল নদীর জলপান করিয়া থাকেন তাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া প্রায়ই ভগবান বাসুদেবে ভক্তিপরায়ণ হন।

অনুধ্যান—পুণ্যতোয়া নদীর জলপানে চিত্তমালিন্য দূরীভূত হয়—ভগবদ্‌ভক্তি হৃদয়ে জাগরিত করে। সাধু মহাপুরুষগণ তাই পবিত্র স্থানে

—পুণ্যতীর্থে জন্মগ্রহণ করেন। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কারণ-নিরপেক্ষ কার্য্য সম্ভব নহে। অনুকূল জল বায়ু, পবিত্র তীর্থস্থল এবং পুণ্যতোয়া নদীর তীরে সাধুসজ্জনের জন্ম এবং বসবাস সাধন ভজনের সহায়ক বলিয়াই হইয়া থাকে।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥৪১॥

অন্বয়—রাজন্ (হে বিদেহরাজ!) যঃ (যিনি) কর্ত্তুং পরিহৃত্য (কি করণীয় এবং কি করণীয় নহে, এই বিচার ত্যাগ করিয়া) সর্ব্বাত্মনা (সকলের আত্মস্বরূপ) শরণ্যং মুকুন্দং (আশ্রয়দাতা মুকুন্দের) শরণং গতঃ (শরণাপন্ন হন) [সঃ] (তিনি) দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং চ ঋণী ন (দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী হন না) অয়ং (তিনি) [তেষাং] (তাঁহাদের) কিঙ্করঃ চ ন (দাস হয়েন না।)

অনুবাদ—হে বিদেহরাজ! যিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার পরিত্যাগ করিয়া সকলের আত্মস্বরূপ আশ্রয়দাতা ভগবানের শরণাগত হন, তিনি দেব, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট ঋণী থাকেন না এবং তাঁহাদের নিকট কোন বন্ধনেও আবদ্ধ হয়েন না।

অনুধ্যান—গৃহীর পঞ্চঋণ, তজ্জন্য পঞ্চযজ্ঞের ব্যবস্থা। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ। দেবতাগণের পূজা দ্বারা "দেবযজ্ঞ", ঋষিগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করিয়া "ঋষিযজ্ঞ", শ্রাদ্ধাদির দ্বারা "পিতৃযজ্ঞ", অতিথি সৎকার দ্বারা "নৃযজ্ঞ", পশুপক্ষী প্রভৃতিকে আহার দান করিয়া "ভূতযজ্ঞ" করা হইয়া থাকে। গৃহীর এ সকল অবশ্যকরণীয়, এই কর্ত্তব্যসূত্রে গৃহী তাঁহাদের নিকট বদ্ধ হইয়া দাসস্বরূপ। কিন্তু যিনি সর্ব্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে এ সকল করণীয় কি করণীয় নয়, সে বিচার তাঁহার নহে। অন্তর্য্যামী ভগবানই তাঁহাকে পরিচালিত করিবেন—নিজের স্থূল বুদ্ধির সাহায্যে কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য নির্ণয় তাঁহাকে করিতে হইবে না। আসল কথা নিজের

অহমিকা—অহংকর্ত্তৃত্ব নিঃশেষে মুছিয়া দিয়া ভগবৎ-চরণে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সঁপিয়া দিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে জাগতিক কোন ঋণ—কোন বন্ধনই আর থাকিবে না।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ॥৪২॥

অন্বয়—স্বপাদমূলং ভজতঃ (ভগবৎ-চরণসেবী) ত্যক্তান্যভাবস্য (অন্য ভাব ত্যাগকারী অর্থাৎ অনন্যভক্ত) প্রিয়স্য (এই প্রিয়ভক্তের) কথঞ্চিৎ যৎ চ বিকর্ম্ম উৎপতিতং [ভবেৎ] (শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলে যে কোন অন্যায় সংঘটিত হয়) হৃদিসন্নিবিষ্টঃ পরেশঃ হরিঃ (তাঁহার হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি) [তৎ] সর্ব্বং ধুনোতি (সেই সমস্ত অন্যায় বিদূরিত করিয়া দেন)।

অনুবাদ—একমাত্র ভগবৎ-চরণসেবী অনন্যচিত্ত প্রিয়ভক্ত কোন কারণে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া যদি কোন প্রকার অন্যায় করিয়া ফেলেন তাহা হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরি সেই সমস্ত অন্যায় বিদূরিত করিয়া দেন।

অনুধ্যান—ভগবৎ-চরণই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়—সদাক্ষণ যিনি তাঁহারই স্মরণ মননে সময় অতিবাহিত করেন, পূর্ব্বসংস্কার অনুযায়ী তাঁহার কর্ম্মের চ্যুতি বিচ্যুতি যদিই বা সংঘটিত হয়, তথাপি ভক্তানুগ্রহকারী ভগবান তজ্জন্য তাঁহার অন্যায় গ্রহণ করেন না—কৃপা করিয়া তাহা ক্ষমাই করিয়া থাকেন। যিনি ভাল মন্দ সমস্তই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আর কর্ম্মফল ভোগ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? তাঁহার সকল কর্ম্মের জন্য যে ভগবান স্বয়ংই দায়ী; তাই গীতায় তাঁহার অভয়বাণী—"মামেকং শরণং ব্রজ" 'একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও', "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি" 'আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিব'—"মা শুচঃ"—'তুমি শোক করিও না'—তোমার শোক করিবার কিছুই নাই।

শ্রীনারদ উবাচ

ধর্ম্মান্ ভাগবতানিত্থং শ্রুত্বাথ মিথিলেশ্বরঃ।
জায়ন্তেয়ান্ মুনীন্ প্রীতঃ সোপাধ্যায়ো হি হ্যপূজয়ৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—শ্রীনারদঃ উবাচ (নারদ কহিলেন) অথ মিথিলেশ্বরঃ (সেই মিথিলাপতি রাজা নিমি) ইত্থং ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শ্রুত্বা (এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া) প্রীতঃ (সন্তুষ্ট হইয়া) সোপধ্যায়ঃ জায়ন্তেয়ান মুনীন্ (উপধ্যায়গণের সহিত জয়ন্তীপুত্র মুনিদিগকে) অপূজয়ৎ হি (পূজা করিলেন)।

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ কহিলেন, হে বসুদেব! অনন্তর মিথিলাধিপতি রাজা নিমি এইরূপ ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং উপধ্যায়গণের সহিত, জয়ন্তীতনয় কবি, হরি প্রভৃতি মুনিগণের পূজা করিলেন।

অনুধ্যান—পূর্ব্ব শ্লোকে নিমিরাজ-জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের উত্তরে নবযোগীন্দ্রকথিত ভাগবত ধর্ম্ম শেষ হইয়াছে। বসুদেব গৃহাগত দেবর্ষি নারদকে পরম শ্রেয়ঃসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তাহারই উত্তর প্রদান করিবার জন্য তিনি নবযোগীন্দ্র-উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করেন,—ভূমিকায় এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বসুদেবের প্রশ্নে নারদের উত্তরে যাহার সূচনা হইয়াছিল, পুনঃ দেবর্ষি নারদের বাক্যেই তাহা শেষ হইতে চলিয়াছে।

ততোঽন্তর্দ্দধিরে সিদ্ধাঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রাজা ধর্ম্মানুপাতিষ্ঠন্নবাপ পরমাং গতিং ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (তদনন্তর) সিদ্ধাঃ (সিদ্ধ মুনিগণ) সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ (সকলের চক্ষুর সম্মুখে) অন্তর্দ্দধিরে (অন্তর্হিত হইলেন) রাজা চ (এবং রাজা নিমিও) ধর্ম্মান্ উপাতিষ্ঠন্ (ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া) পরমাং গতিম্ অবাপ (শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলেন)।

অনুবাদ—তখন সকলের চক্ষুর সম্মুখেই সিদ্ধমুনিগণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা নিমিও মুনিগণ-উপদিষ্ট ভাগবত ধর্ম্ম পালন করিয়া শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিলেন।

অনুধ্যান—সিদ্ধমুনিগণ—নবযোগীন্দ্র যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্তর্ধানও তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবেই সংঘটিত হইল। মহারাজ নিমির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া সকলের চক্ষুর সম্মুখেই তাঁহারা অন্তর্হিত হইলেন। কখন কি ভাবে অন্তর্হিত হইলেন, কেহই জানিতে পারিলেন না, ফলে সকলেই যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

মুনিগণ চলিয়া গেলে পর মহারাজ নিমি মুনিগণকথিত ভাগবত ধর্ম্ম যথাযথ পালন করিয়া সর্ব্বত্র আত্মদর্শনপূর্ব্বক সকল প্রকার শোক মোহের অতীত হইলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন :

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

অর্থ—'সিদ্ধ সাধক যখন সমস্ত ভূতবর্গকে নিজ আত্মায় দর্শন করেন, তখন সেই একাত্মদর্শনকারী ব্যক্তির আর শোক মোহের সম্ভাবনা কোথায়?' ইতি।

অনুধ্যান নামক ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ হরিঃ॥

গ্রন্থের সারসঙ্কলন

মূল গ্রন্থে শ্লোকসমূহের অনুবাদ এবং তাহার অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য কি তাহা উদ্ঘাটনের জন্য "অনুধ্যান" নামক ব্যাখ্যায় আমরা চেষ্টা করিয়াছি। এইবার সমস্ত গ্রন্থের সারসঙ্কলন করা যাইতেছে। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রপ্রতিপাদিত যে ধর্ম্ম এবং পরমতত্ত্ব তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা এবং থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবেই এক কিনা এইবার তাহাই আমরা দেখিব।

মহারাজ নিমির প্রশ্ন ছিল, (১) মানব জীবনের পরম শ্রেয়ঃ ভাগবত ধর্ম্ম কি? (২) ভাগবতধর্ম্মসাধননিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ কি? (৩) মায়ার স্বরূপ কি? (৪) মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? (৫) নারায়ণনামক ব্রহ্মের স্বরূপ কি? (৬) কর্ম্মযোগ কি? (৭) অবতারলীলার তাৎপর্য্য কি? (৮) অসংযতচিত্ত ভগবদ্‌ভক্তিহীন ব্যক্তির গতি কিরূপ হয়? (৯) যুগধর্ম্ম কি? অর্থাৎ কোন যুগে ভগবান কি ভাবে কোন মূর্ত্তিতে পূজিত হন? নয়জন ঋষি একে একে নয়টী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। মহারাজ নিমি মুনিগণের উত্তর শ্রবণ করিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই ভাগবত ধর্ম্ম পালন করিয়া পরাগতি লাভ করিলেন।

বসুদেবের প্রশ্নে শ্রীনারদের উত্তরস্বরূপেই মহারাজ নিমি ও নবযোগীন্দ্র উপাখ্যান কথিত হয়।

বসুদেব দেবর্ষি নারদকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন :—

"ব্রহ্মংস্তথাপি পৃচ্ছামো ধর্ম্মান্ ভাগবতাংস্তব।
যান্ শ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে সর্ব্বতোভয়াৎ ॥ ১১।২।৭ ॥"

অর্থ—'তথাপি হে ব্রহ্মন্! যে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিয়া মানব **সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হয়,** আমি আপনার নিকট

সেই ভাগবত ধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করি।' তাহার পরই আবার বলিলেন :—

"অহং কিল পুরানন্তং প্রজার্থো ভুবি মুক্তিদম্।
অপূজয়ং ন মোক্ষায় মোহিতো দেবমায়য়া ॥" ৮ ॥

অর্থ—'আমি পূর্ব্বে পৃথিবীতে মুক্তিপ্রদ ভগবান্ অনন্তের পূজা করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু দেবমায়ায় মোহিত হইয়া পুত্রার্থী হইয়াই তাহা করিয়াছিলাম, মুক্তি-মোক্ষার্থী হইয়া তাহা করি নাই।'

অতএব :—

"যথা বিচিত্রব্যসনাদ্ভবদ্ভির্বিশ্বতোভয়াৎ।
মুচ্যেমহ্যঞ্জসৈবাদ্ধা তথা নঃ সাধি সুব্রত ॥" ৯ ॥

অর্থ—'হে সুব্রত! এক্ষণে যেরূপে এই বিচিত্র বিপদ সঙ্কুল সর্ব্ববিধ ভয়প্রদ সংসার হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ-ভাবে আপনি তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করুন।' তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং পুত্রস্নেহ তথা বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়াও বসুদেবের সংসারভয় দূরীভূত হয় নাই; অভাববোধে মুক্তি মোক্ষের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার জীবনে রহিয়া গিয়াছে। অতএব মোক্ষার্থী হইয়া বসুদেব যে প্রশ্ন দেবর্ষি নারদের নিকট করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে যে নবযোগীন্দ্র সংবাদ তথা ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে তাহা যে মুক্তিপ্রতিপাদকই হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলা হয়। ভাষ্য অর্থ সূত্রের ব্যাখ্যা অর্থাৎ বিস্তার। বেদের অন্ত—বেদান্ত। বেদের চরম ও পরম জ্ঞান-সঙ্কলন উপনিষদ্ই বেদান্ত। আবার সর্ব্বোপনিষদের সার ব্রহ্মসূত্রকেও বেদান্ত বলা হয়। উপনিষদ্ এবং উপনিষদের সারভূত বেদান্ত দর্শন উভয়ই মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য

বলিলে, তাহাকেও মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শুধু তর্কের খাতিরেই একথা মানিয়া লইতে হইবে তাহা বলিতেছি না, স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতকার এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন মহারাজ পরীক্ষিৎ। সেই সময় শ্রীশুকদেব তাঁহার প্রশ্নোত্তরে গঙ্গাতীরস্থ রাজসভায় বিদ্বৎ-জনসম্মুখে পবিত্র ভাগবতকথা বর্ণন করেন।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে, প্রশ্নের উৎকর্ষতাদর্শনে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন :—

"বরীয়ানেষঃ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ॥" ২।১।১॥

অর্থ—'হে রাজন! পুরুষদিগের শ্রোতব্য বিষয়ের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্ন তাহাই তুমি করিয়াছ, এই প্রশ্ন অতি উত্তম কারণ ইহা মোক্ষপ্রাপক সুতরাং লোকের হিতসাধক আর ইহা মুক্ত পুরুষদিগেরও সম্মত।'

শ্রীধর স্বামীর টীকা এইরূপ :—"তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষুমধ্যে যঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ এস বরীয়ান্! যতো লোকহিতমেতৎ **মোক্ষহেতুত্বাৎ**। আত্মবিদাং **মুক্তানাঞ্চ** সম্মতো যতঃ" প্রশ্ন যে মোক্ষ-বিষয়ক এবং তাহাই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন, শ্রীশুকদেব এখানে তাহাই বলিলেন। অতএব মোক্ষবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে যে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত হইয়াছে তাহা যে মোক্ষ প্রতিপাদকই হইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? গ্রন্থ শেষ করিতে যাইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতকার স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

"আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যান সংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিত সৎসুরম্॥ ১২স্কন্ধ। ১৩শ অঃ।১১ শ্লোক
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্॥" ১২।১৩।১২

অর্থ : —'এই গ্রন্থের আদি, মধ্যে ও অন্তে বৈরাগ্যোৎপাদক আখ্যান-সংযুক্ত হরিলীলাবিষয়ক অমৃতরূপ কথাসমূহ থাকাতে ইহা দেবতা ও সাধুগণের আনন্দোৎপাদক হইয়াছে।'

'সর্ব্ববেদান্তের সার যে এক অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁহার সহিত সমস্ত জীবজগৎ একাত্মভাবে স্থিত আছে, তাহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য এবং **কৈবল্য-মুক্তিই ইহার একমাত্র প্রয়োজন।'**

সর্ব্ববেদান্তের সার যে অদ্বৈত ব্রহ্ম তাহাই যখন শ্রীমদ্ভাগবতেরও প্রতিপাদ্য বিষয় এবং বেদান্তের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতও যখন কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি মোক্ষকেই একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে তখন পুরাণসংহিতার এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে বেদান্তের ভাষ্য বলিলে যথার্থই বলা হয়, বুঝিতে হইবে। মোক্ষের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রই একমত। সাংখ্যসূত্রে ভগবান কপিলও বলিয়াছেন :—"উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।"

অর্থ :—'অপর সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ হইতে মোক্ষই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন' শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ২২ অঃ ২৫নং শ্লোকেও ঠিক একই কথা রহিয়াছে, দেখিতে পাই :—

"তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ॥"

অর্থ :—'অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই আত্যন্তিক পুরুষার্থ হওয়ায়, ইহাই শ্রেষ্ঠতম ইষ্টবস্তু ; কারণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সর্ব্বদাই কৃতান্তভয়যুক্ত।'

এক্ষণে মোক্ষ কি তাহা জানা দরকার। তাহা জানিতে হইলে যাহার জন্য মোক্ষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই জীবের স্বরূপ এবং যাঁহাকে লাভ করিয়া জীব মোক্ষানন্দ লাভ করে, তাঁহার স্বরূপও জানিতে হইবে।

ব্রহ্মই একমাত্র সংবস্তু যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব মোক্ষানন্দ লাভ করে। এই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতে যাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন :—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপও। শুধু তাহাই নহে, ভৃগু ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াও জানিলেন :—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" আরো জানিলেন এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মূল কারণ :—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি।" 'সেই আনন্দ হইতে এই সকল প্রাণিবর্গ জাত হইয়াছে, এই আনন্দ কর্ত্তৃকই জীবসকল জীবিত আছে এবং সেই আনন্দেতেই পুনরাবর্ত্তিত ও লীন হইয়া থাকে।' সূত্রকারও বলিলেন :—

"জন্মাদস্য যতঃ" (বেদান্ত ১ম অঃ ১ পাদ ২য় সূত্র।)

'এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয় যাহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম।' এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভাষ্যকারগণ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের একমাত্র কারণ ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ তিনিই। কুম্ভকার যেমন পৃথক বস্তু মৃত্তিকারূপ উপাদান দ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, ব্রহ্ম সেইরূপ পৃথক বস্তুর সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। তিনি নিজেকেই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অভিন্ন। জীবজগৎরূপে এক তিনিই যে নিজেকে বিস্তার করিলেন নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে :—"সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি * * স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদংকিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" অর্থ :—'পরমাত্মা ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। এবিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া তিনি যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তাঁহাতে

প্রবেশ করিয়া তিনি "সৎ" "ত্যৎ" অর্থাৎ মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ সবই হইলেন'; অতএব জীব, জগৎ যে তিনিই—তাঁহারই অভিন্ন অংশ, ইহাই সার সত্য। ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও জীবের অভিন্নত্ববিষয়ে বলিতে যাইয়া ছান্দোগ্য শ্রুতিও বলিয়াছেন:— "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতোকেতো" (ষষ্ঠ প্রপাঠক ৮ম খণ্ড) অর্থ:—'সেই সৎ যিনি জগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইলেন, এই জগৎ তদাত্মক; তিনি সত্য, তিনি আত্মা, **হে শ্বেতোকেতো! তুমিও সেই আত্মা।'** এই যে জগৎ ও জীবরূপে ব্রহ্মের পরিণতি তাহাতে যে তাঁহার সমস্ত সত্তাই পর্য্যবসিত হইয়া গেল, তাহা নহে। জগৎ ও জীবরূপে পরিণত হইয়াও তিনি তদতীতরূপে বর্ত্তমান রহিলেন। ইহাই তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা। পরব্রহ্মের শক্তি বহুবিধ। তন্মধ্যে তাঁহারই স্বরূপভূতা যে শক্তির সাহায্যে তিনি নিজে এক অদ্বৈতরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও বহুরূপ-বিশিষ্ট জীব জগৎকে আপনাতে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার মায়াশক্তি। এই মায়াশক্তি আবরণাত্মিকা। জীবের স্বরূপজ্ঞান এই মায়াই আবৃত করে। জীব যে ব্রহ্মেরই অঙ্গীভূত অভিন্ন অংশ এবং আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অংশ হওয়াতে নিজেও আনন্দস্বরূপ, মায়াই তাহা ভুলাইয়া দেয়। ফলে জীব নিরানন্দময় ও দুঃখভাগী হয়। এই অবস্থাই জীবের বদ্ধাবস্থা। স্বরূপজ্ঞানের অভাবে অর্থাৎ জীবও যে সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের অভিন্ন অংশ এই সত্যজ্ঞানের বিচ্যুতিতেই জীবের বদ্ধাবস্থা—দুঃখময় অবস্থা প্রাদুর্ভূত হয়। এই অবস্থা হইতে যে মুক্তি তাহাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। মুক্তি অর্থ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। জীব যে অদ্বিতীয় পরমানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের অভিন্ন অংশ এই ধ্রুবা স্মৃতি পুনরায় ফিরাইয়া পাওয়ার নামই মোক্ষ। যতকিছু সাধন ভজন, যত কিছু, ত্যাগ, ব্রত, তপস্যা—সবই পরমাত্মা পরব্রহ্মের সহিত

অভিন্নাত্মরূপ বোধ ফিরাইয়া পাওয়ার জন্য। প্রশ্ন হইতে পারে মুক্তিতে যে জীবের তাঁহার সহিত অভিন্নত্ব, তাহাতে কি জীবত্বের একদা বিনাশ ঘটে? না, তাহা নহে। জীবরূপেও যখন তিনিই তখন জীবত্বের বিনাশ সম্ভব নহে।, তাঁহার একরূপ এবং বহুরূপ উভয়ই যখন সত্য তখন জীবরূপও সত্য। যাহা সত্য তাহার বিনাশ হইতে পারে না। তাঁহার এই উভয়রূপতা যুগপৎ—নিত্যকালের জন্য সত্য; অতএব মুক্তিতে জীবত্বের বিনাশাশঙ্কা হইতে পারে না। এই জীব, জগৎ যে তাঁহাতেই বর্ত্তমান আছে, অতএব নিত্য তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যাইবে।

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা"
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ ॥১।৭॥ শ্বেতাশ্বতর

অর্থ—'এই পরব্রহ্মই বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতে জগৎ, জীব ও ঈশ্বর এই ত্রিতয় নিত্যরূপে স্থিত রহিয়াছেন এবং তিনি অক্ষর-রূপেও বর্ত্তমান আছেন। ব্রহ্মবিদ্ এই সকল ভেদ তাঁহারই ইহা জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মে লীন হয়েন এবং জন্ম মরণ হইতে মুক্তি লাভ করেন।' 'এই সকল ভেদ তাঁহার' কথার অর্থ—তিনি যে এক হইয়াও বহু তাহাই বুঝাইতেছে। এই ভেদ অর্থ পৃথক খণ্ড নহে, কারণ জীব জগৎ তাঁহার অঙ্গীভূত অংশ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জীব জগৎকে একবার বলা হইয়াছে তাঁহার সহিত অভিন্ন—অভেদ, আবার বলা হইল, ভিন্ন—ভেদ, এই ভিন্নাভিন্ন এবং ভেদাভেদ কথার তাৎপর্য্য কি বুঝিতে হইবে। জীব জগৎ যে তাঁহার অংশ তাহা তাঁহার শক্তিরূপ অংশ অতএব অভিন্ন, কারণ শক্তি শক্তিমান হইতে পৃথক হইয়া কখনো থাকিতে পারে না; যেমন অগ্নি এবং অগ্নির দাহিকাশক্তি অভিন্ন। আবার

অংশীর সহিত অংশ অভিন্ন হইলেও অংশীর সমস্ত সত্তা অংশতেই পর্য্যাপ্ত নহে, তাহাকে অর্থাৎ অংশকে অতিক্রম করিয়াও অংশীর সত্তা বর্ত্তমান থাকে, এই যে তদতীতরূপে বর্ত্তমানতা তাহাকেই ভিন্ন বা ভেদ বলা হইয়াছে, অতএব এই দিক দিয়া বিচার করিয়া বলিলে, জীব জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত, ভিন্নাভিন্ন বলা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বৈতত্বের কোন হানিই হইল না, অধিকন্তু জীব জগৎকে তাঁহারই অভিন্ন অংশ বলায় তাঁহার পূর্ণতাই সিদ্ধ হইল। পারমার্থিক সত্তায় জীব জগৎ মিথ্যা বলিলে তাঁহার অদ্বৈততত্ত্বে বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন একমাত্র ব্রহ্মই সদ্‌বস্তু এবং ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই; অতএব ব্রহ্ম ছাড়া এই জীব জগতের সত্যতা সাময়িকভাবে স্বীকার করিলেও তাহাতে দ্বৈত-তত্ত্বই প্রতিপন্ন করা হয়। অথচ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ এই দ্বৈতভাব যে মিথ্যা এবং এই দ্বৈত ভাব হইতেই যে সকল প্রকার ভয় উপজাত হয় এবং জন্ম মৃত্যুর কারণও যে এই দ্বৈতবোধই, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে, যথা :—

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"

অর্থ—'যে পর্য্যন্ত জীবের এই ব্রহ্মের সহিত কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদবুদ্ধি থাকে সেই পর্য্যন্তই তাহার ভয় থাকে।'

"সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥" ১।৬॥ শ্বেতাশ্বতর

অর্থ—'জীব আপনাকে ও নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক মনে করিয়া সেই সর্ব্বজীবাধার ও সকলের লয়স্থান বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হয়। তৎপর ভগবৎ কৃপাতেই জীব অমৃতত্ব লাভ করে।'

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা,
যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং,
যো বৈ ভূমা তদমৃতম্, অথ যদল্পং, তন্মর্ত্ত্যম্" (ছান্দোগ্য ভূমা বিদ্যা)

অর্থ—'যেখানে পৃথক কিছু দেখে না, পৃথক কিছু শুনে না, পৃথক কিছু জ্ঞাত হয় না - তাহাই ভূমা। যেখানে পৃথকরূপে দেখে, পৃথকরূপে শোনে, পৃথকরূপে জানে তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহাই মৃত্যুধর্ম্মশীল।'

"যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং।"

অর্থ—'যাহা ভূমা অদ্বিতীয়, মহৎ তাহাই সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই,—ভূমাই সুখ।'

উপরোক্ত শ্রুতিসমূহ হইতে স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদবুদ্ধি হইতেই সকল প্রকার ভয় ও দুঃখ উপজাত হয়। জীব যে পর্যান্ত না সেই অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত নিজের অভিন্নতা অনুভব করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহার (জীবের) ভয়-ভীতি, শোক, মোহ দূর হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্মের সহিত জীবের দ্বৈত-বোধের রাহিত্যই সকলপ্রকার ভয়ভীতি, দুঃখ কষ্ট নিরাকরণের একমাত্র উপায়। জীব-ব্রহ্মে যে একাত্মতা—ভিন্নবোধের সর্ব্বথা পরিসমাপ্তি, তাহাই মোক্ষ। জীব ব্রহ্মে যে ভিন্নজ্ঞান তাহাই জীবের বদ্ধাবস্থা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; তাহা হইলে জীবব্রহ্মের ভিন্নতা নহে—অভিন্নতাই মোক্ষের স্বরূপ। এই মোক্ষ লাভ করিয়া জীব আনন্দময় হয়—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। এষ হ্যেবানন্দয়তি" অর্থাৎ 'সেই ব্রহ্ম রস (আনন্দ) স্বরূপ , এই রসময়কে (আনন্দময়কে) লাভ করিয়া জীবও আনন্দময় হয়।···· ····ইনিই একমাত্র আনন্দদাতা'। আর কি হয় ? "অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" জীব অভয়পদ প্রাপ্ত হয়—নির্ভয় হয়। (এই অভয়ত্বই—অমৃতত্ব)।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি"

'ব্রহ্মের আনন্দময়তা জানিয়া জীব সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত হয়েন—অমৃতত্ব লাভ করেন।' অতএব ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা ভিন্ন যখন মুক্তি সম্ভব নহে, এবং মুক্তি ভিন্ন যখন জীব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-রহিত-অবস্থা লাভ করিতে পারিবে না, তখন ব্রহ্মের সসীমরূপের প্রতি দ্বৈতবুদ্ধি সম্পন্ন থাকিয়া যে, নিরবছিন্ন আনন্দ—যাহা মোক্ষানন্দ নামে অভিহিত, তাহা লাভ হইতে পারে না,—তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহারই অবতাররূপের প্রতি শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি ভাব যতই গভীর হউক না কেন এবং তাহা যত আনন্দদায়কই হউক না কেন, তাহা যে শ্রুতিস্মৃতিসম্মত শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—মোক্ষানন্দ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ পঞ্চরস বা ভাব-অবলম্বনে যে আনন্দলাভ হয় তাহা দ্বৈতবোধেই লাভ হইয়া থাকে। একাত্মতায় অর্থাৎ ইষ্টের সহিত অভিন্নত্বে এই রসানুভবের ব্যত্যয় ঘটে, ইহাই ঐ সকল মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের অভিমত; অথচ তাঁহার সহিত এতটুকু পার্থক্য থাকা পর্য্যন্ত সকলরকম ভয়রহিত অবস্থা—অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, তাহা আমরা বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও যে একমত এবং আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মূল কথাও যে তাহাই, এইবার আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। মহারাজ নিমির প্রথম প্রশ্ন—ভাগবতধর্ম্ম কি?—তদুত্তরে নব-যোগীন্দ্রের অন্যতম কবি বলিলেন, সর্ব্বপ্রকার ভয়ের কারণ দ্বৈতবুদ্ধি, অতএব তুমি গুরু, দেবতা ও নিজেকে অভিন্ন জানিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হও। এইরূপ একাত্মজ্ঞানে যে উপাসনা তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম। তখন মহারাজ নিমি এবিষয়ে আরো বিশেষভাবে জানিতে চাহিলে, হরি বলিলেন,

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

অর্থ—'যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন এবং পরমাত্মা ভগবানে যিনি যাবতীয় সৃষ্টবস্তু অবলোকন করেন, তিনিই ভাগতোত্তম—ভক্তশ্রেষ্ঠ।' এই শ্লোকে দ্বৈতবুদ্ধির একান্ত বিলোপেই ভাগবতোত্তম—ভক্তশ্রেষ্ঠ হওয়া যায়, বলিলেন। ইহার সহিত আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য সকলের যে সর্ব্বতোভাবে মিল রহিয়াছে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে না কি? তার পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে, 'ভগবানে প্রেম, তাঁহার ভক্তের সহিত মিত্রতা, অজ্ঞজনে কৃপা, শত্রুকে উপেক্ষা যাঁহার স্বভাব তিনি মধ্যম ভক্ত'। এখানে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা—অভেদ সম্বন্ধের অভাব বলিয়াই, ভগবানের প্রতি প্রেম থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে উত্তম ভক্ত না বলিয়া মধ্যম ভক্ত বলিলেন। দ্বৈতবুদ্ধিতে যে সর্ব্বপ্রকারে নির্ভয় হইয়া নিরবছিন্ন আনন্দের ভাগী হওয়া যায় না তাহা এই উপাখ্যানের আরম্ভ বসুদেবের প্রশ্নেও রহিয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও বসুদেবের সংসারভয় দূরীভূত হয় নাই;—পরম শ্রেয়ঃসম্বন্ধে প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া গিযাছে।

প্রেম শব্দের অর্থ ভক্তি শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিতগণ নানাভাবেই করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই দ্বৈতবোধের উপরেই ইহার সার্থকতা দেখান হইয়াছে। অতএব ভক্ত ভগবান এবং ভগবানেরই লীলাবিলাস এই জগৎ যাহার সঙ্গে একাত্মতাই শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ এবং ভাগবতধর্ম্ম সাধনের চরমফল বলা হইয়াছে, তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই স্বীকৃতিতে একাত্মতায় যে মোক্ষ—তাহাই যে মানব জীবনে—ভক্তের জীবনে একমাত্র কাম্য এবং পরম পুরুষার্থ, তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে সাধকের ভেদবুদ্ধি অধিক বলিয়া তাহাকে অধম ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্ত বলা হইয়াছে। এই ভেদবুদ্ধির নিন্দা ভাগবতের

সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ কপিল মাতা দেবহূতিকে ভক্তিযোগ উপদেশ কালে বলিতেছেন :—

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ়্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

৩।২৯।২২।

অর্থ—'হে মাতঃ! সর্ব্বভূতস্থিত সকলের আত্মা ও ঈশ্বরস্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি কেবল প্রতিমাতেই আমার অর্চ্চনা করে, সে ভস্মে আহুতি প্রদান করে মাত্র।' তার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের মর্ম্মার্থ এইরূপ—'হে মাতঃ! সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ আমিই সকল প্রাণীতে অন্তর্য্যামীরূপে সতত অবস্থিত। কিন্তু অজ্ঞ মানব সেই সর্ব্বাত্মা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ভগদ্দর্শন না করিয়া (শুধু) প্রতিমাদিতে পূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।' তার ফল বলিলেন,—ভস্মে ঘৃতাহুতি ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পুনরায় বলিলেন।—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥ ২৬॥

অর্থ—'যে ব্যক্তি আপনাকে পরমাত্মা হইতে অথবা অন্য পুরুষ হইতে অল্প মাত্রায়ও ভিন্ন বলিয়া বোধ করে সেই ভেদদর্শী পুরুষের সম্মুখে আমি মৃত্যুরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দুঃসহ সংসার ভয় প্রদান করি।'

বসুদেবের প্রশ্নও ছিল মহারাজ নিমির প্রশ্নেরই অনুরূপ। তাই দেবর্ষি নারদ নবযোগীন্দ্র সংবাদ বিবৃত করিয়া বলেন :—

ত্বমপ্যেতান্ মহাভাগ ধর্ম্মান্ ভাগবতান্ শ্রুতান্।
আস্থিতঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তো নিঃসঙ্গো যাস্যসে পরম্॥ ১১।৫।৪৫॥

অর্থ—'হে মহাভাগ বসুদেব! তুমিও যে ভাগবত ধর্ম্ম শ্রবণ করিলে শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া তাহা অনুষ্ঠান কর, তাহা

হইলে পরাগতি লাভ করিবে।' তারপর যাহা বলিলেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় :—

"মাপত্যবুদ্ধিমকৃথাঃ কৃষ্ণে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে।
মায়ামনুষ্যভাবেন গূঢ়ৈশ্বর্য্যে পরেঽব্যয়ে॥" ১১।৫।৪৪

অর্থ—'হে বসুদেব মায়া-মনুষ্য ভাবের দ্বারা যাঁহার ঐশ্বর্য্য গুপ্ত রহিয়াছে, তুমি সেই অব্যয় সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি করিও না।' পুত্রবুদ্ধি করিতে নিষেধ করার তাৎপর্য্য এই যে তাহাতে তাঁহার স্বরূপের সন্ধান মিলে না। শ্রীকৃষ্ণ যে এতটুকুই,—অর্থাৎ 'মানুষীং তনুমাশ্রিতং'ই শুধু নন,—তদতীতরূপেও তাঁহার পরম ভাব বর্ত্তমান আছে সেই পরমভাব না জানিতে পারিলে, মুক্তি মোক্ষ সম্ভব নহে;—এজন্যই বসুদেবকে এই পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাত্মরূপে অনুভব করিতে বলিলেন। মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকী ও বসুদেব কি করিলেন? শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :—

"এতচ্ছ্রুত্বা মহাভাগো বসুদেবোঽতিবিস্মিতঃ।
দেবকী চ মহাভাগা জহতুর্মোহমাত্মনঃ॥" ১১।৫।৫১॥

অর্থ—'হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাসৌভাগ্যশালী বসুদেব ও দেবকী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধিরূপ আত্মমোহ ত্যাগ করিলেন।' কেন? তাঁহার কারণ বলিতে যাইয়া শ্রীশুকদেব পুনরায় বলিলেন— "যে পুরুষ সমাহিত হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস হৃদয়ে ধারণ করিবেন তিনি এই জগতের সর্ব্বত্র আত্মবুদ্ধিরূপ মোহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইবেন।" "স বিধূয়েহ শমলং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

এইরূপ পরমতত্ত্বের উপদেশ যে শুধু দেবকী বসুদেবই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপিকাদিগকেও এই পরমতত্ত্বের—অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বাত্মতার উপদেশ প্রদান করেন। যথা :—

"অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথাং বাভূর্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ ॥ ১০।৮২।৪৫ ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥" ৪৬ ॥

অর্থ—"হে অনঙ্গাগণ! ভৌতিক পদার্থ মাত্রই যেমন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতাত্মক তদ্রূপ আমি সমস্ত জীবের (কারণরূপে) আদিতে, (দেহরূপে) বাহিরে এবং (অন্তর্য্যামিরূপে) অন্তরে বর্ত্তমান আছি" ॥৪৫॥

আরো স্পষ্ট করিয়া বলিলেন "আকাশাদি পঞ্চমহাভূত (উপাদানরূপে) সমস্ত দেহে বর্ত্তমান আছে, এবং আত্মা (জীবাত্মা) ভোক্তারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছেন; পরন্তু এতদুভয় জড় ও চেতনকে (জীবাত্মা ও ভূতগ্রামকে) অক্ষর পরমাত্মরূপ আমাতেই প্রকাশিত বলিয়া তোমরা দর্শন কর।"

এই উপদেশের ফলে গোপীকাগণের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীশুকদেব যাহা বলিলেন, তাহা এই :—

"অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥" ৪৭ ॥

অর্থ—'এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপিকাগণ অধ্যাত্ম বিত্তায় শিক্ষিত হইয়া তাহা ধারণপূর্ব্বক অন্নময়াদি জীবকোষ সকল অতিক্রম করিয়া (সর্ব্ব প্রকাশক) উত্তম পুরুষ ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন।' শ্রীধর স্বামী "অধ্যাত্মশিক্ষয়া" পদের অর্থ করিয়াছেন 'স্বরূপোপদেশ দ্বারা।' তাহা হইলে এখানেও দেখা যাইতেছে, গোপীকারা দীর্ঘকাল মানুষরূপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন দ্বারাও কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন নাই এবং

হইতে যে পারেন নাই তাহা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে, তিনি বলিয়াছেন :—

"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।"

অর্থ—'গোপীকারা অবলা নারী আমার প্রকৃত স্বরূপ তাহারা অবগত ছিল না এবং রতিসুখপ্রদ উপপতিরূপেই আমার প্রতি কামযুক্ত হইয়াছিল।' স্বরূপতঃ তাঁহাকে না জানিলে কৃতকৃতার্থ হওয়া যায় না। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বরূপোপদেশ—অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বাত্মতার উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বাত্মরূপে ভজনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার সহিত অভিন্নতাই যে পরম পুরুষার্থ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তাহাই বলিয়াছেন।

এইবার ব্রহ্মসূত্র—বেদান্ত দর্শন যাঁহার ভাষ্য বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে বলা হয় মুক্তি অর্থে কি বলে দেখা যাউক :

"বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ॥" ৪।৪।১৯॥ সূত্র

'মুক্ত পুরুষগণ জন্মাদি বিকারশূন্য হয়েন। তাঁহারা স্বাভাবিক অচিন্ত্য অনন্তগুণসাগর সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন।'

অন্যত্রও আছে—"অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" ৪।৪।৪ সূত্র

'মুক্ত পুরুষ আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন। তৎকালে সমস্তকেই পরমাত্মস্বরূপ দর্শন হয়।' এবং

"অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্" ৩।২।২৬ সূত্র

'ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে উপাসক তৎসহ সমতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ উপাসক সেই উজ্জ্বল সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর যিনি ব্রহ্মাদিরও উৎপত্তি স্থান—তাঁহার দর্শনে পাপপুণ্য উভয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অপাপবিদ্ধ হয়েন এবং ব্রহ্মের সহিত সাম্য লাভ করেন।'

কি ভাবে এই সাম্য অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হওয়া যায়? সূত্রকার বলিলেনঃ

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"। (৩।২।২৪) 'ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়েন।' তাহা হইলে ব্রহ্মসাযুজ্যের উপায় ভক্তি, সূত্রকার তাহাই বলিলেন। অতএব ভক্ত ভগবানে ভিন্নত্বই ভক্তিযোগের মূল কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের সহিত সূত্রকার একমত নহেন।

গীতায়ও আছে :—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো হ্যহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

'হে পরন্তপ অর্জ্জুন! কেবল ভক্তির দ্বারাই এবংবিধরূপে আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায়—আমাকে দর্শন করা যায় এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়—অন্য কিছুর দ্বারা নহে।' গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, পরাভক্তির দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বের সহিত অবগত হইয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয়েন।

এক পরমাত্মাই যে সর্ব্বত্র সর্ব্বশরীরে বিদ্যমান, তিনি অশরীরী হইয়াও যে শরীরী, তিনি এক হইয়াও যে বহু—আবার বহু হইয়াও যে একই তাহার প্রমাণস্বরূপ মহাভারত হইতে কয়েকটী শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

শান্তি পর্ব্বের ৩৫০ম অধ্যায়ের প্রথমেই জনমেয়জয়ের প্রশ্ন :—

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু।
কোহ্যত্র পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ কা বা যোনিরিহোচ্যতে॥" ১

অর্থ—'হে ব্রহ্মন্! পুরুষ অনেক অথবা একই, শ্রেষ্ঠ পুরুষ কে এবং যোনিই বা কাহাকে বলে?'

তদুত্তরে বৈশাম্পায়ন বলিলেন :-

"বহূনাং পুরুষাণাঞ্চ যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বং ব্যাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্ ॥৩
নমস্কৃত্বা চ গুরবে ব্যাসায় বিদিতাত্মনে।
তপোযুক্তায় দান্তায় বন্দ্যায় পরমর্ষয়ে ॥ ৪
ইদং পুরুষসূক্তং হি সর্ব্ববেদেষু পার্থিব।
ঋতং সত্যং চ বিখ্যাতমৃষিসিংহেন চিন্তিতম্ ॥" ৫

অর্থ—'যেরূপে একই পুরুষ বহু পুরুষের উৎপত্তি স্থান হন এবং যে প্রকারে বিশ্বরূপ সেই এক পুরুষ অপর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা বিদিতাত্মা, তপঃপরায়ণ, দান্ত, বন্দনীয়, গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। হে মহারাজ! এই পুরুষসূক্ত সমস্ত বেদমধ্যে সত্য, মহাসত্য, বিশেষরূপে বিখ্যাত এবং সেই ঋষিশ্রেষ্ঠদ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইয়াছে।" এ সম্বন্ধে ব্রহ্মার সহিত ত্রিলোচনের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর, তাহাতে তোমার প্রশ্নের সম্যক উত্তর প্রাপ্ত হইবে।'

রুদ্র উবাচ

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মংস্ত্বয়া সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
সৃজ্যন্তে চাপরে ব্রহ্মন্ সচৈকঃ পুরুষো বিরাট্ ॥ ২৩
কোহসৌ চিন্ত্যতে ব্রহ্মংস্ত্বয়ৈকঃ পুরুষোত্তমঃ।
এতন্মে সংশয়ং ব্রূহি মহৎ কৌতূহলং হি মে" ॥ ২৪

রুদ্র বলিলেন—'ব্রহ্মন্! আপনি স্বয়ম্ভু, বহু পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং অপর আরও সৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু যে এক বিরাট পুরুষকে আপনিও চিন্তা করিয়া থাকেন, সেই পুরুষোত্তম কে? এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহা জানিতে কুতূহল জন্মিয়াছে।'

প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা পুরুষের স্বরূপ এইরূপ বর্ণনা করিলেন :—

"অশরীরঃ শরীরেষু সর্ব্বেষু নিবসত্যসৌ।
বসন্নপি শরীরেষু ন স লিপ্যতি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩
মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষীভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ।৪
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ক্ষেত্রেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্ ॥" ৫

অর্থ—'তিনি অশরীরী হইয়াও সর্ব্ববিধ শরীরে অবস্থান করিতেছেন ; কিন্তু শরীরে অবস্থান করিলেও শারীরিক কোন কার্য্যে লিপ্ত হন না। তিনি আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা, এবং দেহধারী সকলেরই অন্তরাত্মা ; তিনি সকলের সাক্ষী, সকলকেই দর্শন করেন কিন্তু কেহ কখনো তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। তিনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বাক্ষি এবং বিশ্বনাসিক ; তিনি এক হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে বহু ক্ষেত্রে যথাসুখে বিচরণ করেন।' তারপর আবার বলিলেন :—

"তস্যৈকত্বং মহত্ত্বং চ স চৈকঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ।
মহাপুরুষশব্দং স বিভর্ত্ত্যেক সনাতনঃ।" ৯

অর্থ—'সেই পুরুষ এক (অদ্বৈত) ও মহৎ, শ্রুতি স্বয়ং তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; তিনিই মহাপুরুষ শব্দবাচ্য, তিনি সনাতন এবং তিনি এক হইয়াও বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন।'

এক হইয়াও কি ভাবে বহু হন তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন :—

"একো হুতাশো বহুধা সমিধ্যতে একঃ সূর্য্যস্তপসো যোনিরেকা।
একো বায়ুর্ব্বহুধা বাতি লোকে মহোদধিশ্চাম্ভসাং যোনিরেকঃ।
পুরুষশ্চৈকো নির্গুণো বিশ্বরূপস্তং নির্গুণং পুরুষং চাবিশন্তি ॥১০
হিত্বা গুণময়ং সর্ব্বং কর্ম্ম হিত্বা শুভাশুভম্।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা এবং ভবতি নির্গুণঃ" ॥১১

অর্থ—'যেমন এক অগ্নি বহুরূপে প্রকাশিত হয়েন, সূর্য্য এক হইয়াও বহুধা দৃষ্ট হয়েন, তাপ সকলের যোনি নানারূপ দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক তৎসমস্তই এক, একই বায়ু বহুরূপে প্রবাহিত হয় এবং এক সমুদ্রই সমুদয় জলের একমাত্র উৎপত্তি স্থান; তদ্রূপ পুরুষও এক ও নির্গুণ অথচ চরাচর বিশ্বরূপ, অন্তিমে সেই নির্গুণ পুরুষেই সকল প্রবিষ্ট হয়। গুণময় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদয় পরিহার করিয়া, সত্য ও মিথ্যা পরিক্ষেপানন্তর (অর্থাৎ জগতে সকলই ব্রহ্মময় এইরূপ ধারণা করিয়া) জীব নির্গুণতা লাভ করে।'

জীবও যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা এখানেও স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে। একেরই বহুত্ব এ কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বুঝিতে না পারিলে, অপূর্ণ জীবনে পূর্ণসুখ-শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

এই যে ভেদ দৃষ্টি, ইহা অপূর্ণ দৃষ্টি। জীব-জগৎকে নিজ হইতে পৃথক ভাবিয়া ভোগ্যরূপে কল্পনা করাতেই এই অপূর্ণ দৃষ্টি। জীব-জগৎ আমার সহিত এক হইলে, আমার ভোগ্য বলিয়া আর কিছু থাকে না—এই অনুভূতি সত্যানুভূতি কিন্তু ভোগলালসায় মোহান্ধ মানব এই সত্যানুভূতি পাইবে কোথায়? কিন্তু যখনই তিনি সসীমরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন তখনই তিনি বার বার এ কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন জগতে এক ছাড়া দুই নাই।—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"

(চণ্ডী ১০ অঃ ৫ম শ্লোক)

'একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয়া আর কে আছে?'

শুম্ভ দেখিয়াছিল, দেবীর পক্ষ হইয়া অনেকেই যুদ্ধ করিতেছে, তাই শুম্ভ ক্রোধভরে বলিয়াছিল :—

"বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী ॥"৩ (চণ্ডী ১০।৩)

অর্থ :—'হে বলগর্ব্বে উদ্ধতা দুর্গা, তুমি গর্ব্ব করিও না। কারণ গর্ব্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ।

শুম্ভের কথা শুনিয়া দেবী বলিলেন :—

"পশ্যৈতা দুষ্ট মষ্যেব বিশন্তো মদ্‌বিভূতয়ঃ।" (চণ্ডী ১০।৫)

'রে দুষ্ট, এই সকল আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দেখ ইহারা আমাতেই বিলীন হইতেছে।'

আবার বলিলেন :—

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥"

'এই যুদ্ধে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রভাবে আমি যে বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপসংহার করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি একাকিনীই রহিলাম। তুমি স্থির হও।'

অসুরকে দেবী দেখাইলেন---বহুরূপে যে দর্শন তাহা একেরই বহুত্ব। এই দর্শনই সত্য দর্শন, এই সত্যদর্শন আমাদের লাভ করিতে হইবে জীবনকে সত্যময়, ঋতময় করিতে হইলে।

এক পরমাত্মাই যে সর্ব্বত্র এবং জাগতিক বস্তুসমূহ যে সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং সর্ব্বত্র যে প্রিয়বোধ জাগরিত হয় তাহার কারণ যে সেই একাত্মতাই তাহা বলিতে যাইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন :—

"* * ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভব-

ত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। * * * ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।" বৃহ ২।৪।৫

অর্থ—"পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না; আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না; আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না; আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। * * * কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না; আত্মারই কামানায় সকলে প্রিয় হয়। অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধাতব্য, আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিলে সমস্তই বিদিত হওয়া যায়।" শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নিখিল শাস্ত্র তাঁহার সহিত একাত্মতাকেই সর্ব্বদুঃখবিনাশক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে ভাগবত ধর্ম্ম আমরা এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাই যে সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের সার এবং সমস্ত ভাগবতে যে আদি, মধ্য, অন্তে জীব-ব্রহ্মে অভিন্নরূপে স্থিতিকেই পরম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে সে বিষয়ে ভাগবত পাঠক—রসিক ভক্তজনের মধ্যে দ্বিমত হইতে পারে, আমরা মনে করি না। ইতি।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১৭	অচুর্ত্যতাঙ্ঘ্রিং	অচ্যুতাঙ্ঘ্রিং
২৫	২০	ভগবৎভক্তের	ভগবদ্ভক্তের
৩০	১১	ঐ	ঐ
৩৯	৮	অন্তবর্হিশ্চ	অন্তর্বহিশ্চ
৩৯	১১	অত্যাতিষ্ঠদ্	অত্যতিষ্ঠদ্
৩৯	১৮	নিত্যাব্যাপ্তসমস্তকামঃ	নিত্যাবাপ্তসমস্তকামঃ
৪১	১৪	উদকমেবাম্নুবিলীয়তে	উদকমেবাম্নুবিলীয়েত
৪১	১৫	নাহাস্যোদ্গ্রহণায়ে	নাহাস্যোদ্গ্রহণায়েব
৪৩	৩	আভূতসংপ্লাবৎ	আভূতসংপ্লবাৎ
৪৩	২০	অন্তরহীন	অন্তহীন
৫৪	১৬	পণ্ডিন্মন্যমানাঃ	পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
৬২	২১	পরস্পরের	পরস্পরের
৬৫	২১	ঐতরীয়	ঐতরেয়
৬৬	১০	ঐতেরেয়	ঐতরেয়
৬৯	২৪	স্বরূপ	স্বরূপ
৭২	১৮	জগরণে	জাগরণে
৭২	১৯	বেত্ত্বা	বেত্তা
৯৫	৪	সর্ব্বসত্ত্বা	সর্ব্বসত্তা
১০৮	৩	শ্রুতয়ঃ	শ্রুতয়ঃ
১০৯	২	ঔষধিসমূহ	ঔষধিসমূহ
১০৯	৫	ভয়ার্ত্ত	ভয়ার্ত্ত
১২৩	১	ধিভূত্যা	বিভূত্যা
১২৪	১	পাণ্ডিত্ত্য	পাণ্ডিত্য
১২৪	৫	বহির্মুখীন	বহির্মুখীন
১২৬	৯	শাস্ত্রনুভূতি	শাস্ত্রানুভূতি
১৩০	১৬	জ্ঞান	জ্ঞান